শিক্ষক সহায়িকা

বাংলা

সপ্তম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের অধিবেশন আলোকিত করে বাংলায় প্রথম বক্তব্য রাখেন 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান'

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সুযোগ্য কন্যা বাংলাদেশের বর্তমান মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ প্রদান করেন

১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন আলোকিত করে বাংলায় প্রথম ভাষণে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেন- 'বাংলাদেশের মতো যেই সব দেশ দীর্ঘ সংগ্রাম ও আত্মদানের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, কেবল তাহাদেরই এই দৃঢ়তা ও মনোবল রহিয়াছে, মনে রাখিবেন সভাপতি, আমার বাঙালি জাতি চরম দুঃখ ভোগ করিতে পারে, কিন্তু মরিবে না, টিকিয়া থাকিবার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমার জনগণের দৃঢ়তাই আমাদের প্রধান শক্তি।'

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম- ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত শিক্ষক সহায়িকা

শিক্ষক সহায়িকা

বাংলা

সপ্তম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা ও সংকলন

তারিক মনজুর
জফির সেতু
ত ন ম জাকিয়া বারিরা
প্রণয় ভূঞাঁ
ফিরোজ আল ফেরদৌস

সম্পাদনা
স্বরোচিষ সরকার

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০

কর্তৃক প্রকাশিত

[জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ২০২২

পুনর্মুদ্রণ: নভেম্বর ২০২৩

শিল্প নির্দেশনা

মঞ্জুর আহমদ

প্রচ্ছদ

রাসেল রানা

গ্রাফিক্স

নূর-ই-ইলাহী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

শিক্ষাবর্ষ ২০২৪

প্রসঙ্গকথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯ এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন যথোপযুক্ত শিখন সামগ্রী। এ শিখন সামগ্রীর মধ্যে শিক্ষক সহায়িকার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। যেখানে পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অন্যান্য শিখন সামগ্রী ব্যবহার করে কীভাবে শ্রেণি কার্যক্রমকে যৌক্তিকভাবে আরও বেশি আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক করা যায় তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। শ্রেণি কার্যক্রমকে শুধু শ্রেণিকক্ষের ভেতরে সীমাবদ্ধ না রেখে শ্রেণির বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুযোগ রাখা হয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের। সকল ধারার (সাধারণ, মাদ্রাসা ও কারিগরি) শিক্ষকবৃন্দ এ শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে সপ্তম শ্রেণির শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। আশা করা যায়, প্রণীত এ শিক্ষক সহায়িকা আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়নে ধর্ম, বর্ণ, সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণের কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ভূমিকা

বর্তমান শিক্ষাক্রম অনুযায়ী শিক্ষার্থীর নির্দিষ্ট যোগ্যতা অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষক কীভাবে শিখন-কার্যক্রম পরিচালনা করবেন, শিক্ষক-সহায়িকায় সে সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। এটি অনুসরণ করে শিক্ষকগণ শ্রেণি-কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

বাংলা বিষয়ে সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য অর্জন-উপযোগী মোট আটটি যোগ্যতা নির্ধারণ করা হয়েছে। শিক্ষার্থীরা যাতে ধীরে ধীরে এসব যোগ্যতা অর্জন করতে পারে, সে লক্ষ্যে এ বইয়ের যাবতীয় শিখন-অভিজ্ঞতা পরিকল্পিত। সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত যোগ্যতাগুলো ষষ্ঠ শ্রেণির যোগ্যতাগুলোর সাথে অনেকাংশেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাই কিছুক্ষেত্রে পাঠের বিষয় এবং শিখন অভিজ্ঞতায় পূর্ববর্তী শ্রেণির কার্যক্রমের পুনরাবৃত্তি রাখা হয়েছে। এর লক্ষ্য হলো, শিক্ষার্থীরা যেন ষষ্ঠ শ্রেণির যোগ্যতাগুলোর ভিত্তিতে নতুন শ্রেণির যোগ্যতাগুলো অর্জন করতে পারে। একইসাথে পূর্ববর্তী শ্রেণিতে কোনো শিখন ঘাটতি থাকলে তাও পূরণ করার সুযোগ পায়।

পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে সমন্বয় রেখে প্রতিটি শিখন-অভিজ্ঞতার জন্য পৃথক পৃথক শিখন-কৌশল সংযুক্ত রয়েছে। এছাড়া শিখন-কার্যক্রম এমনভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে যেন শিক্ষার্থীরা তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে যোগ্যতাগুলো অর্জন করতে পারে। এসব যোগ্যতা অর্জনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা সামগ্রিকভাবে তাদের ভাষাদক্ষতা বাড়াতে পারবে বলে আমরা আশা করি।

বর্তমান শিক্ষাক্রম কেবল পাঠ্যবই-নির্ভর নয়। পাঠ্যবই এখানে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় শিখন-অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়ার একটি মাধ্যম; তবে একমাত্র মাধ্যম নয়। আমরা প্রত্যাশা করি, শিক্ষকগণ এই শিক্ষক-সহায়িকায় দেওয়া শিখন-অভিজ্ঞতা অনুযায়ী পাঠ-পরিকল্পনা তৈরি করবেন এবং শিক্ষার্থীদের কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা অর্জনে ভূমিকা রাখবেন।

সূচিপত্র

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন	১
শিক্ষক সহায়িকা ব্যবহারের নির্দেশনা	৩
সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা	৪
শিখন অভিজ্ঞতার সঙ্গে পাঠ্যবই ও যোগ্যতার সম্পর্ক	৬
শিখন-অভিজ্ঞতা ১: প্রসঙ্গের মধ্যে থেকে যোগাযোগ করি (প্রথম অধ্যায়)	৭
শিখন-অভিজ্ঞতা ২: প্রমিত ভাষায় কথা বলি (দ্বিতীয় অধ্যায়)	১৭
শিখন-অভিজ্ঞতা ৩: শব্দের শ্রেণি (তৃতীয় অধ্যায় ১ম পরিচ্ছেদ)	২৮
শিখন-অভিজ্ঞতা ৪: শব্দের গঠন (তৃতীয় অধ্যায় ২য় পরিচ্ছেদ)	৩২
শিখন-অভিজ্ঞতা ৫: শব্দের অর্থ (তৃতীয় অধ্যায় ৩য় পরিচ্ছেদ)	৩৯
শিখন-অভিজ্ঞতা ৬: যতিচিহ্ন (তৃতীয় অধ্যায় ৪র্থ পরিচ্ছেদ)	৪৪
শিখন-অভিজ্ঞতা ৭: বাক্য (তৃতীয় অধ্যায় ৫ম পরিচ্ছেদ)	৪৮
শিখন-অভিজ্ঞতা ৮: চারপাশের লেখার সাথে পরিচিত হই (চতুর্থ অধ্যায়)	৫১
শিখন-অভিজ্ঞতা ৯: প্রায়োগিক লেখা (পঞ্চম অধ্যায় ১ম পরিচ্ছেদ)	৫৬
শিখন-অভিজ্ঞতা ১০: বিবরণমূলক লেখা (পঞ্চম অধ্যায় ২য় পরিচ্ছেদ)	৬১
শিখন-অভিজ্ঞতা ১১: তথ্যমূলক লেখা (পঞ্চম অধ্যায় ৩য় পরিচ্ছেদ)	৬৭
শিখন-অভিজ্ঞতা ১২: বিশ্লেষণমূলক লেখা (পঞ্চম অধ্যায় ৪র্থ পরিচ্ছেদ)	৭২
শিখন-অভিজ্ঞতা ১৩: কল্পনানির্ভর লেখা (পঞ্চম অধ্যায় ৫ম পরিচ্ছেদ)	৭৯
শিখন-অভিজ্ঞতা ১৪: কবিতা (ষষ্ঠ অধ্যায় ১ম পরিচ্ছেদ)	৮৫
শিখন-অভিজ্ঞতা ১৫: ছড়া (ষষ্ঠ অধ্যায় ২য় পরিচ্ছেদ)	৯৯
শিখন-অভিজ্ঞতা ১৬: গান (ষষ্ঠ অধ্যায় ৩য় পরিচ্ছেদ)	১০৬
শিখন-অভিজ্ঞতা ১৭: গল্প (ষষ্ঠ অধ্যায় ৪র্থ পরিচ্ছেদ)	১০৯
শিখন-অভিজ্ঞতা ১৮: প্রবন্ধ (ষষ্ঠ অধ্যায় ৫ম পরিচ্ছেদ)	১১৯
শিখন-অভিজ্ঞতা ১৯: নাটক (ষষ্ঠ অধ্যায় ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ)	১২৪
শিখন-অভিজ্ঞতা ২০: সাহিত্যের নানা রূপ (ষষ্ঠ অধ্যায় ৭ম পরিচ্ছেদ)	১২৯
শিখন-অভিজ্ঞতা ২১: প্রশ্ন করতে শেখা (সপ্তম অধ্যায় ১ম পরিচ্ছেদ)	১৩২
শিখন-অভিজ্ঞতা ২২: আলোচনা করতে শেখা (সপ্তম অধ্যায় ২য় পরিচ্ছেদ)	১৩৬

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

আমরা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিখি। আমাদের সকল ইন্দ্রিয়কে ক্রমাগত কাজে লাগিয়ে আমরা পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সাথে যোগাযোগ করি, আর এভাবেই অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জগতের সাথে পরিচিত হই। অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের মূল দিক হলো শিক্ষার্থীর এই বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে শিখনের বিষয়গুলোর সমন্বয় ঘটানো- যাতে শিখন সহজ, আনন্দময় ও অর্থবহ হয়। এই প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীরা খুব সহজে তাদের জীবনের সাথে শিক্ষার সংযোগ ঘটাতে পারে।

অভিজ্ঞতামূলক শিখন-কার্যক্রম এমনভাবে পরিকল্পনা ও পরিচালনা করা হয় যাতে শিক্ষার্থীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং চারপাশের সাথে নিজেকে ভালোভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে সক্ষম হয়।

বর্তমান শিক্ষাক্রমে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন (Experiential Learning) প্রক্রিয়ার উপর বিশেষভাবে জোর দেওয়া হয়েছে। মোট চারটি ধাপে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের কার্যক্রম অনুশীলন করা হয়:

১. **প্রেক্ষাপটনির্ভর অভিজ্ঞতা:** শিক্ষার্থী তার নিজের ধারণা কোনো অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করবে।

২. **প্রতিফলনমূলক পর্যবেক্ষণ:** পর্যবেক্ষণ, আলোচনা ও পরীক্ষণের সাহায্যে শিক্ষার্থী আগের অভিজ্ঞতা যাচাই করবে।

৩. **বিমূর্ত ধারণায়ন:** বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ ও অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজস্ব ধারণায় উপনীত হবে। শিক্ষক এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীদের সরাসরি সহায়তা করবেন।

৪. **সক্রিয় পরীক্ষণ:** অর্জিত ধারণা কোনো নতুন বা ভিন্ন পরিস্থিতিতে হাতে-কলমে প্রয়োগ করবে এবং প্রয়োজনে সংশোধন-পরিমার্জন করবে।

শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত যোগ্যতাগুলো অর্জনের জন্য এই শিক্ষক সহায়িকায় যেসব শিখন-অভিজ্ঞতা রয়েছে, তার প্রতিটিতে এই চারটি ধাপ বজায় রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। শিক্ষকের দায়িত্ব হবে শিক্ষার্থীরা যেন শ্রেণি-কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিখন-অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে পারে তা নিশ্চিত করা এবং নির্ধারিত যোগ্যতাগুলো অর্জন করতে পারে সে ব্যাপারে সহায়তা করা।

শ্রেণিকাজে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন বাস্তবায়নে শিক্ষককে যে বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হবে:

- অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের মূল বৈশিষ্ট্য হলো শিক্ষার্থীদের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে শিখনকে সম্পর্কিত করে তাদের ক্ষমতায়ন করা। কাজেই শ্রেণিকাজ পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট, শিখন চাহিদা ও দক্ষতা বিবেচনায় নিতে হবে।
- শিখন কার্যক্রম এবং সংশ্লিষ্ট শিক্ষা উপকরণগুলো ব্যবহারের পরিকল্পনা এমনভাবে করতে হবে যেন উল্লেখিত ৪টি ধাপ সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।
- শিখন অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এমনভাবে পাঠ পরিকল্পনা করতে হবে যেন শিক্ষার্থীরা দেখে, শুনে, পড়ে, লিখে এবং স্পর্শ করার মাধ্যমে শ্রেণিকাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। অর্থাৎ তারা যেন শিখন কাজে একাধিক ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটাতে পারে।
- একক, জোড়ায় বা দলীয় যে কোনো কাজে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে এমন নির্দেশনা দেওয়া।
- শিখন অভিজ্ঞতা অনুযায়ী এমনভাবে পাঠ পরিকল্পনা করতে হবে যেন নির্ধারিত শিখন যোগ্যতা অর্জন নিশ্চিত হয়।
- শ্রেণিকাজ পরিচালনার সময়ে শিক্ষার্থীদের রিসোর্স হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন। অর্থাৎ, শিক্ষার্থীদের অধিক সংখ্যা, তাদের ধারণা ও অভিজ্ঞতাকে শ্রেণিকাজ পরিচালনার সময়ে কাজে লাগাবেন। একে অপরের সাথে নিজেদের বৈচিত্র্যময় জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত বিনিময়ের মাধ্যমে সবার শিখন উন্নয়নের সুযোগ তৈরি করবেন।
- শিখন-শেখানো কার্যক্রম শুধুমাত্র শ্রেণিকাজ বা পাঠ্যবই নির্ভর নয়, শ্রেণিকক্ষের বাইরেও কাজ করার সুযোগ রাখবেন। পাঠের ধরন অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অংশীজন, পরিবেশ ও পরিস্থিতির সাথে শিক্ষার্থীদের সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করবেন।
- যে কোনো শিখন অভিজ্ঞতা বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের ভিন্ন ভিন্ন ধরনের নির্দেশনা প্রদানের চেষ্টা করবেন। অর্থাৎ, শুধুমাত্র লিখতে, পড়তে, বলতে বলা নয় বরং ভূমিকাভিনয়, উপস্থাপনা, প্রদর্শন, তথ্য সংগ্রহ, আলোচনা, বিতর্ক, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি কৌশল ব্যবহার করবেন।

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখনের জন্য কিছু পদ্ধতি

অর্জন উপযোগী যোগ্যতার সাথে সমন্বয় রেখে ভিন্ন ভিন্ন শিখন পদ্ধতি ব্যবহার করে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। কয়েকটি পদ্ধতি নিচে উল্লেখ করা হল:

প্রকল্পভিত্তিক শিখন	সমস্যাভিত্তিক শিখন	সহযোগিতামূলক শিখন	অনুসন্ধানমূলক শিখন
বিশ্লেষণমূলক শিখন	তথ্য-প্রমাণভিত্তিক শিখন	খেলাভিত্তিক শিখন	কুইজ
কেইস-স্টাডি	ভূমিকাভিনয়	প্রদর্শন	দেয়াল পত্রিকা
জরিপ	সৃজনশীল লিখন	তথ্য যাচাই	অভিজ্ঞতা বিনিময়
বিতর্ক	দলগত আলোচনা	প্রশ্ন-উত্তর	অভিনয়/নাটক

এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতার জন্য উল্লেখিত ৪টি ধাপে একাধিক পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। অর্থাৎ একটি শিখন অভিজ্ঞতার নির্ধারিত কার্যক্রমে দলগত আলোচনা, প্রকল্পভিত্তিক কাজ, ভূমিকাভিনয় এই ৩টি কৌশল একইসাথে কাজে লাগানো যেতে পারে।

শিক্ষক সহায়িকা ব্যবহারের নির্দেশনা

১. শ্রেণি-কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পাঠ্যবইয়ের প্রতিটি অধ্যায়ের উপর এক বা একাধিক শিখন-অভিজ্ঞতা দেওয়া আছে। শ্রেণিকক্ষে নির্দিষ্ট অধ্যায়ের উপর পাঠদানের পূর্বে শিক্ষক অবশ্যই সংশ্লিষ্ট শিখন-অভিজ্ঞতাটি ভালোভাবে পাঠ করবেন এবং প্রদত্ত ধাপগুলোর কথা মনে রেখে শ্রেণি-কার্যক্রম পরিচালনার প্রস্তুতি নেবেন।

২. শ্রেণিকাজ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ আগে থেকেই সংগ্রহ করে রাখবেন। যে কার্যক্রমগুলো পরিচালনার জন্য বিদ্যালয়ের ভিতরের বা বাইরের ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা প্রয়োজন, তাদের সাথে আগে থেকে যোগাযোগ করে রাখবেন।

৩. বিশেষ প্রয়োজনে শিখন-অভিজ্ঞতায় প্রদত্ত কার্যক্রমে নতুন কাজ যুক্ত করতে কিংবা কার্যক্রমের অংশবিশেষ সীমিত আকারে পরিমার্জন করতে পারবেন। এ ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে শিখন-অভিজ্ঞতার সাথে নির্ধারিত যোগ্যতার মূল লক্ষ্য যাতে ঠিক থাকে সেটি খেয়াল রাখবেন।

৪. শ্রেণিকাজ পরিচালনার সময়ে তা প্রস্তাবিত সেশন/ক্লাস সংখ্যার চেয়ে কম-বেশি হতে পারে। সেশন সংখ্যা যা-ই হোক না কেন, শ্রেণিকাজে সকল শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে তাদের অভিজ্ঞতা ও ধারণার প্রতিফলন ঘটানোর সুযোগ করে দিতে হবে।

৫. দলীয় কাজের জন্য শ্রেণিকক্ষের আসনগুলো পুনর্বিন্যাস করা যেতে পারে।

৬. দলীয় কাজ উপস্থাপনার সময়ে যে বক্তব্য এক দল আগেই উপস্থাপন করেছে, সেগুলো পরবর্তী দলের তুলে ধরার দরকার নেই। বরং পরবর্তী দল নতুন কিছু সংযোজনের চেষ্টা করবে। এতে সময় বাঁচানো সম্ভব হবে। কোনো দলের উপস্থাপনা নিয়ে ভিন্ন মত থাকলে, উপস্থাপনার শেষে তা নিয়েও আলোচনার সুযোগ তৈরি করা যায়।

৭. একক বা দলীয় কাজ উপস্থাপনের সুযোগ যাতে সব শিক্ষার্থী পায়, শিক্ষক সে বিষয়টি খেয়াল রাখবেন। বিশেষভাবে একজন বা কয়েকজন শিক্ষার্থী যেন বারে বারে উপস্থাপনের সুযোগ না পায়, সেটি নিশ্চিত করতে হবে।

৮. কিছু শিখন-অভিজ্ঞতা রয়েছে যেগুলোর কাজ একই ধরনের। এগুলো একটানা করালে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একঘেঁয়েমি ভাব তৈরি হতে পারে। এই একঘেঁয়েমি দূর করার জন্য শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের অধ্যায় ও পরিচ্ছেদের অনুক্রমে পরিবর্তন আনতে পারেন। প্রয়োজনে এক অধ্যায়ের একটি পরিচ্ছেদ করার পর অন্য অধ্যায়ের আরেকটি পরিচ্ছেদে যেতে পারবেন।

৯. গানের পরিচ্ছেদ নিয়ে কাজের সময়ে শিক্ষক ইউটিউব বা অন্য মাধ্যম থেকে শিক্ষার্থীদের গান শোনাতে পারেন। শিক্ষার্থীদের গাওয়া গান রেকর্ড করেও তাদের শোনানো যেতে পারে। এসব কাজে বিশেষ ডিভাইস না থাকলে শিক্ষক স্মার্টফোন ব্যবহার করতে পারেন। একইভাবে পাঠ্যবইয়ের কবিতা, নাটক বা অন্য সাহিত্যরীতির জন্যও প্রয়োজনে রেফারেন্স ও অন্যান্য অনলাইন-সূত্র ব্যবহার করা যেতে পারে।

১০. শিক্ষার্থীরা যাতে অভিধান, কোষগ্রন্থ ও অন্যান্য অনলাইন-সূত্র ব্যবহার করতে শেখে, শিক্ষক সে ব্যাপারে সহায়তা করবেন। শব্দের বানান, অর্থ ও পদ-পরিচয় দেখার জন্য কিংবা কবি-লেখকদের জীবনী জানার জন্য এসব সূত্রের প্রয়োজন হতে পারে।

১১. শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কার্যক্রম কীভাবে মূল্যায়ন করা হবে, সে ব্যাপারে তাদের আগে থেকে জানিয়ে রাখবেন।

১২. সেশন পরিচালনার সময়ে কাজের ধাপ অনুসরণ করতে ও নমুনা উত্তর জানানোর সুবিধার্থে 'শিক্ষক সহায়িকা' সাথে রাখতে পারেন। তবে শিক্ষার্থীদের কাজের নির্দেশ প্রদানের সময়ে সহায়িকাতে উল্লেখিত নমুনা নির্দেশনাগুলো হুবহু দেখে দেখে পাঠ করবেন না।

১৩. একক বা দলীয় কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কী প্রস্তুত করবে বলে প্রত্যাশা করা হচ্ছে তা 'নমুনা উত্তর' আকারে শিক্ষক সহায়িকায় উল্লেখ করা আছে। নমুনা উত্তরে শিক্ষক প্রয়োজন মতো সংযোজন বা বিয়োজন করতে পারবেন। ভিন্নমত প্রকাশের সুযোগ আছে এমন নমুনা উত্তরগুলোকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করবেন না। কাজের শুরুতে এমনভাবে নির্দেশনা দেবেন যাতে কী ধরনের উত্তর প্রস্তুত করতে হবে তা শিক্ষার্থীরা সহজে বুঝতে পারে এবং কাজের সময়ে নিজেদের বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা ও চিন্তার প্রতিফলন ঘটানোর সুযোগ পায়।

১৪. শিক্ষার্থীদের মধ্যে কারো দৃষ্টি-প্রতিবন্ধিতা, শ্রবণ-প্রতিবন্ধিতা, বাক-প্রতিবন্ধিতা, বা অন্য কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতা বা শিখন-চ্যালেঞ্জ থাকলে শিক্ষক তাঁর নির্দেশনাগুলো এমনভাবে দেবেন যেন শিক্ষার্থী তার প্রতিবন্ধকতার কারণে অন্যদের চেয়ে আলাদা হয়ে না পড়ে। প্রয়োজন হলে এ ধরনের শিক্ষার্থীকে অন্য কোনো শিক্ষার্থীর সঙ্গে যুক্ত করে দিতে পারেন, যাতে তারা পরস্পরের সহযোগিতায় শ্রেণিকাজ সম্পন্ন করতে পারে। শিক্ষক চেষ্টা করবেন যাতে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার্থীর সাথে যুক্ত করা যায়।

সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত যোগ্যতা

ক্রম	যোগ্যতার বিবরণ	যোগ্যতার ব্যাখ্যা
১	পরিবেশ-পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তির আগ্রহ-চাহিদা অনুযায়ী প্রসঙ্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে যোগাযোগ করতে পারা।	‘ব্যক্তির আগ্রহ-চাহিদা’ বলতে শিক্ষার্থী যার সঙ্গে যোগাযোগ করবে তার ইচ্ছা ও প্রয়োজন বিবেচনায় নিতে পারা বোঝাবে। ‘প্রসঙ্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে যোগাযোগ করতে পারা’ বলতে কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করে যোগাযোগ করতে পারা বোঝাবে।
২	ব্যক্তিক, সামাজিক পরিসরে প্রমিত বাংলায় কথা বলতে পারা।	‘ব্যক্তিক পরিসর’ বলতে পরিবারের সদস্য, সহপাঠী, শিক্ষক, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশীর সঙ্গ বোঝাবে। ‘সামাজিক পরিসর’ বলতে শিক্ষার্থীর পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও ক্ষেত্র বোঝাবে; যেমন: বিদ্যালয়, বাজার, খেলার মাঠ, রাস্তা-ঘাট, সামাজিক অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।
৩	পড়তে শেখা	‘পড়তে শেখা’ বলতে বয়স ও শ্রেণি উপযোগী কোনো রচনা পড়ে বুঝতে পারা বোঝাবে।
৪	প্রায়োগিক, বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক, বিশ্লেষণমূলক ও কল্পনানির্ভর কোনো লেখা পড়ে বিষয়বস্তু বুঝতে পারা এবং লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে নিজের মতের পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারা।	‘প্রায়োগিক লেখা’ বলতে বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত রচনা, যেমন: চিঠিপত্র, প্রতিবেদন, বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপন, সংবাদ ইত্যাদি বোঝাবে। ‘বর্ণনামূলক লেখা’ বলতে ব্যক্তি, বস্তু, উপকরণ, ছবি, চিত্র, দৃশ্য, ঘটনার সাধারণ বিবরণ বোঝাবে। ‘তথ্যমূলক লেখা’ বলতে ঐতিহাসিক ঘটনা, জীবনী, ভ্রমণকাহিনি, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাহিনি বোঝাবে। ‘বিশ্লেষণমূলক লেখা’ বলতে যুক্তিশীল ও ব্যাখ্যামূলক রচনা বোঝাবে। ‘কল্পনানির্ভর লেখা’ বলতে ছড়া, কবিতা, গান, নাটক, গল্প প্রভৃতি ধারার সাহিত্য বোঝাবে। ‘লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে নিজের মতের পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারা’ বলতে লেখার প্রেক্ষাপট, প্রসঙ্গ ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীর নিজের অভিমতের মিল-অমিল বুঝতে পারা বোঝাবে।

৫	শব্দের গঠন ও অর্থবৈচিত্র্যকে বিবেচনায় নিয়ে ভাব ও যতি অনুযায়ী বিভিন্ন সংগঠনের বাক্য (সরল, জটিল ও যৌগিক) তৈরি করতে পারা।	'শব্দের গঠন' বলতে বাংলা শব্দগঠনের প্রধান তিন প্রক্রিয়া সমাস, উপসর্গ ও প্রত্যয় বোঝাবে। 'অর্থবৈচিত্র্য' বলতে বাক্যে প্রয়োগ অনুসারে শব্দের বহুমুখী সাধারণ অর্থ ও বিশিষ্টার্থক অর্থ বোঝাবে। 'ভাব ও যতি' বলতে বাক্যের অর্থ ও বাক্যের মধ্যে ব্যবহৃত যতিচিহ্ন বোঝাবে।
৬	দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বর্ণনা লিখতে পারা, বিভিন্ন ছক, সারণি, ছবিতে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্তকে বিশ্লেষণাত্মক ভাষায় লিখতে পারা এবং লেখা বা উপস্থাপনে নিজের পর্যবেক্ষণ ও অনুভূতির প্রতিফলন করতে পারা।	'দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার বর্ণনা' বলতে প্রতিদিনের চলমান জীবন-উপলব্ধির বিবরণ বোঝাবে। 'অনুভূতি উপস্থাপন করতে পারা' বলতে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক কোনো অভিজ্ঞতার উপস্থাপন বোঝাবে। 'ছক, সারণি, ছবিতে উপস্থাপিত তথ্য-উপাত্তকে বিশ্লেষণাত্মক ভাষায় লিখতে পারা' বলতে ছক, সারণি, ছবির তথ্য-উপাত্তের আলোকে ব্যাখ্যামূলক রচনা লিখতে পারা বোঝাবে। 'নিজের পর্যবেক্ষণ ও অনুভূতি' বলতে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত অভিমত বোঝাবে।
৭	সাহিত্যের রূপরীতি বুঝে নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক তৈরি করে কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করা।	'সাহিত্যের রূপরীতি' বলতে কবিতা, ছড়া, গল্প, রূপকথা, নাটিকা, ভ্রমণকাহিনি, প্রবন্ধ ইত্যাদি রীতির সাহিত্য বোঝাবে। 'নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে সম্পর্কিত করতে পারা' বলতে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিজীবন ও অভিজ্ঞতাকে পঠিত সাহিত্যের বিষয়বস্তু ও মূলভাবের সঙ্গে মেলাতে পারা বোঝাবে। 'বোধ ও চেতনার সমৃদ্ধি' বলতে মানবিক ও ইতিবাচক ভাবনা, যুক্তিশীল চিন্তা ও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি গঠন বোঝাবে। 'সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করা' বলতে অভিজ্ঞতা ও অনুভবের সমন্বয়ে নিজের উপলব্ধিকে প্রকাশ করা বোঝাবে।
৮	কোনো বক্তব্য, ঘটনা বা বিষয়ে নিজের অভিমতের পরিপ্রেক্ষিতে অন্যের সমালোচনা গ্রহণ করতে পারা এবং ইতিবাচকভাবে অন্যের মতের সমালোচনা করতে পারা।	'সমালোচনা গ্রহণ করতে পারা' বলতে অন্যের সমালোচনাকে প্রশংসা করতে পারা বোঝাবে। 'ইতিবাচকভাবে অন্যের মতের সমালোচনা করতে পারা' বলতে অন্যের মতের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে মন্তব্য করতে পারা বোঝাবে।

শিখন অভিজ্ঞতার সঙ্গে পাঠ্যবই ও যোগ্যতার সম্পর্ক

ক্রম	শিখন অভিজ্ঞতা	সেশন সংখ্যা	বইয়ের পাঠ	মূল যোগ্যতা
১	প্রসঙ্গের মধ্যে থেকে যোগাযোগ করি	১১	প্রথম অধ্যায়	যোগ্যতা ১
২	প্রমিত ভাষায় কথা বলি	৯	দ্বিতীয় অধ্যায়	যোগ্যতা ২
৩	শব্দের শ্রেণি ও বাক্যের শ্রেণি	৪	তৃতীয় অধ্যায়, ১ম পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৫
৪	শব্দের গঠন	৯	তৃতীয় অধ্যায়, ২য় পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৫
৫	শব্দের অর্থ	৬	তৃতীয় অধ্যায়, ৩য় পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৫
৬	যতিচিহ্ন	৪	তৃতীয় অধ্যায়, ৪র্থ পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৫
৭	বাক্য	৪	তৃতীয় অধ্যায়, ৫ম পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৫
৮	চারপাশের লেখার সাথে পরিচিত হই	৪	চতুর্থ অধ্যায়	যোগ্যতা ৪
৯	প্রায়োগিক লেখা	৬	পঞ্চম অধ্যায়, ১ম পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৪, ৬
১০	বিবরণমূলক লেখা	৬	পঞ্চম অধ্যায়, ২য় পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৪, ৬
১১	তথ্যমূলক লেখা	৬	পঞ্চম অধ্যায়, ৩য় পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৪, ৬
১২	বিশ্লেষণমূলক লেখা	৭	পঞ্চম অধ্যায়, ৪র্থ পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৪, ৬
১৩	কল্পনানির্ভর লেখা	৮	পঞ্চম অধ্যায়, ৫ম পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৪, ৬
১৪	কবিতা	১৭	ষষ্ঠ অধ্যায়, ১ম পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৭
১৫	ছড়া	৮	ষষ্ঠ অধ্যায়, ২য় পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৭
১৬	গান	৪	ষষ্ঠ অধ্যায়, ৩য় পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৭
১৭	গল্প	১৩	ষষ্ঠ অধ্যায়, ৪র্থ পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৭
১৮	প্রবন্ধ	৬	ষষ্ঠ অধ্যায়, ৫ম পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৭
১৯	নাটক	৭	ষষ্ঠ অধ্যায়, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৭
২০	সাহিত্যের নানা রূপ	৩	ষষ্ঠ অধ্যায়, ৭ম পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৭
২১	প্রশ্ন করতে শেখা	৫	সপ্তম অধ্যায়, ১ম পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৮
২২	সমালোচনা করতে শেখা	৪	সপ্তম অধ্যায়, ২য় পরিচ্ছেদ	যোগ্যতা ৮
মোট		১৫১		

* যোগ্যতা ৩-এর কার্যক্রম সকল শিখন-অভিজ্ঞতার কার্যক্রমের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।
* প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা নির্দিষ্ট এক/একাধিক যোগ্যতা অর্জনের পাশাপাশি অন্যান্য যোগ্যতা অর্জনেও সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

প্রথম অধ্যায়

শিখন-অভিজ্ঞতা ১: প্রসঙ্গের মধ্যে থেকে যোগাযোগ করি

এ শিখন-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এমন কিছু কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যেন তারা ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ-পরিস্থিতিকে বিবেচনায় নিয়ে প্রসঙ্গে থেকে যোগাযোগ করার গুরুত্ব অনুধাবন করে এবং অন্যের সাথে যোগাযোগ করার সময়ে সম্মান বজায় রেখে ও প্রাসঙ্গিক থেকে যোগাযোগ করতে পারে।

কৌশল : একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, ভূমিকাভিনয়, উপস্থাপনা।

সেশন সংখ্যা : ১১

উপকরণ : বাংলা বইয়ের ১ম অধ্যায় ও সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী, পোস্টার বা বড়ো কাগজ।

কার্যক্রম:

- ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে যোগাযোগের অনুশীলন করা।
- যে কোনো পরিস্থিতিতে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিবেচ্য নিয়ে তালিকা প্রস্তুত করা।
- বয়স, মর্যাদা ও সম্পর্ক অনুযায়ী বাক্যে সর্বনাম এবং ক্রিয়াশব্দ প্রয়োগ করা।
- ভাষিক ও অভাষিক যোগাযোগ নিয়ে আলোচনা
- যোগাযোগে প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক কথা খুঁজে বের করা।
- প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখে যোগাযোগের অনুশীলন করা।

সেশন: ১-৩

- **ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে যোগাযোগের অনুশীলন করা**

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৪-৬ সদস্যের কতগুলো ছোটো দলে বিভক্ত করবেন এবং পাঠ্যবই থেকে অনুশীলনী ছক 'পরিস্থিতি অনুযায়ী যোগাযোগ' থেকে সবগুলো প্রেক্ষাপট শিক্ষার্থীদের পাঠ করতে বলবেন। এরপর প্রতি দলে যে কোনো একটি প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা করতে বলবেন এবং ওই পরিস্থিতিতে তারা থাকলে কীভাবে যোগাযোগ করবে তা নিয়ে পরিকল্পনা করে ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করার নির্দেশ দেবেন। শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বিবেচনায় ভিন্ন ভিন্ন দল একই পরিস্থিতি নিয়ে পরিকল্পনা করতে পারবে। তবে শিক্ষক চেষ্টা করবেন যেন তিনি নিজে থেকেও কিছু পরিস্থিতি শিক্ষার্থীদের জন্য তৈরি করে দেন, যেখানে তাদের প্রাত্যহিক জীবনের ন্যায় বৈচিত্র্যপূর্ণ যোগাযোগের সুযোগ থাকবে।

শিক্ষার্থীরা কীভাবে ধাপে ধাপে কাজটি করবে সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- যোগাযোগ করবে তার উপর একটি সংক্ষিপ্ত কথোপকথন প্রস্তুত করে নাও। এ কাজের জন্য সময় ২০ মিনিট।
- সংক্ষিপ্ত কথোপকথন তৈরি করার কাজটি দলের সকল সদস্য মিলে আলোচনা করে প্রস্তুত করবে। ভূমিকাভিনয়ের সময়ে দলের সকলে মিলে বা মনোনীত কয়েকজন সদস্য মিলে উপস্থাপন করতে পারো।

- প্রতি দল যে পরিস্থিতি নিয়ে উপস্থাপন করবে তা পড়ো। এর বিষয় ও চরিত্র অনুযায়ী কীভাবে প্রতি দল তাদের ভূমিকাভিনয় উপস্থাপন করার জন্য সময় পাবে ৩-৫ মিনিট।
- উপস্থাপনার পরে একদল অন্য দলকে কাজের উপর মতামত প্রদান করতে পারবে। এজন্য আগে থেকেই কাগজে মতামত লিখে রাখতে পারো।
- মতামত প্রদানের সময়ে যে বিষয়গুলো বিবেচনায় নেবে: উপস্থাপনায় যেভাবে যোগাযোগ দেখেছি তা মর্যাদাপূর্ণ হয়েছে কি না? যে পরিস্থিতির উপর ভূমিকাভিনয় ছিল তার সাথে মিল ছিল নাকি পরিস্থিতি অনুযায়ী ভিন্ন বিষয় উপস্থাপিত হয়েছে? ভূমিকাভিনয়ে মৌখিক ভাষার পাশাপাশি শারীরিক অঙ্গভঙ্গি এবং অভাষিক যোগাযোগটি কি মর্যাদাপূর্ণ এবং উপযুক্ত ছিল? আর কী উপায়ে যোগাযোগ করা যেতো?
- সব দলের উপস্থাপনা শেষ হলে চাইলে তোমাদের সংক্ষিপ্ত কথোপকথনটি পরিমার্জন করতে পারো।

সংক্ষিপ্ত কথোপকথন প্রস্তুতির জন্য ১টি সেশন; ভূমিকাভিনয় ও আলোচনার জন্য ২টি সেশন বরাদ্দ রাখতে পারেন।

শিক্ষার্থীরা সংক্ষিপ্ত কথোপকথন প্রস্তুতের সময়ে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন এবং পরিস্থিতির ধরন অনুযায়ী তাদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন। তবে এ-পর্যায়ে শিক্ষক সঠিক-ভুল, ভালো-খারাপ, উচিত-অনুচিত ইত্যাদি নিজস্ব ধারণা বা মতামত শিক্ষার্থীদের জানাবেন না, তারা যেন নিজেদের ধারণা অনুযায়ী কথোপকথন প্রস্তুতির পরিকল্পনা করে। শিক্ষার্থীরা তাদের কাজ শেষ করলে পূর্ববর্তী নির্দেশনা অনুযায়ী একে একে সকল দল তাদের কাজ উপস্থাপন করবে।

প্রতি দলের উপস্থাপনা শেষেই অন্যান্য সহপাঠীর মতামত প্রদান করতে ও একটি আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে শিক্ষক উৎসাহ দেবেন। আলোচনার সুবিধার্থে শিক্ষক নিচের নমুনা প্রশ্নগুলো করবেন:

- ‘পরিস্থিতি ১’ নিয়ে প্রথম দল যেভাবে যোগাযোগ দেখাল, বাস্তব জীবনে আমরা কি এভাবে যোগাযোগ করি?
- প্রথম দল যেভাবে ভুমিকাভিনয় করে দেখাল, সেটাকে কি সম্মানজনক উপায়ে যোগাযোগ বলা যাবে? কেন বা কেন নয়?
- তুমি যদি এখন ‘পরিস্থিতি ১’-এর মত অবস্থায় থাকতে তুমি কি একইভাবে কথা বলতে বা আচরণ করতে?
- কারা ভিন্নভাবে করতে? কোন অংশগুলো ভিন্নভাবে করো বলো তো দেখি।
- পরিস্থিতিটি ভূমিকাভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপনের সময়ে মুখে বলার পাশাপাশি আমরা আর কী করেছি?
- আমাদের গলার স্বর, চোখের চাহনি, শারীরিক অঙ্গভঙ্গি এগুলো কেমন ছিল? এ পরিস্থিতিটিতে আর কী ধরনের অভাষিক কাজ করা যেত?
- যোগেযোগে এ ধরনের অভাষিক বিষয়গুলো কি গুরুত্বপূর্ণ?

এ ক্ষেত্রেও কোন কাজগুলো করলে ভালো হতো বা কোনগুলো করা উচিত নয় এ সম্পর্কে শিক্ষক নিজের মতামত জানাবেন না। শিক্ষার্থীরা যেন তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতা, ধারণা এবং মতামত নির্দ্বিধায় উপস্থাপন করতে পারে তা নিশ্চিত করবেন।

সেশন: ৪

- যে কোনো পরিস্থিতিতে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিবেচ্য নিয়ে তালিকা প্রস্তুত করা।

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কিছু ছোটো দলে বিভক্ত করবেন। এরপর প্রতি দলকে পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনী ছক 'যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিবেচ্য' নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে পূরণ করতে বলবেন। এ কাজের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দেবেন এবং জানাবেন যে কাজ শেষে প্রতি দল থেকে এক/দুইজন শিক্ষার্থী মিলে তাদের কাজ উপস্থাপন করবে।

শিক্ষার্থীরা কীভাবে ধাপে ধাপে কাজটি করবে সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- দলে আলোচনা করে যে কোনো পরিস্থিতিতে যোগাযোগের জন্য কোন বিষয়গুলো সবসময়ে বিবেচনা করা উচিত বলে মনে করো তার একটি তালিকা প্রস্তুত করো। এ কাজের জন্য সময় ১৫ মিনিট।
- তালিকা প্রস্তুতের সময়ে দলের কোনো সদস্যের মতামত বাদ দেওয়া যাবে না। সবার মতামত যাতে তালিকায় থাকে।
- ১৫ মিনিট শেষে প্রতি দল থেকে এক/দুইজন মিলে তাদের কাজ উপস্থাপন করবে। প্রতি দল তাদের উপস্থাপনার জন্য সময় পাবে ২ মিনিট।
- এরপর একে একে অন্যদল তাদের কাজ উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনার পরপরই একদল অন্য দলকে কাজের উপর মতামত প্রদান করতে পারবে। এজন্য আগে থেকেই কাগজে মতামত লিখে রাখতে পারো।
- মতামত প্রদানের সময়ে যে বিষয়গুলো বিবেচনায় নেবে: যোগাযোগের জন্য যে বিবেচ্যগুলো বলা হয়েছে তা কি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের জন্য উপযুক্ত? আমরা কি আসলেই এ ধারণাগুলো মেনে চলার চেষ্টা করি? বক্তব্যগুলো কি যে কোনো পরিস্থিতির জন্য প্রযোজ্য নাকি পরিস্থিতি অনুযায়ী বিবেচ্য পরিবর্তন হতে পারে? বক্তব্যগুলো কি সব বয়স, সম্পর্ক, পেশা, ধর্ম, জাতি ও লিঙ্গের মানুষের জন্য প্রযোজ্য?
- প্রতি দলের উপস্থাপনার সময়ে পূর্ববর্তী দলগুলোর সাথে যে বিষয়গুলো মিলে যাবে, সেগুলো চিহ্নিত করে রাখবে এবং নিজেদের উপস্থাপনার সময়ে পূর্ববর্তী দলগুলোর চেয়ে ভিন্ন কিছু থাকলে শুধুমাত্র তা উল্লেখ করবে।
- উপস্থাপন শেষে অন্যদের মতামত ও আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিদল চাইলে তোমাদের লেখা পরিমার্জন করতে পারবে।

প্রতি দলের উপস্থাপনা শেষেই অন্যান্য সহপাঠীর মতামত প্রদান করতে ও একটি আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টির ব্যাপারে শিক্ষক উৎসাহ দেবেন। সকল দলের উপস্থাপনা শেষে যে কোনো পরিস্থিতিতে যোগাযোগের জন্য যে বিষয়গুলো বিবেচনায় রাখা উচিত, আলোচনার ভিত্তিতে তা নিয়ে একটি সারমর্ম করবেন। তবে শিক্ষক লক্ষ রাখবেন, যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিবেচ্য নিয়ে আলোচনা করার সময়ে যেন নিজের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিক্ষার্থীদের উপর নিজস্ব মতামত চাপিয়ে না দেন বা এমন কোনো বক্তব্য প্রদান করেন যা নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা পরিস্থিতির জন্য প্রযোজ্য নয়।

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নির্দেশ দেবেন যেন বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মর্যাদা বজায় রেখে যোগাযোগের ক্ষেত্রে যেসব বিষয় বিবেচনায় রাখা উচিত সে-ব্যাপারে তারা প্রত্যেকেই যেন তাদের পরিবার বা পরিবারের বাইরে কমপক্ষে একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির সাথে কথা বলে। তিনি জানিয়ে রাখবেন যে তারা চাইলে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি/ব্যক্তিদের সাথে কথোপকথনের ভিত্তিতে পূর্বের উত্তর পরিবর্তন করতে পারবে।

নমুনা উত্তর: যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিবেচ্য

- ব্যক্তির বয়স ও তার সাথে সম্পর্কের ধরন অনুযায়ী সম্বোধন করা।
- গলার স্বর: উচ্চস্বরে বা অনেক নিচু স্বরে কথা না বলা।
- ইতিবাচক অঙ্গভঙ্গি: হাত, পা, এবং শারীরিক অঙ্গভঙ্গি এমন থাকা যেন তা অসম্মান না বোঝায়।
- অন্য ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বিবেচনায় নেওয়া।
- যে বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে সে প্রসঙ্গের মধ্যে থেকে কথা বলা।
- যে বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে সে ব্যাপারে অপর ব্যক্তির মতামত, অনুভূতি ও গুরুত্ব বোঝার চেষ্টা করা।
- আলোচনায় ক্ষেত্রে কতটুকু সময় ব্যয় হচ্ছে, তা বিবেচনায় রাখা।
- চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলার চেষ্টা করা।
- অযাচিত/ব্যক্তিগত প্রশ্ন না করা বা আলোচনায় না তোলা।
- সম্মানজনক শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা।
- স্থান ও পরিস্থিতির রীতিনীতি বিবেচনা করা।

সেশন: ৫

- **বয়স, মর্যাদা ও সম্পর্ক অনুযায়ী বাক্যে সর্বনাম এবং ক্রিয়াশব্দ প্রয়োগ করা।**

দৈনন্দিন জীবনে আমরা কত বৈচিত্র্যপূর্ণ উপায়ে একে অন্যকে সম্বোধন করি তা নিয়ে শিক্ষক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবেন। নমুনা প্রশ্ন::

- সবাই কি নিজেদের ভাই-বোনকে তুমি ডেকে সম্বোধন করি, নাকি কেউ কেউ তুই বা আপনি ডেকেও সম্বোধন করি?
- একই বন্ধুর সঙ্গে আমরা কি স্কুলে, নিজের বাসায়, খেলার মাঠে, বা কোনো অনুষ্ঠানে একইভাবে কথা বলি, নাকি ভিন্নভাবে কথা বলি?
- বয়সে ছোটো, সমান, বড়ো মানুষদের সঙ্গে কি আমরা একইভাবে কথা বলি?
- আমরা কি শুধু মুখে কথা বলেই আমাদের মনের কথা প্রকাশ করি, নাকি অন্য কোনোভাবেও প্রকাশ করি? কী কী উপায়ে আমরা তা প্রকাশ করি

প্রশ্ন অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের মতামত নিয়ে আলোচনা শেষে শিক্ষক সারমর্ম করবেন যে আমরা সকলেই পরিবেশ-পরিস্থিতি, মানুষের বয়স, তার সাথে নিজেদের সম্পর্ক, সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি বিবেচনায় ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে সম্বোধন করি। সম্বোধনের ক্ষেত্রে এ ধরনের ভিন্নতা ও বৈচিত্র্য খুবই স্বাভাবিক বিষয়। তবে আমরা যে-ধরনের ভাষাই ব্যবহার করি না কেন তা যেন নিজের এবং অপরের জন্য কোনোভাবে অসম্মানজনক না হয় সে ব্যাপারে সচেষ্ট থাকতে হবে।

এরপর শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের ‘ভাষায় মর্যাদার প্রকাশ’ ও ‘সর্বনাম অনুযায়ী ক্রিয়াপদের রূপ’-এ ২টি অনুচ্ছেদ শিক্ষার্থীদের নীরবে পড়তে বলবেন। এরপর অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ধারণা অনুযায়ী সর্বনামের ধরন এবং সর্বনাম অনুযায়ী ক্রিয়ার রূপ নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবেন। এরপর পাঠ্যবই থেকে ‘মর্যাদা অনুযায়ী সর্বনাম ও ক্রিয়ার প্রয়োগ’ অনুচ্ছেদের দাগ দেওয়া সর্বনাম ও ক্রিয়াশব্দগুলো মর্যাদা অনুযায়ী দলীয় কাজের মাধ্যমে ঠিক করার নির্দেশ দেবেন।

নমুনা নির্দেশনা:

- প্রথমে প্রত্যেকে 'মর্যাদা অনুযায়ী সর্বনাম ও ক্রিয়ার প্রয়োগ' অনুচ্ছেদটি ভালো করে পড়বে। এরপর দলীয়ভাবে আলোচনা করবে অনুচ্ছেদে নিচে দাগ দেওয়া শব্দগুলোতে কী ধরনের পরিবর্তন করা যেতে পারে। এ কাজের জন্য সময় ১৫ মিনিট।
- দলীয়ভাবে কাজ শেষে যে কোনো একটি দল থেকে একজন তাদের কাজ উপস্থাপন করবে। বাকিরা তার সাথে মিলিয়ে নেবে। যদি কোনো শব্দের পরিবর্তন উপস্থাপন করা দলের সাথে না মিলে তা উল্লেখ করবে। বিকল্প কী শব্দ তোমরা ব্যবহার করেছ তা জানাবে।

শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের দলীয় কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত নির্দেশনা ও ধারণা দিয়ে সহায়তা করবেন। উপস্থাপনার সময়ে শিক্ষার্থীরা যাতে সক্রিয়ভাবে তাদের মতামত প্রদান করতে পারে তা নিশ্চিত করবেন। যদি কোনো শব্দ নিয়ে দ্বিধা তৈরি হয় তবে নমুনা উত্তর অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবেন।

নমুনা উত্তর: ভাষায় মর্যাদার প্রকাশ

আমার নানা একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁকে নিয়ে আমার বড়ো মামা জেলা সদরের হাসপাতালে গেলেন। হাসপাতালের ডাক্তার বলেছিলেন, কয়েকদিন রোগীকে হাসপাতালে থাকতে হবে। ওই সময়ে নানা তিন-চার দিন হাসপাতালে ছিলেন। মা হাসপাতালে থেকে নানার সেবা করতেন।

একদিন বিকালে আমি বড়ো মামার সাথে হাসপাতালে গিয়েছিলাম নানাকে দেখতে। এত বড়ো হাসপাতাল আমি আগে দেখিনি। জরুরি বিভাগের সামনে একটু পরপরই রোগী আসছে। আর সেখানকার ডাক্তার-নার্স সেসব রোগী নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন। বেশি লোকের ভিড় দেখে দারোয়ান বারবার বলছেন, 'আপনারা এখানে ভিড় করবেন না।'

নানা আমাকে দেখে খুব খুশি হলেন। তবু তিনি বললেন, 'তুই আবার আসতে গেলি কেন?' নানা আমাকে আদর করে তুই করে বলেন। আমি ছোটোবেলায় নানাকে তুমি করে বলতাম। এখন তাঁকে আপনি করে বলি। আমি নানার কথার উত্তরে বললাম, 'নানাভাই, আপনি দ্রুত সুস্থ হয়ে যাবেন।'

খানিক বাদে একজন নার্স এসে নানাকে ওষুধ খাইয়ে গেলেন। তিনি বললেন, কাল নানাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেবে। সন্ধ্যার আগে আগে বড়ো মামা যাওয়ার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন, 'চল, এবার যাই; কাল সকালে আবার আসিস।' আমি বললাম 'চলুন, মামা।'

সেশন: ৬

- **ভাষিক ও অভাষিক যোগাযোগ নিয়ে আলোচনা**

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করবেন:

- সামনাসামনি মুখে কথা বলা বা লেখা ছাড়াও দৈনন্দিন জীবনে আর কত উপায়ে তুমি মানুষের সাথে যোগাযোগ করো? (নমুনা উত্তর: হাত/যে কোনো অঙ্গ দিয়ে ইশারা করে, চোখে ইশারা করে, মোবাইলে অডিয়ো বা ভিডিয়ো কল করে ইত্যাদি)

এ ব্যাপারে কয়েকজন শিক্ষার্থীর মতামত শুনে এরপর একক কাজ হিসেবে 'ভাষিক যোগাযোগ অভাষিক যোগাযোগ' অনুচ্ছেদে প্রদত্ত দুটি প্রশ্ন অনুযায়ী দৈনন্দিন জীবনে চর্চা করে এমন কিছু ভাষিক ও অভাষিক যোগাযোগের উদাহরণ লিখতে নির্দেশ দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- দৈনন্দিন জীবনে কত ধরনের ভাষিক ও অভাষিক উপায়ে যোগাযোগ করো, এমন কিছু উদাহরণ নিজেদের খাতায় লিখো। এ কাজের জন্য সময় ১০ মিনিট।
- কাজ শেষে যে কোনো একজন তার লিখিত ভাষিক যোগাযোগের উদাহরণগুলো সরবে পাঠ করবে। বাকিরা তার সাথে মিলিয়ে নেবে। যদি কেউ বন্ধুর চেয়ে ভিন্ন কোনো উদাহরণ লিখে থাকো তবে তা হাত তুলে জানাবে।
- একইভাবে অপর একজন অভাষিক যোগাযোগের উদাহরণগুলো সরবে পাঠ করবে ও বাকিরা তার সাথে মিলিয়ে নেবে। ভিন্ন কোনো উদাহরণ লিখে থাকলে তা হাত তুলে জানাবে।
- এরপর ভাষিক ও অভাষিক যোগাযোগ নিয়ে পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত বক্তব্য দুটি শিক্ষার্থীদের নীরবে পড়তে বলবেন। বক্তব্যের ব্যাপারে তাদের কোনো মতামত বা জিজ্ঞাসা আছে কিনা জানতে চাইবেন। একইসাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ভাষিক যোগাযোগের পাশাপাশি অভাষিক যোগাযোগ কেন গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে শিক্ষার্থীদের মতামত জানতে চাইবেন ও আলোচনা করবেন।

সেশন: ৭-৯

- **যোগাযোগে প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক কথা খুঁজে বের করা**

১ম ধাপ

শিক্ষার্থীদের তার পাশের যে কোনো একজন সহপাঠীর সাথে জোড়া গঠন করার নির্দেশ দেবেন। জোড়ার প্রত্যেকেই একটি করে বিষয় নির্ধারণ করবে। এরপর ঐ বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যা জানে বা তাদের যে কোনো মতামত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তার জোড়ার সহপাঠীকে জানাবে। নমুনা নির্দেশনা:

- প্রত্যেকে তার পাশের সহপাঠীর সাথে জোড়া তৈরি করো। জোড়ার প্রত্যেকেই একটি করে বিষয় নির্ধারণ করবে। বিষয়টি যে কোনো ব্যক্তি, বস্তু, স্থান, ঘটনা, অনুভূতি, সময়, অভিজ্ঞতা নিয়ে হতে পারে। যেমন বিষয় হতে পারে: ক্রিকেট খেলা, বট গাছ, ভ্রমণের অভিজ্ঞতা, পাহাড়-নদী-সমুদ্র, বৃষ্টি, শীতকাল ইত্যাদি।
- বিষয় নির্ধারণ শেষে এ ব্যাপারে তুমি যা জানো বা তোমার যদি কোনো মতামত, অভিজ্ঞতা, অনুভূতি থাকে তা নিয়ে চিন্তা করবে। এরপর জোড়ার প্রত্যেকে বিষয়টি নিয়ে তোমার ধারণা জোড়ার বন্ধুটিকে শোনাবে। একইভাবে তোমার কথা শেষে বন্ধুটি তার নির্ধারিত বিষয় সম্পর্কে তোমাকে জানাবে। যে বিষয়ে কথা বলবে তা শুরুতেই জানিয়ে রাখবে।
- বিষয় নির্ধারণ করা এবং তা নিয়ে চিন্তা করার জন্য সময় ৫ মিনিট, বলার জন্য জোড়ার প্রত্যেকে পাবে ২ মিনিট। এভাবে ৯-১০ মিনিট সময়ের মধ্যে প্রত্যেক জোড়া তাদের কাজ শেষ করবে।
- কোনো ব্যাপারে জিজ্ঞাসা বা দ্বিধা থাকলে জানাবে।

এভাবে শিক্ষার্থীরা জোড়ায় কাজ করার সময়ে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, কথা শুনবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষে শিক্ষক কিছু উন্মুক্ত প্রশ্নের মাধ্যমে এ কাজ করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা জানতে চাইবেন এবং যোগাযোগে প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখার বিষয়টি তাদের ধারণা ও দৈনন্দিন চর্চায় কী পর্যায়ে আছে তা বোঝার চেষ্টা করবেন। নমুনা প্রশ্ন:

- কখনো কি এমন হয়েছিল যে তুমি এক বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে অন্য বিষয়ে কথা বলা শুরু করেছিলে? অথবা, অন্য কেউ তোমার সাথে এক বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে অন্য বিষয়ে কথা বলতে থাকে?
- জোড়ায় কথা বলার সময়ে যে বিষয়ে কথা বলবে বলে ঠিক করেছিলে, বলার সময়ে বিষয়ের বাইরে বা একেবারে ভিন্ন কিছু বলে ফেলেছিলে? এমন হলে তা কী নিয়ে ছিল

শিক্ষার্থীদের মতামত শেষে শিক্ষক এ কাজের সারমর্ম করবেন। তিনি উল্লেখ করবেন, দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন বিষয়ে আমরা একে অন্যের সাথে যোগাযোগ করি। যোগাযোগের সময়ে আমরা চেষ্টা করি যে বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে তা নিয়েই আলোচনা করতে। তবে অনেক সময়ে এটা হয় যে এক বিষয় নিয়ে কথা বলতে গিয়ে অন্য বিষয় চলে আসে যা আসলে আলোচনার সাথে সম্পর্কযুক্ত না। তখন ঐ নির্দিষ্ট যোগাযোগের মাধ্যমে আমরা যে প্রয়োজন প্রকাশ করার চেষ্টা করছিলাম তা ব্যহত হয়। তাই যে বিষয় যোগাযোগ করা হচ্ছে সে ব্যাপারে সচেতন থাকতে হয়।

২য় ধাপ

শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে 'প্রসঙ্গের মধ্যে থেকে যোগাযোগ' ঘটনাটি নীরবে পড়তে বলবেন। এরপর ঘটনাটির পরিপ্রেক্ষিতে প্রদত্ত ৫টি নমুনা প্রশ্ন অনুযায়ী কী ধরনের উত্তর হবে তা নিয়ে ছোটো দলে আলোচনা করবে ও একটি বিচ্ছিন্ন কাগজে লিখে উপস্থাপন করবে। দলীয় কাজ করার সময়ে শিক্ষক তাদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন, ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন। তবে উত্তর বলে দেবেন না। শিক্ষার্থীরা কীভাবে দলীয় কাজ করবে ও উপস্থাপন করবে সে-ব্যাপারে শিক্ষক সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- 'প্রসঙ্গের মধ্যে থেকে যোগাযোগ' ঘটনাটি নীরবে পড়ো। ঘটনাটির পরিপ্রেক্ষিতে প্রদত্ত ৫টি নমুনা প্রশ্ন অনুযায়ী কী ধরনের উত্তর হবে তা নিয়ে দলে আলোচনা করবে ও একটি বিচ্ছিন্ন কাগজে উত্তরগুলো লিখবে। এ কাজ করার জন্য সময় ২০ মিনিট।
- এক্ষেত্রে দলের সদস্যদের থেকে যে কোনো ধরনের মতামত আসুক না কেন তা উত্তরে সংযুক্ত করতে হবে। কোনো ধারণাই বাদ দেওয়া যাবে না।
- প্রতি দল সবকটি প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করলেও শুধুমাত্র ১টি প্রশ্নের উত্তর উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনার জন্য সময়ে পাবে ২ মিনিট।
- যে প্রশ্নের উপর উপস্থাপন করা হয়েছে, তোমার দল তার চেয়ে ভিন্ন কোনো বক্তব্য প্রস্তুত করলে হাত তুলে জানাবে ও মুখে বলবে। একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করবে না।
- উপস্থাপনার পরপরই একদল অন্য দলের কাজের উপর মতামত প্রদান করতে পারবে। এজন্য আগে থেকেই কাগজে মতামত লিখে রাখতে পারো।

প্রতি দলের উপস্থাপনা শেষে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষকও তাঁর মতামত প্রদান করতে পারবেন। সকল দলের উপস্থাপনা শেষে নমুনা উত্তরের আলোকে শিক্ষক আলোচনা করবেন।

নমুনা উত্তর: পড়ে কী বুঝলাম

প্রশ্ন	উত্তর
১. শ্রেণিশিক্ষক সোমা জাহান ক্লাসে কোন বিষয় নিয়ে কথা বলছিলেন?	শ্রেণিশিক্ষক সোমা জাহান ক্লাসে স্কুলের নোটিশবোর্ডে-দেওয়া বার্ষিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা বিষয়ক নোটিশের কথা বলছিলেন।
২. সোহেল কেন পলাশের কথায় বিরক্ত হয়েছিল?	ক্রিকেট খেলার দল গঠনের সময়ে পলাশ বারবার সোহেলকে অন্য প্রসঙ্গে প্রশ্ন করছিল। যেমন: সোহেল গতদিন স্কুলে আসেনি কেন? তার বড়ো মামা বিদেশ থেকে এসেছেন কি না ইত্যাদি। এই অপ্রাসঙ্গিক কথার জন্য সোহেল তার কাজে মনোযোগ দিতে পারছিল না। তাই পলাশের এরকম অপ্রাসঙ্গিক কথার জন্য সোহেল বিরক্ত হয়েছিল।
৩. পলাশ যা জানতে চাচ্ছিল, তা আর কোন উপায়ে সে জানতে পারত?	সোহেল যখন দল গঠনের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করছিল তখন পলাশ তার কাছে স্কুলে না আসার কারণ জানতে চাচ্ছিল। যা সেই সময়ের বিষয় অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক নয়। পলাশ সোহেলের কাছে এই অপ্রাসঙ্গিক কথা গুরুত্বপূর্ণ কাজের সময়ে জিজ্ঞেস না করে অফ পিরিয়ডে বা ছুটির সময়ে প্রশ্ন করে জানতে পারত।
৪. সোহেল কীভাবে পলাশকে প্রসঙ্গের মধ্যে আনার চেষ্টা করতে পারত	যখন যে কাজ/বিষয় গুরুত্ব পায় তখন সে কাজ/বিষয়ের প্রসঙ্গে কথা বলতে হয়। প্রসঙ্গের বাইরে কথা বললে তখন তা বিরক্তির সৃষ্টি করে। তাই পলাশ যখন সোহেলের কাছে স্কুলে না আসার কারণ জানতে চাচ্ছিল বা ওর মামার বিদেশ থেকে আসার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছিল সোহেলও তখন বিরক্ত হচ্ছিলো। সোহেল পলাশকে ক্রিকেটের দল গঠনের কাজটি যে সেই মুহূর্তে বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝিয়ে বলতে পারত। এর সাথে ক্রিকেটের দল গঠন বিষয়ক প্রাসঙ্গিক কথা বলতে অনুরোধ জানাতে পারত।
৫. পলাশ কীভাবে সোহেলের সাথে কথা বললে তা প্রাসঙ্গিক হতো?	পলাশ ক্রিকেটের দল গঠনের ব্যাপারে সোহেলের সাথে কথা বলতে পারত। তাহলে তা প্রাসঙ্গিক হতো। যেমন: বন্ধুদের মধ্যে কারা কারা ক্রিকেট ভালো খেলে সে সম্পর্কে বলা, দলে কাকে কাকে নেওয়া যায় সে ব্যাপারে প্রস্তাব দেওয়া।
৬. প্রসঙ্গের মধ্যে থেকে যোগাযোগের ক্ষেত্রে কোন কোন দিক বিবেচনায় রাখতে হয় বলে তুমি মনে করো?	■ নির্দিষ্ট কোনো বিষয় বা ঘটনা আলোচনার মূল বিষয়বস্তু তা প্রথমে বুঝতে পারা। ■ নির্দিষ্ট বিষয় বা ঘটনা প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা। ■ নির্দিষ্ট বিষয় বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে মতামত প্রদান করা। ■ অযাচিত/ব্যক্তিগত প্রশ্ন না করা বা আলোচনায় না তোলা। ■ একই কথার পুনরাবৃত্তি না করা।

এরপর শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের ‘প্রাসঙ্গিক কথা অপ্রাসঙ্গিক কথা’ অনুচ্ছেদটি শিক্ষার্থীদের নীরবে পড়তে বলবেন ও এ নিয়ে কারো কোনো মতামত বা অভিজ্ঞতা থাকলে তা জানাতে বলবেন ও আলোচনা করবেন।

৩য় ধাপ

শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে 'প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক কথা খুঁজি' শিরোনামে প্রদত্ত ঘটনাটি নীরবে পড়তে বলবেন। ঘটনার কোন কথাগুলো এর বিষয়বস্তুর সাথে প্রাসঙ্গিক এবং কোনগুলো নয় তা প্রথমে একক কাজ ও পরে দলীয় কাজের মাধ্যমে চিহ্নিত করে উপস্থাপন করার নির্দেশ দেবেন। দলীয় কাজ করার সময়ে শিক্ষক তাদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন, ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন। তবে উত্তর বলে দেবেন না। শিক্ষার্থীরা কীভাবে দলীয় কাজ করবে ও উপস্থাপন করবে সে-ব্যাপারে শিক্ষক সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- পাঠ্যবই থেকে 'প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক কথা খুঁজি' শিরোনামে প্রদত্ত ঘটনাটি প্রত্যেকে একবার করে নীরবে পড়বে। এরপর ঘটনার কোন কথাগুলো বিষয়বস্তুর সাথে প্রাসঙ্গিক এবং কোনগুলো নয় তা শনাক্ত করবে। তোমরা চাইলে পাঠ্যবইয়ে বাক্যের নিচে দাগ দিয়ে বা অন্য যে কোনো উপায়ে প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক কথাগুলো শনাক্ত করতে পারো। একক কাজের জন্য সময় ১০ মিনিট।
- একক কাজ শেষে ছোটো দলে চিহ্নিত কথাগুলো নিয়ে আলোচনা করবে এবং এবার দলীয়ভাবে সিদ্ধান্ত নেবে কোনগুলো বিষয়বস্তুর সাথে প্রাসঙ্গিক এবং কোনগুলো নয়।
- দলীয়ভাবে কাজ শেষে যে কোনো একটি দল থেকে একজন তাদের কাজ অনুযায়ী প্রাসঙ্গিক কথাগুলো উপস্থাপন করবে। বাকিরা তার সাথে মিলিয়ে নেবে। যদি কোনো বক্তব্য উপস্থাপন করা দলের সাথে না মিলে তা উল্লেখ করবে। কোন বক্তব্যটি মেলেনি তা হাত তুলে জানাবে ও ব্যাখ্যা করবে।
- একইভাবে অপর একটি দল থেকে একজন অপ্রাসঙ্গিক কথাগুলো উপস্থাপন করবে, বাকিরা তার সাথে মিলিয়ে নেবে এবং কোনো কথা না মিললে তা হাত তুলে জানাবে ও ব্যাখ্যা করবে।

প্রতি দলের উপস্থাপনা শেষে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষকও তাঁর মতামত প্রদান করতে পারবেন। সকল দলের উপস্থাপনা শেষে নমুনা উত্তরের আলোকে শিক্ষক আলোচনা করবেন।

নমুনা উত্তর: 'প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক কথা খুঁজি'

প্রাসঙ্গিক কথা	অপ্রাসঙ্গিক কথা
অনেকদিন থেকেই ইচ্ছা ছিল পুরাতন কোনো ঐতিহাসিক জায়গা ঘুরতে যাব। বাবার মুখে অনেকবার লালবাগ কেল্লার কথা শুনেছি। ঠিক করা হলো সবাই মিলে সেখানে যাব। আমাদের যাওয়ার কথা শুনে আমার মামাতো বোনও যেতে চাইল। ওর নাম শেফালি। শেফালি লালবাগ কেল্লা দেখতে চায় শুনে বাবা হেসে বললেন, 'ঠিক আছে।' আমরা টিকিট কেটে কেল্লার ভিতরে ঢুকলাম। ওখানে যেতে যেতেই বাবা বলেছিলেন, লালবাগের কেল্লা বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। এটি মোগল আমলে তৈরি করা একটি দুর্গ। ১৬৭৮ সালে মোগল সুবেদার আজম শাহ দুর্গের নির্মাণকাজ শুরু করেন। আজম শাহ ছিলেন সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র। বাবা আরও বলেছিলেন, দুর্গের কাজ শেষ হওয়ার আগেই আজম শাহকে দিল্লি চলে যেতে হয়। এরপর ১৬৮০ সালে সুবেদার শায়েস্তা খাঁ দুর্গ তৈরির কাজ আবার শুরু করেন। কিন্তু ১৬৮৪ সালে শায়েস্তা খাঁর কন্যা পরীবিবি হঠাৎ মারা যান। শায়েস্তা খাঁ তখন দুর্গের কাজ থামিয়ে দেন।	শেফালিকে নিয়ে অনেক মজার মজার ঘটনা আছে। একবার যেমন, আমার মামা ওকে বলেছিলেন, 'শেফালি, তুমি কি আমার জন্য এক কাপ চা বানিয়ে আনতে পারবে?' শেফালি কী বুঝল কে জানে! একটা ডিম ফাটিয়ে ভাজি করার প্রস্তুতি নিতে লাগল। তা দেখে আমার মামি হাসতে লাগলেন। শেফালি অনেক লজ্জা পেয়েছিল সেদিন।

সেশন: ১০-১১

- **প্রাসঙ্গিকতা বজায় রেখে যোগাযোগের অনুশীলন করা।**

শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে একটি ছোটো কাগজে উপস্থিত বক্তৃতার জন্য উপযুক্ত যে কোনো বিষয়ের নাম লিখে তার কাছে জমা দিতে বলবেন। বিষয়গুলো কেমন হতে পারে তা পাঠ্যবইয়ের 'উপস্থিত বক্তৃতা' অনুচ্ছেদে প্রদত্ত নমুনা থেকে ধারণা নিয়ে লিখতে বলবেন। কয়েকজন শিক্ষার্থীকে সবার থেকে বিষয় লেখা কাগজটি সংগ্রহ করার দায়িত্ব দেবেন। কাগজগুলো লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পুনরায় বিতরণের পূর্বে শিক্ষক বিষয়গুলো দেখে নেবেন, যদি এমন কোনো বিষয় থাকে যা উপস্থিত বক্তৃতার জন্য উপযুক্ত হবে না বলে মনে করেন তবে তা পরিবর্তন করে দেবেন বা বাদ দেবেন। তবে ঐ শিক্ষার্থীকে বিষয়টি বুঝিয়ে বলবেন যেন সে মন খারাপ না করে। শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থী সংখ্যা বিবেচনা করে একই বিষয় নিয়ে একাধিক শিক্ষার্থী উপস্থাপন করতে পারবে। শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতির সময়ে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন।

লটারির মাধ্যমে বিষয় লেখা কাগজগুলো সকল শিক্ষার্থীর হাতে পৌঁছালে কীভাবে উপস্থিত বক্তৃতার জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে ও উপস্থাপন করতে হবে সে ব্যাপারে বিস্তারিত নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- লটারির মাধ্যমে প্রত্যেকে যে বিষয়টি পেয়েছ তা নিয়ে উপস্থিত বক্তৃতা দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেবে।
- উপস্থাপনার সুবিধার্থে তোমরা প্রাপ্ত বিষয়ের উপর একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ তৈরি করে নিতে পারো। তবে উপস্থাপনার সময়ে লেখাটি দেখে দেখে বলা যাবে না।
- প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনে তোমার যে কোনো সহপাঠীর সাথে আলোচনা করে নিতে পারো। প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য সময় ১০ মিনিট। পাঠ্যবইয়ের 'উপস্থিত বক্তৃতা' অনুচ্ছেদে উপস্থিত বক্তৃতার সময়ে যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হয় সেগুলো লক্ষ রাখবে।
- উপস্থাপনার শুরুতে বিষয়ের নাম বলবে এবং ১ মিনিট সময়ের মধ্যে উপস্থিত বক্তৃতা সমাপ্ত করবে।
- উপস্থাপনার কোনো কথা বিষয়ের সাথে প্রাসঙ্গিক না বলে মনে হয় তবে তা লিখে রাখতে পারো এবং উপস্থাপন শেষ হলে হাত তুলে জানাবে।

শ্রেণি-ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ক্লাসের সামনে না-এনে তাদের জায়গা থেকে দাঁড়িয়েও উপস্থিত বক্তৃতা প্রদান করার সুযোগ রাখতে পারেন। প্রত্যেকের উপস্থাপনা শেষে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষকও তাঁর মতামত প্রদান করতে পারবেন। সব শিক্ষার্থীর উপস্থাপনা শেষে যোগাযোগে প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখার গুরুত্ব নিয়ে পুনরায় সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করবেন এবং সামগ্রিক কার্যক্রমের সারমর্ম করবেন।

ভিন্নমত প্রকাশের সুযোগ আছে এমন নমুনা উত্তরগুলোকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করবেন না। নমুনা উত্তরের আলোকে নির্দিষ্ট কাজ নিয়ে ধারণায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সংযোজন বা বিয়োজন করতে পারবেন। এমনভাবে নির্দেশনা দেবেন যাতে কী ধরনের উত্তর প্রস্তুত করতে হবে তা শিক্ষার্থীরা সহজে বুঝতে পারে এবং কাজের সময়ে নিজেদের বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা ও চিন্তার প্রতিফলন ঘটানোর সুযোগ পায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

১ম পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ২: প্রমিত ভাষায় কথা বলি

এই শিখন-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এমন কিছু কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে যার লক্ষ্য হলো তারা যেন শব্দের সঠিক উচ্চারণ অনুশীলনের মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক ও আনুষ্ঠানিক পরিস্থিতিতে প্রমিত বাংলা ভাষায় কথা বলার দক্ষতা অর্জন করার সুযোগ পায়।

কৌশল : প্রশ্নোত্তর, একক কাজ, দলীয় কাজ, উপস্থাপনা, তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, কথোপকথন ।

সেশন সংখ্যা: ৯

উপকরণ : পাঠ্যবইয়ের ২য় অধ্যায় (‘ছিন্ন মুকুল’, ‘কত দিকে কত কারিগর’); সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী।

কার্যক্রম:

দ্বিতীয় অধ্যায় ১ম পরিচ্ছেদ

- যে কোনো আনুষ্ঠানিক পরিস্থিতিতে এককভাবে প্রমিত ভাষায় বক্তব্য অনুশীলন ও দলে আলোচনা।
- প্রমিত উচ্চারণ করা হয় না বা কম করা হয় এমন শব্দের তালিকা করে প্রমিত উচ্চারণের সাথে নিজের উচ্চারণের পার্থক্য শনাক্ত করা ।
- ধ্বনির ঘোষ, অঘোষ, অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ উচ্চারণ নিয়ে আলোচনা।
- 'ছিন্ন মুকুল' কবিতা আবৃত্তি, কবিতার অর্থ নিয়ে আলোচনা।
- কবিতার শব্দ থেকে নির্দিষ্ট উচ্চারণের পার্থক্য শনাক্ত করা এবং উচ্চারণগুলো ঠিক হচ্ছে কি না যাচাই করা।

২য় অধ্যায়, ২য় পরিচ্ছেদ

- ‘কত দিকে কত কারিগর’ গল্প পাঠ; গল্পের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা।
- গল্প থেকে শব্দের প্রমিত উচ্চারণ অনুশীলন করা
- গল্প থেকে আঞ্চলিক বাক্যকে প্রমিত বাক্যে রূপান্তর করা।
- আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে প্রমিত ভাষায় কথা বলার অনুশীলন করা।

১ম পরিচ্ছেদ সেশন: ১-২

- যে কোনো আনুষ্ঠানিক পরিস্থিতিতে এককভাবে প্রমিত ভাষায় বক্তব্য অনুশীলন ও দলে আলোচনা।

১ম ধাপ

শিক্ষক শুরুতে পাঠ্যবইয়ের 'প্রমিত ভাষা' অনুচ্ছেদটি শিক্ষার্থীদের নীরবে পড়তে বলবেন এবং তাদের সাথে নিচের প্রশ্নগুলোর ভিত্তিতে প্রমিত ভাষা ও আঞ্চলিক ভাষার ধারণা নিয়ে আলোচনা করবেন।

- বাংলাদেশে সব অঞ্চলের মানুষ একই ধরনের বাংলায় কথা বলে?
- আমরা সবাই কি বিদ্যালয়ে, নিজেদের ঘরে, এলাকায়, বন্ধুদের সাথে, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে একইভাবে কথা বলি নাকি জায়গা ও পরিস্থিতি ভেদে আমাদের কথায় পার্থক্য হয়?
- প্রমিত ভাষা ও আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে কী পার্থক্য রয়েছে বলে মনে কর?
- প্রমিত ভাষা কি শুধু কথ্যরূপেই ব্যবহার হয় নাকি এর লিখিত ব্যবহার আছে?
- আঞ্চলিক ভাষা কি শুধু কথ্যরূপেই ব্যবহার হয় নাকি এর লিখিত ব্যবহার আছে?

প্রশ্নগুলোর উত্তর নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনার সময়ে নিচের বক্তব্য বিবেচনায় নেবেন:

অঞ্চলভেদে একই ভাষার উচ্চারণ ও শব্দে বৈচিত্র্য থাকে। অঞ্চলভেদে একই ভাষার এই ভিন্ন ভিন্ন রূপকে বলা হয় আঞ্চলিক ভাষা। তাই, সবার বোঝার সুবিধার্থে যে কোনো ভাষার ক্ষেত্রেই একটি মান নির্দিষ্ট করা থাকে, এই মান ভাষাকেই প্রমিত ভাষা বলে। অর্থাৎ, যেভাবে কথা বললে বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলের মানুষ সহজে বুঝতে পারে, সেটিই হলো প্রমিত বাংলা ভাষা। ভিন্ন ভিন্ন আনুষ্ঠানিক এমনকি অনানুষ্ঠানিক পরিবেশে প্রমিত ভাষায় কথা বলতে পারাটা একটি দরকারি দক্ষতা। তবে তার মানে এ নয় যে, প্রমিত ভাষায় কথা বলতে না পারাটা দুর্বলতা বা লজ্জাজনক কিছু। আমাদের মধ্যে যাদের পরিবারে বা বিভিন্ন ব্যক্তিগত পরিবেশে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলার প্রচলন রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে অনেক সময়ে হয়তো প্রমিত ভাষায় কথা বলাটা সহজ নয় এবং এটা খুবই স্বাভাবিক। নিয়মিত অনুশীলনের মাধ্যমে চেষ্টা করলে অবশ্যই প্রমিত বাংলায় কথা বলা যায়।

প্রমিত ভাষার দুটি রূপ আছে: কথ্য প্রমিত ও লেখ্য প্রমিত। কথ্য প্রমিত ব্যবহার হয় আনুষ্ঠানিক কথা বলার সময়ে, অন্যদিকে লেখ্য প্রমিত ব্যবহার হয় লিখিত যোগাযোগের কাজে। আঞ্চলিক ভাষার প্রধান প্রয়োগ কথ্য উপায়ে হলেও অনেক সাহিত্যিকই তাঁদের লেখায় আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেন।

২য় ধাপ

এরপর শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন, এমন কোন কোন পরিস্থিতি আছে যেখানে প্রমিত বাংলায় কথা বলার চেষ্টা করা উচিত বলে তারা মনে করে? তাদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এ ব্যাপারে আলোচনা করবেন এবং শিক্ষার্থীরা যেসব পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করবে তা বোর্ডে বড়ো করে লিখে রাখবেন। যে পরিস্থিতিগুলোতে প্রমিত বাংলায় কথা বলার চেষ্টা করা যেতে পারে তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হলো:

খেলার মাঠের ধারাবিবরণী	কোনো ঘোষণা দেওয়া	সংবাদ পাঠ	বিজ্ঞপ্তি প্রচার
নতুন পরিচয় হওয়া ব্যক্তির সাথে	শ্রেণিকক্ষে পাঠদান	বক্তৃতা	অনুষ্ঠান সঞ্চালনা

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সুবিধাজনক সংখ্যার সদস্যের কিছু ছোটো দলে বিভক্ত করবেন। প্রমিত বাংলায় কথা বলার চেষ্টা করা উচিত, এমন যতগুলো পরিস্থিতির কথা শ্রেণিকক্ষে সিদ্ধান্ত হবে তার মধ্যে থেকে যে কোনো একটি করে দলের প্রত্যেক সদস্য বেছে নেবে। এরপর তারা ঐ পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২ মিনিট সময়ের মধ্যে তার দলের সদস্যদের সামনে প্রমিত বাংলায় একটি বক্তব্য উপস্থাপনের প্রস্তুতি নেবে। অর্থাৎ, কেউ যদি বিষয় হিসেবে 'অনুষ্ঠান সঞ্চালনা' বেছে নেয় তবে যে কোনো ধরনের সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সঞ্চালনার জন্য সাধারণত যেভাবে কথা বলা হয় সেভাবে কথা বলার চেষ্টা করবে।

পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রমিত বাংলায় বক্তব্য উপস্থাপনের প্রস্তুতির জন্য সময় নির্ধারণ করে দেবেন এবং জানাবেন যে এ প্রস্তুতির কাজে তারা বন্ধুদের সাহায্য নিতে পারবে। প্রস্তুতির সময় শেষে দলের প্রত্যেক সদস্য তার বেছে নেওয়া বিষয়ের উপর বক্তব্য দেবে ও বাকিরা মতামত দেবে। প্রস্তুতির সময় শেষে দলের প্রত্যেক সদস্য তার বেছে নেওয়া পরিস্থিতির উপর বক্তব্য দেবে ও বাকিরা মতামত দেবে। একইসাথে বক্তব্য প্রদানের সময়ে কোনো শব্দের উচ্চারণ যদি প্রমিত না হয় বলে তাদের মনে হয়, সেগুলো পাঠ্যবইয়ের 'প্রমিত ভাষার প্রয়োগ' অনুচ্ছেদে দেওয়া ছক অনুযায়ী উল্লেখ করবে ও রুপান্তর করবে। পুরো কাজটি ধাপে ধাপে করার ও উপস্থাপনার জন্য নমুনা নির্দেশনা:

- প্রমিত বাংলায় কথা বলার চেষ্টা করা উচিত বলে যেসব পরিস্থিতি আমরা আলোচনায় নির্ধারণ করলাম তার মধ্যে থেকে যে কোনো একটি পরিস্থিতি প্রত্যেকে বেছে নাও।
- ঐ পরিস্থিতিতে অন্যদের কীভাবে প্রমিত বাংলায় কথা বলতে দেখেছ বা শুনেছ নিয়ে চিন্তা করো। এরপর, তুমি ঐ পরিস্থিতিতে থাকলে কীভাবে কথা বলতে তা নিয়ে চিন্তা করো এবং কথা বলার প্রস্তুতি নাও। প্রস্তুতি শেষে প্রত্যেকে তার দলের বন্ধুদের সামনে বিষয়ানুযায়ি ২ মিনিট করে কথা বলবে। প্রস্তুতির জন্য সময় ১৫/২০ মিনিট।
- কোন পরিস্থিতিতে কীভাবে কথা বলতে হয় সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা থাকলে বা যে কোনো বিষয়ে দ্বিধা থাকলে আমাকে জানাবে।
- প্রস্তুতির সময় শেষে দলের প্রত্যেক সদস্য তার বেছে নেওয়া পরিস্থিতির উপর বক্তব্য দেবে ও বাকিরা মতামত দেবে যে পরিস্থিতি অনুযায়ী বক্তব্যের বিষয় সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল কিনা। একইসাথে বক্তব্য প্রদানের সময়ে কোনো শব্দের উচ্চারণ যদি প্রমিত না হয় বলে তোমাদের মনে হয়, সেগুলো পাঠ্যবইয়ের 'প্রমিত ভাষার প্রয়োগ' অনুচ্ছেদে দেওয়া ছক অনুযায়ী উল্লেখ করবে ও রুপান্তর করবে। দলের সবার বক্তব্য উপস্থাপন, একে অন্যের মতামত প্রদান, এবং ছক পূরণের জন্য সময় ২০/২৫ মিনিট।
- দলে কাজ শেষে প্রমিত হয়নি এমন কোন কোন শব্দ ছকে এসেছে এবং তা শব্দগুলোর প্রমিত রূপ যা হবে তা একে একে প্রত্যেক দল উপস্থাপন করবে। শব্দগুলোর প্রমিত রূপ নিয়ে কারো যদি ভিন্ন কোনো মতামত থাকে তবে তা জানাবে।

শিক্ষক চেষ্টা করবেন যেন ১ম ক্লাসেই প্রস্তুতি সম্পন্ন করা যায়। যাতে ২য় ক্লাস থেকে উপস্থাপনা ও উপস্থাপনার উপর আলোচনা শেষ করা যায়। সুবিধাজনক হলে কাজটি ছোটো দলের পরিবর্তে জোড়ায় করাতে পারেন।

শিক্ষার্থীরা তাদের প্রস্তুতি নিতে থাকলে শিক্ষক দলে দলে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, মতামত ও পরামর্শ দিয়ে তাদের সাহায্য করবেন। বিশেষ প্রয়োজন হলে কিছু পরিস্থিতিতে প্রমিত বাংলায় কথা বলার উপায় তাদের শোনাবেন।

নমুনা উত্তর: প্রমিত ভাষার প্রয়োগ

যে শব্দটি প্রমিত হয়নি	শব্দটির প্রমিত রূপ
পাঠকাটি	পাটকাঠি
গইয়া	পেয়ারা

সেশন: ২

- প্রমিত উচ্চারণ করা হয় না বা কম করা হয় এমন শব্দের তালিকা করে প্রমিত উচ্চারণের সাথে নিজের উচ্চারণের পার্থক্য শনাক্ত করা ।
- ধ্বনির ঘোষ, অঘোষ, অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ উচ্চারণ নিয়ে আলোচনা।

১ম ধাপ

শিক্ষার্থীরা তাদের দৈনন্দিন জীবনে যে শব্দগুলো প্রমিত উচ্চারণ করে না বা চারপাশের মানুষকে ভিন্নভাবে উচ্চারণ করতে শোনে সেগুলোর অন্তত ১০টি শব্দ অনুশীলনী ছক 'শব্দ খুঁজি' অনুযায়ী শনাক্ত করার কাজ দেবেন। কাজটি প্রথমে এককভাবে করে পরে শিক্ষার্থীরা দলীয়ভাবে সবগুলো শব্দ মিলিয়ে একটি বড়ো তালিকা প্রস্তুত করবে। পুরো কাজটি ধাপে ধাপে করার ও উপস্থাপনার জন্য নমুনা নির্দেশনা:

- প্রত্যেকে দৈনন্দিন জীবনে যে শব্দগুলো প্রমিত উচ্চারণ করো না বা চারপাশের মানুষকে ভিন্নভাবে উচ্চারণ করতে শোনো সেগুলোর অন্তত ১০টি শব্দ অনুশীলনী ছক 'শব্দ খুঁজি' অনুযায়ী শনাক্ত করো। এ জন্য সময় ৫ মিনিট।
- প্রত্যেকে যে ১০টি শব্দের তালিকা করেছ সেগুলো দলের সবাই মিলে একটি বড়ো তালিকা করবে। এ কাজ করার জন্য সময় ১০ মিনিট। একই শব্দ একাধিক জনের তালিকায় চলে এলে বড়ো তালিকায় তা শুধুমাত্র একবারই উল্লেখ করবে।
- ১০ মিনিট শেষে প্রতি দল থেকে একজন করে তার দলের কাজ উপস্থাপন করবে।
- প্রতি দলের উপস্থাপনার সময়ে অন্যদলগুলোর সাথে যে শব্দগুলো মিলে যাবে, সেগুলো চিহ্নিত করে রাখবে এবং নিজেদের উপস্থাপনার সময়ে পূর্ববর্তী দলগুলোর চেয়ে ভিন্ন শব্দ থাকলে শুধুমাত্র তা উল্লেখ করবে।

সকলের উপস্থাপনা শেষ হলে শিক্ষক কাজের সারমর্ম করবেন এবং আবারো বলবেন যে আঞ্চলিকতা এবং উচ্চারণের বৈচিত্র্য ভাষার একটি স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য। কিন্তু প্রমিত ভাষায় কথা বলতে পারাটা যেহেতু একটি দরকারি দক্ষতা তাই শিক্ষার্থীরা যেন এখন থেকে শনাক্তকৃত শব্দগুলোর প্রমিত উচ্চারণের ব্যাপারেও খেয়াল রাখে।

নমুনা উত্তর: শব্দ খুঁজি

আঞ্চলিক উচ্চারণ/শব্দ	প্রমিত শব্দ	উচ্চারণগত/শব্দগত পরিবর্তন
খাইছি	খেয়েছি	উচ্চারণগত পরিবর্তন
চঙ্গা	মই	শব্দগত পরিবর্তন
খাফনা	ঝিনুক	শব্দগত পরিবর্তন
অক্ত	রক্ত	উচ্চারণগত পরিবর্তন
হানি	পানি	উচ্চারণগত পরিবর্তন
খইন্না	কনে	শব্দগত পরিবর্তন
ছোডো	ছোটো	উচ্চারণগত পরিবর্তন
ঠাডা	বজ্রপাত	শব্দগত পরিবর্তন
বিলোই	বিড়াল	শব্দগত পরিবর্তন
হেলা	খেলা	উচ্চারণগত পরিবর্তন
হালু	খালু	উচ্চারণগত পরিবর্তন
পাহাল	চুলা	শব্দগত পরিবর্তন

২য় ধাপ

এরপর পাঠ্যবইয়ের ‘ঘোষ ও অঘোষ ধ্বনি’ অনুচ্ছেদটি শিক্ষার্থীদের নীরবে পড়তে বলবেন। শিক্ষার্থীদের পড়া শেষে অনুচ্ছেদের নির্দেশনামত ধ্বনিদ্বারের বাইরে থেকে গলায় আলতোভাবে দুটি আঙুল রেখে (কণ্ঠীর উপর) প্রথমে একটি ঘোষ ধ্বনি ও পরে একটি অঘোষ ধ্বনি উচ্চারণ করে দেখাবেন। একই কাজটি শিক্ষার্থীদেরও ক্রমান্বয়ে কয়েকটি শব্দের জন্য করতে বলবেন এবং জানতে চাইবেন যে ঘোষ ও অঘোষ উচ্চারণের পার্থক্য তারা বুঝতে পারছে কি না। এরপর উচ্চারণ অনুশীলন করার জন্য উদাহরণ হিসেবে যে শব্দগুলো দেওয়া আছে সেখানকার কিছু শব্দ সবাই মিলে জোরে জোরে পাঠ করবেন। এক্ষেত্রেও ধ্বনির উচ্চারণের পার্থক্য বোঝার জন্য ধ্বনিদ্বারের বাইরে থেকে গলায় আলতোভাবে দুটি আঙুল রেখে কাজটি করতে পারেন।

একইভাবে ধ্বনির অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ উচ্চারণ নিয়ে আলোচনা করবেন। মুখের সামনে হাত বা পাতলা কাগজ রেখে প্রথমে একটি অল্পপ্রাণ ধ্বনি ও পরে একটি মহাপ্রাণ ধ্বনি উচ্চারণ করে দেখাবেন। এ সময়ে বাতাস বের হওয়ার কম-বেশি লক্ষ করতে বলবেন। একই কাজটি শিক্ষার্থীদেরও ক্রমান্বয়ে কয়েকটি শব্দের জন্য করতে বলবেন এবং জানতে চাইবেন যে অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ উচ্চারণের পার্থক্য তারা বুঝতে পারছে কি না। এরপর উচ্চারণ অনুশীলন করার জন্য উদাহরণ হিসেবে যে শব্দগুলো দেওয়া আছে সেখানকার কিছু শব্দ সবাই মিলে জোরে জোরে পাঠ করবেন। এক্ষেত্রেও ধ্বনির উচ্চারণের পার্থক্য বোঝার জন্য মুখের সামনে হাত বা পাতলা কাগজ রেখে কাজটি করতে পারেন।

সেশন: ৩

■ ‘ছিন্ন মুকুল’ কবিতা আবৃত্তি, কবিতার অর্থ নিয়ে আলোচনা।

‘ছিন্ন-মুকুল’ কবিতাটি প্রথমে নীরবে একবার পড়তে বলবেন এবং এরপর দুই লাইন করে সবাইকে শব্দ করে পড়ার নির্দেশ দেবেন। ক্লাসের সকল শিক্ষার্থী ক্রমান্বয়ে কবিতা পাঠে অংশ নেবে, তাই ক্লাসে কবিতাটি কয়েকবার করে পাঠ হবে ।

তবে সময় বিবেচনায় সবাইকে দিয়ে আবৃত্তি করানো না গেলে পরবর্তী কোনো সরব পাঠ কাজে বাকিদের সুযোগ দেবেন বলে জানিয়ে রাখবেন। কবিতা আবৃত্তির সময়ে ধ্বনির উচ্চারণ ঠিক হচ্ছে কি না, তা একজন পড়ার সময়ে অন্যদের খেয়াল করতে বলবেন। সম্ভব হলে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ইউটিউব বা অন্য যে কোনো উৎস থেকে অডিয়ো বা ভিডিয়োর মাধ্যমে কবিতাটির আবৃত্তি শোনাতে পারেন। অন্য বিশেষ কোনো ডিভাইস না থাকলে মোবাইলের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীদের কবিতার আবৃত্তি শোনাতে পারেন।

আবৃত্তি শেষে কবিতায় যেসব নতুন শব্দ শিক্ষার্থীরা খুঁজে পাবে সেগুলো পাঠ্য বইয়ের 'শব্দের অর্থ' অংশ থেকে পড়তে বলবেন এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত ব্যখ্যা দেবেন। বইয়ে প্রদত্ত শব্দের অর্থের বাইরে যদি শিক্ষার্থীদের আরও কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে জিজ্ঞাসা আছে কি না জানতে চাইবেন এবং তাদের সেগুলোর অর্থ জানতে সাহায্য করবেন।

এরপর নিচের প্রশ্নটি বোর্ডে লিখে বা মুখে বলে শিক্ষার্থীদের মতামত জানতে চাইবেন।

- 'ছিন্ন-মুকুল' কবিতাটি পড়ে তোমার কী মনে হলো তা যদি কাউকে সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলতে বলা হয় তুমি কী বলবে?
- একইসাথে আরো কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে কবিতার মূল বক্তব্য নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবেন। শিক্ষার্থীরা যে ধরনের মতামতই প্রকাশ করুক না কেন তা উৎসাহ দেবেন। নমুনা প্রশ্ন:
- 'ছিন্ন-মুকুল' কবিতায় কী ধরনের আবেগ প্রকাশ পাচ্ছে বলে তোমাদের মনে হচ্ছে?
- 'সবচেয়ে যে শেষে এসেছিল, সেই গিয়েছে সবার আগে সরে'-এ বাক্য দুটিতে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?
- তোমার পছন্দের কিছু মানুষের কথা চিন্তা করো। যদি তাদের কারো সাথে তোমার অনেক দিন যোগাযোগ না হয় তোমার কেমন লাগবে?

সেশন: ৪

- **কবিতার শব্দ থেকে নির্দিষ্ট উচ্চারণের পার্থক্য শনাক্ত করা এবং উচ্চারণগুলো ঠিক হচ্ছে কি না যাচাই করা।**

শিক্ষার্থীদের তার পাশের জনের সাথে মিলে একটি জোড়া গঠন করতে বলবেন। এরপর পাঠ্যবইয়ের যে ছকে 'ছিন্ন মুকুল' কবিতা থেকে কিছু শব্দ লাল হরফে দেখানো আছে সেগুলো জোড়ায় কাজের মাধ্যমে উচ্চারণ অনুশীলন করে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে এককভাবে ছকটি পূরণ করার নির্দেশ দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- ছকে লাল হরফের বর্ণটি উচ্চারণ করে জোড়ার বন্ধুকে শোনাও। উচ্চারণটি প্রমিত হয়েছে কি না সে ব্যাপারে জোড়ার বন্ধুটি মতামত নেবে। প্রথমে শব্দটি উচ্চারণ করবে এবং এরপরে আলদাভাবে চিহ্নিত বর্ণটি উচ্চারণ করবে।
- এভাবে ছকের প্রতিটি শব্দ নিজেরা সরবে উচ্চারণ করবে এবং জোড়ার বন্ধুর মতামত নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে চিহ্নিত বর্ণটির উচ্চারণটি প্রমিত হয়েছে কি না। কোনো উচ্চারণ নিয়ে দ্বিধা বা জিজ্ঞাসা থাকলে আমাকে জানাবে।
- উচ্চারণের কাজ শেষ হলে 'অঞ্চলভেদে বর্ণটির উচ্চারণ যা হতে পারে' তা লক্ষ করবে। এ ধরনের উচ্চারণ হলে তা কী ধরনের ধ্বনিগত পরিবর্তন হয় তার দুটি নমুনা উত্তর দেওয়া আছে। অনুরূপভাবে বাকি শব্দগুলোর সম্ভাব্য আঞ্চলিক উচ্চারণ কী ধরনের ধ্বনিগত পরিবর্তন হবে তা জোড়ায় আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নাও এবং ছকে উল্লেখ করো।

- নির্দেশনা অনুযায়ী ছকের কাজটি শেষ করার জন্য প্রতি জোড়ার জন্য সময় ২০ মিনিট।
- সবার কাজ শেষে আমরা যে কোনো একটি জোড়া থেকে শুনব তারা কী ধরনের ধ্বনিগত পরিবর্তন শনাক্ত করেছে এবং নিজেদের উত্তরের সাথে মিলিয়ে নেব। কারো সাথে উত্তর না মিললে তা জানাবে ও নিজেদের উত্তর ব্যখ্যা করবে।

শিক্ষার্থীদের জোড়ায় কাজ চলাকালে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন ও প্রয়োজন অনুযায়ী অতিরিক্ত নির্দেশনা বা সহায়তা দেবেন। কোনো জোড়ায় বর্ণের উচ্চারণ নিয়ে দ্বিধা বা জিজ্ঞাসা থাকলে সে ব্যাপারে তাদের সাথে আলোচনা করবেন এবং প্রয়োজন হলে সঠিক উচ্চারণটি শোনাবেন। সবশেষে ধ্বনিগত পরিবর্তন নিয়ে তাদের কাজ একটি জোড়াকে উপস্থাপন করতে বলবেন, উপস্থাপনা চলাকালেই অন্য দলগুলোর ভিন্নমত থাকলে তা নিয়ে নিচের নমুনা উত্তরের ভিত্তিতে আলোচনা করবেন।

নমুনা উত্তর: উচ্চারণ ঠিক করি

শব্দ	অঞ্চলভেদে বর্ণটির উচ্চারণ যা হতে পারে	বর্ণটির প্রমিত উচ্চারণ যা হবে	এখানে কোন ধরনের পরিবর্তন হয়েছে	উচ্চারণ ঠিক হলে টিক চিহ্ন দাও
সবচেয়ে	প	ব	ঘোষ ধ্বনি অঘোষ ধ্বনি হয়েছে	
পিঁড়ি	ফ	প	অল্পপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনি হয়েছে	
ছোটো	ড	ট	অঘোষ ধ্বনি ঘোষ ধ্বনি হয়েছে	
পেতে	ফ	প	অল্পপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনি হয়েছে	
ভাত	ব	ভ	মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ ধ্বনি হয়েছে	
বাড়ি	ভ	ব	অল্পপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনি হয়েছে	
ঘুচেছে	ছ	চ	অল্পপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনি হয়েছে	
পুঁতি	ফ	প	অল্পপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনি হয়েছে	
আঁধার	দ	ধ	মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ ধ্বনি হয়েছে	
ঘর	ঘ	গ	অল্পপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনি হয়েছে	
চাবি	ছ	চ	অল্পপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনি হয়েছে	
ছাদ	ত	দ	ঘোষ ধ্বনি অঘোষ ধ্বনি হয়েছে	

২য় পরিচ্ছেদ

সেশন: ৫

- **‘কত দিকে কত কারিগর’ গল্প পাঠ; গল্পের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা।**

‘কত দিকে কত কারিগর’ লেখাটি প্রথমে ৫ মিনিট সময়ের মধ্যে যতটা সম্ভব নীরবে পাঠ করতে বলবেন। এরপর রচনাটির ৩ লাইন করে সবাইকে শব্দ করে পড়ার নির্দেশ দেবেন। সরব পাঠের কাজটি শ্রেণিকক্ষের প্রত্যেক শিক্ষার্থী ৩ লাইন করে পাঠ করে পুরো রচনাটি পাঠ সম্পন্ন করবে। শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থী সংখ্যা বিবেচনায় পুরো লেখাটি একাধিকবার পাঠ হতে পারে। শিক্ষক লক্ষ রাখবেন যেন সকল শিক্ষার্থী পাঠ কাজে অংশ নিতে পারে। তবে সময় বিবেচনায় সকল শিক্ষার্থীকে সরব পাঠে অংশগ্রহণ করানো সম্ভব না হলে, যারা অংশগ্রহণ করতে পারেনি তাদেরকে পরবর্তী পাঠে সুযোগ দেবেন এবং তা জানিয়ে রাখবেন। পাঠ শুরুর আগেই শিক্ষক নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- ‘কত দিকে কত কারিগর’ লেখাটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এ জন্য সময় ৫ মিনিট। এ সময়ের মধ্যে যতটা পড়া যায়, পড়ো।
- এরপর ক্লাসের সকল শিক্ষার্থী নিজেদের জায়গায় থেকেই ‘কত দিকে কত কারিগর’ রচনাটি ৩ লাইন করে ক্রমান্বয়ে পড়বে। তোমার পাশের বন্ধুটি যে লাইনে এসে পাঠ শেষ করবে তুমি তার পরের লাইন থেকে শুরু করে আরো ৩ লাইন পড়বে।
- জোরে পড়ার চেষ্টা করবে যেন ক্লাসের সবাই তোমার কথা শুনতে পায়।
- এক্ষেত্রে শব্দের প্রমিত উচ্চারণ হচ্ছে কি না, তা একজন পড়ার সময়ে অন্যরা খেয়াল করবে। কোনো মতামত থাকলে তা জানাবে।
- কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে কারো কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে তাও জানাবে। চেষ্টা করব আমরা সবাই যেন সরব পাঠে অংশ নেই, তাই রচনাটি কয়েকবার করে আমরা পাঠ করতে পারি।

সরব পাঠের সময়ে শিক্ষার্থীদের প্রমিত উচ্চারণের দিকে শিক্ষক লক্ষ রাখবেন, কোনো উচ্চারণ সঠিক না হলে পুনরায় বলতে বলবেন এবং প্রয়োজন হলে সঠিক উচ্চারণটি বলে দেবেন। শিক্ষার্থীদের জানিয়ে রাখবেন যে পাঠের কোনো শব্দের অর্থ বুঝতে সমস্যা হলে সেগুলো চিহ্নিত করে রাখতে। লেখাটিতে যেসব নতুন শব্দ তারা খুঁজে পাবে সেগুলো পাঠ্য বইয়ের ‘শব্দের অর্থ’ অংশ থেকে পড়তে বলবেন। ‘শব্দের অর্থ’ অংশে প্রদত্ত শব্দের অর্থের বাইরে আরও কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা আছে কি না জানতে চাইবেন এবং সেগুলোর অর্থ বুঝতে তাদের সাহায্য করবেন।

এরপর নিচের প্রশ্নটি বোর্ডে লিখে বা মুখে বলে শিক্ষার্থীদের মতামত জানতে চাইবেন।

- ‘কত দিকে কত কারিগর’ গল্পটি পড়ে তোমার কী মনে হলো তা যদি কাউকে সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলতে বলা হয় তুমি কী বলবে?

একইসাথে আরো কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে গল্পের মূল বক্তব্য নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবেন। শিক্ষার্থীরা যে ধরনের মতামতই প্রকাশ করুক না কেন তা উৎসাহ দেবেন। নমুনা প্রশ্ন:

- পালমশাই যেভাবে কাজ তদারক করছেন এভাবে অন্য কাউকে কাজ তদারক করতে দেখেছ? দেখে থাকলে ঘটনাটি সম্পর্কে বলো।
- জয়নুল আবেদিনকে তোমরা জানো? তার ব্যাপারে কী শুনেছ বা পড়েছ?
- ‘আমরা যে আর্টের কাম করি, আমাগো চেনে কয়জন? পালমশাইয়ের এ কথায় কী ধরনের আবেগ প্রকাশ পাচ্ছে?
- পালমশাই কেন বঙ্গবন্ধুর ছবি সবার উপরে রেখেছেন বলে মনে কর?

সেশন: ৬

- **গল্প থেকে শব্দের প্রমিত উচ্চারণ অনুশীলন করা।**

শিক্ষার্থীদের তার পাশের বন্ধুর সাথে মিলে একটি জোড়া তৈরি করতে বলবেন। এরপর তাদের পাঠ্যবইয়ের 'শব্দের উচ্চারণ' অনুচ্ছেদে 'কত দিকে কত কারিগর' গল্প থেকে যেসব শব্দ ছকে দেওয়া আছে তা একজন পরপর একটি করে শব্দ উচ্চারণ করে জোড়ার বন্ধুকে শোনাতে বলবেন। উচ্চারণটি ঠিক হচ্ছে কি না তা জোড়ায় দুজন মিলে সিদ্ধান্ত নেবে, প্রয়োজনে পুনরায় শব্দটি উচ্চারণ করবে এবং এভাবে ছকের সবগুলো শব্দ উচ্চারণ অনুশীলন করাবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- তোমার পাশের বন্ধুর সাথে জোড়া গঠন করো। এরপর পাঠ্যবইয়ের 'শব্দের উচ্চারণ' অনুচ্ছেদে 'কত দিকে কত কারিগর' গল্প থেকে যেসব শব্দ ছকে দেওয়া আছে তা একজন পরপর একটি করে শব্দ উচ্চারণ করে জোড়ার বন্ধুকে শোনাও।
- উচ্চারণটি ঠিক হচ্ছে কি না তা জোড়ায় দুজন মিলে সিদ্ধান্ত নেবে, প্রয়োজনে পুনরায় শব্দটি উচ্চারণ করবে এবং এভাবে ছকের সবগুলো শব্দ উচ্চারণ অনুশীলন করবে।
- কোন শব্দের উচ্চারণ নিয়ে দ্বিধা বা জিজ্ঞাসা থাকলে আমাকে জানাবে।
- জোড়ায় ছকের সবগুলো শব্দ উচ্চারণ অনুশীলন করার জন্য সময় ২৫ মিনিট।

শিক্ষার্থীদের জোড়ায় কাজ চলাকালে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন ও প্রয়োজন অনুযায়ী অতিরিক্ত নির্দেশনা বা সহায়তা দেবেন। কোনো শব্দের উচ্চারণ নিয়ে দ্বিধা বা জিজ্ঞাসা থাকলে সে ব্যাপারে তাদের সাথে আলোচনা করবেন এবং প্রয়োজন হলে সঠিক উচ্চারণটি শোনাবেন। যদি কিছু বিশেষ শব্দের উচ্চারণ নিয়ে ক্লাসের বড়ো অংশের শিক্ষার্থীদের দ্বিধা থাকে তবে তা সকলে মিলে উচ্চারণের অনুশীলন করাবেন।

কাজটি শিক্ষক জোড়ার পরিবর্তে ছোটো দলেও করাতে পারেন।

সেশন: ৭

- **গল্প থেকে আঞ্চলিক বাক্যকে প্রমিত বাক্যে রূপান্তর করা।**

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বের ন্যায় জোড়ায় ভাগ করবেন। এরপর পাঠ্যবইয়ের 'আঞ্চলিক ভাষা' অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ছকে 'কত দিকে কত কারিগর' গল্পে পালমশাইয়ের কথায় যেসব আঞ্চলিক বাক্য এসেছে সেগুলোকে প্রমিত বাক্যে রূপান্তরের কাজ করতে নির্দেশ দেবেন। এ কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেবেন। শিক্ষার্থীরা কীভাবে কাজটি করবে এবং নির্দিষ্ট সময় শেষে উপস্থাপন করবে সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- তোমার পাশের বন্ধুর সাথে জোড়া গঠন করো। পাঠ্যবইয়ের 'আঞ্চলিক ভাষা' অনুচ্ছেদে প্রদত্ত ছকে 'কত দিকে কত কারিগর' গল্পে পালমশাইয়ের কথায় যেসব আঞ্চলিক বাক্য এসেছে সেগুলোকে প্রমিত বাক্যে রূপান্তর করবে।
- আঞ্চলিক বাক্যকে প্রমিত বাক্যে রূপান্তর করার জন্য সময় ২০ মিনিট।
- নির্ধারিত সময় শেষে আমরা যে কোনো একটি জোড়া থেকে শুনব তারা কী ধরনের আঞ্চলিক বাক্য পেয়েছে এবং সেগুলোকে কীভাবে রূপান্তর করেছে। তাদের রূপান্তরের সাথে বাকিরা নিজেদের উত্তর মিলিয়ে নেবে। কারো সাথে উত্তর না মিললে তা জানাবে ও নিজেদের উত্তর ব্যখ্যা করবে।
- একইসাথে অন্য কোনো জোড়া যদি ১ম জোড়ার চেয়ে ভিন্ন কোনো বাক্য রূপান্তর করে তবে তাও উল্লেখ করবে।
- আঞ্চলিক বাক্যকে প্রমিত বাক্যে রূপান্তর করার কাজ নিয়ে কোনো দ্বিধা বা জিজ্ঞাসা থাকলে আমাকে জানাবে।

শিক্ষার্থীদের জোড়ায় কাজ চলাকালে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন ও প্রয়োজন অনুযায়ী অতিরিক্ত নির্দেশনা বা সহায়তা দেবেন। কোনো বাক্যের রূপান্তর নিয়ে দ্বিধা বা জিজ্ঞাসা থাকলে সে ব্যাপারে তাদের সাথে আলোচনা করবেন এবং প্রয়োজন হলে সঠিক রূপান্তরটি বলে দেবেন। যদি কিছু বিশেষ বাক্যের রূপান্তর নিয়ে ক্লাসের বড়ো অংশের শিক্ষার্থীদের দ্বিধা থাকে তবে তা সকলের সামনে উপস্থাপন করবেন ও তা নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নেবেন।

এ কাজটি শিক্ষক জোড়ার পরিবর্তে ছোটো দলেও করাতে পারেন।

আঞ্চলিক বাক্য	প্রমিত রূপ
ক্যান, কী হইছে?	কেন, কী হয়েছে?
নজর না রাখলে কাম সারা।	নজর না রাখলে কাজ শেষ।
দ্যাখলেন না?	দেখলেন না?
চান্দ সওদাগরের মুকুটটা যে ছাঁচে ওঠে নাই, ব্যাটার খ্যাল নাই।	চাঁদ সওদাগরের মুকুটটা যে ছাঁচে ওঠেনি, লোকটার তা খেয়াল নেই।
রবীন্দ্রনাথের দাড়িতে ঢেউ খেলানো কয়বার দেখাইয়া দিতে অয়?	রবীন্দ্রনাথের দাড়িতে ঢেউ খেলানো কয়বার দেখিয়ে দিতে হয়?
বোঝলেন, এই দাড়ি তো বাংলার সক্কলে চেনে।	বুঝলেন, এই দাড়ি তো বাংলার সবাই চেনে।
ক্যান? মানুষ চাকা ঠেইলা তোলে-সেই ছবি।	কেন? মানুষ চাকা ঠেলে তোলে-সেই ছবি।
ধরেন, আমাগো আঁকা।	ধরুন, আমাদের আঁকা।
এই যে আমার বাবায়, তানি ছিলেন এত বড়ো আর্টিস্ট, কে তারে স্মরণ রাখছে কন?	এই যে আমার বাবা, তিনি ছিলেন এত বড়ো আর্টিস্ট, কে তাঁকে স্মরণ রেখেছে বলুন?
ক্যান, দ্যাহেন নাই-ঐ যে উপরে চাইয়া দেহেন-সবার উপরেই তো বঙ্গবন্ধুর দুইডা ছবি। হেরে তো মধ্যে বা নিচে রাহন যায় না।	কেন, দেখেননি-ঐ যে উপরে চেয়ে দেখেন-সবার উপরেই তো বঙ্গবন্ধুর দুটি ছবি। তাঁকে তো মধ্যে বা নিচে রাখা যায় না।

সেশন: ৮-৯

■ আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে প্রমিত ভাষায় কথা বলার অনুশীলন করা।

শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দেবেন যে এ অধ্যায়ের শুরুতেই এমন কিছু পরিস্থিতি সবাই মিলে নির্ধারণ করা হয়েছিল যেখানে প্রমিত ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করা উচিত। সেরকম কিছু পরিস্থিতি পাঠ্যবইয়ের 'প্রমিত ভাষার চর্চা' অনুচ্ছেদে উল্লেখ আছে। এরপর শিক্ষার্থীদের সুবিধাজনক সংখ্যার সদস্যের কিছু ছোটো দলে বিভক্ত করবেন।

আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্র হিসেবে যে পরিস্থিতিগুলো উল্লেখ আছে, দলের প্রত্যেক সদস্য যে কোনো একটি পরিস্থিতি বেছে নেবে। এরপর তারা বেছে নেওয়া পরিস্থিতির উপর ২ মিনিট করে তার দলের সদস্যদের সামনে প্রমিত বাংলায় একটি বক্তব্য উপস্থাপনের প্রস্তুতি নেবে। অর্থাৎ, কেউ যদি বিষয় হিসেবে 'সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থাপনা' বেছে নেয় তবে বিদ্যালয়ের বা বিদ্যালয়ের বাইরের যে কোনো ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সঞ্চালনার জন্য সাধারণত যেভাবে কথা বলা হয় সেভাবে কথা বলার চেষ্টা করবে। একটি দলের একাধিক সদস্য একই পরিস্থিতি বেছে নিতে পারবে তবে উল্লেখিত পাঁচটি পরিস্থিতির প্রতিটি যেন কেউ না কেউ বেছে নেয়।

পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রমিত বাংলায় বক্তব্য উপস্থাপনের প্রস্তুতির জন্য সময় নির্ধারণ করে দেবেন এবং জানাবেন যে এ প্রস্তুতির কাজে তারা বন্ধুদের সাহায্য নিতে পারবে। প্রস্তুতির সময় শেষে দলের প্রত্যেক সদস্য তার বেছে নেওয়া বিষয়ের উপর বক্তব্য দেবে ও বাকিরা মতামত দেবে। একইসাথে জানিয়ে রাখবেন, দলে সবার উপস্থাপনা শেষে প্রতি দল থেকে যে কোনো একটি বিষয়ের উপর সবার সামনে উপস্থাপনা করবে। কোন দল কী বিষয়ের উপস্থাপনা করবে তা শিক্ষক নিজে বেছে দেবেন বা লটারির মাধ্যমে নির্ধারণ করবেন। পুরো কাজটি ধাপে ধাপে করার ও উপস্থাপনার জন্য নমুনা নির্দেশনা:

- পাঠ্যবইয়ের 'প্রমিত ভাষার চর্চা' অনুচ্ছেদে কিছু আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিস্থিতি উল্লেখ আছে যেগুলোতে আমাদের প্রমিত বাংলায় কথা বলার চেষ্টা করা উচিত। দলের প্রত্যেক সদস্য যে কোনো একটি পরিস্থিতি বেছে নেবে।
- বেছে নেওয়া পরিস্থিতির উপর ২ মিনিট করে তোমার দলের সদস্যদের সামনে প্রমিত বাংলায় একটি বক্তব্য উপস্থাপনের প্রস্তুতি নেবে।
- ঐ পরিস্থিতিতে অন্যদের কীভাবে প্রমিত বাংলায় কথা বলতে দেখেছ বা শুনেছ নিয়ে চিন্তা করো। এরপর, তুমি ঐ পরিস্থিতিতে থাকলে কীভাবে কথা বলতে তা নিয়ে চিন্তা করো এবং কথা বলার প্রস্তুতি নাও। প্রস্তুতি শেষে প্রত্যেকে তার দলের বন্ধুদের সামনে সে ব্যাপারে ২ মিনিট সময় ধরে কথা বলবে। প্রস্তুতির জন্য সময় ১৫/২০ মিনিট।
- কোন পরিস্থিতিতে কীভাবে কথা বলতে হয় সে ব্যাপারে জিজ্ঞাসা থাকলে বা যে কোনো বিষয়ে দ্বিধা থাকলে আমাকে জানাবে।
- প্রস্তুতির সময় শেষে দলের প্রত্যেক সদস্য তার বেছে নেওয়া পরিস্থিতির উপর বক্তব্য দেবে ও বাকিরা মতামত দেবে যে পরিস্থিতি অনুযায়ী বক্তব্যের বিষয় সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল কিনা।
- দলে সবার উপস্থাপনা শেষে প্রতি দল থেকে যে কোনো একটি বিষয়ের উপর সবার সামনে উপস্থাপনা করবে। কোন দল কী বিষয়ের উপস্থাপনা করবে তা আমরা আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করে নেব। তাই, নিজেদের প্রস্তুতির সময়ে ঠিক করে নেবে দল থেকে কে সবার সামনে উপস্থাপন করবে।

শিক্ষক চেষ্টা করবেন যেন ১ম ক্লাসেই প্রস্তুতি সম্পন্ন করা যায় এবং ২য় ক্লাসে উপস্থাপনা ও উপস্থাপনার উপর আলোচনা শেষ করা যায়।

শিক্ষার্থীরা তাদের প্রস্তুতি নিতে থাকলে শিক্ষক দলে দলে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, মতামত ও পরামর্শ দিয়ে তাদের সাহায্য করবেন। বিশেষ প্রয়োজন হলে কিছু পরিস্থিতিতে প্রমিত বাংলায় কথা বলার উপায় তাদের শোনাবেন।

ভিন্নমত প্রকাশের সুযোগ আছে এমন নমুনা উত্তরগুলোকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করবেন না। নমুনা উত্তরের আলোকে নির্দিষ্ট কাজ নিয়ে ধারণায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সংযোজন বা বিয়োজন করতে পারবেন। এমনভাবে নির্দেশনা দেবেন যাতে কী ধরনের উত্তর প্রস্তুত করতে হবে তা শিক্ষার্থীরা সহজে বুঝতে পারে এবং কাজের সময়ে নিজেদের বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা ও চিন্তার প্রতিফলন ঘটানোর সুযোগ পায়।

তৃতীয় অধ্যায়

১ম পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ৩: শব্দের শ্রেণি ও বাক্যের শ্রেণি

এই শিখন-অভিজ্ঞতায় এমন কিছু কার্যক্রম পরিকল্পনা করা হয়েছে যেন শিক্ষার্থীরা বাক্যে বিভিন্ন শ্রেণির শব্দ শনাক্ত করতে পারে, পদের ধারণার ভিত্তিতে শব্দের ব্যবহারে পার্থক্য বুঝতে পারে, এবং বাক্য তৈরির সময় বিভিন্ন শ্রেণির শব্দ ব্যবহার করতে পারে।

কৌশল : প্রশ্নোত্তর, একক কাজ, দলীয় কাজ, তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, উপস্থাপনা ।

সেশন সংখ্যা : ৪

উপকরণ : পাঠ্যবইয়ের তৃতীয় অধ্যায়, ১ম পরিচ্ছেদ (শব্দের শ্রেণি ও বাক্যের শ্রেণি); সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী।

কার্যক্রম:

- শব্দের শ্রেণির ধারণা নিয়ে আলোচনা।
- পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত নমুনা অনুচ্ছেদ থেকে শ্রেণি অনুযায়ী ৮ ধরনের শব্দ (বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া, ক্রিয়াবিশেষণ, অনুসর্গ, যোজক, আবেগবাচক) শনাক্ত করা।
- বাক্যের শ্রেণির ধারণা নিয়ে আলোচনা।
- পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত নমুনা অনুচ্ছেদ থেকে শ্রেণি অনুযায়ী ৪ ধরনের বাক্য (বিবৃতিবাচক, প্রশ্নবাচক, অনুজ্ঞাবাচক ও আবেগবাচক) শনাক্ত করা।

সেশন: ১–২

- **শব্দের শ্রেণির ধারণা নিয়ে আলোচনা।**
- **পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত নমুনা অনুচ্ছেদ থেকে শ্রেণি অনুযায়ী ৮ ধরনের শব্দ শনাক্ত করা।**

শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের শব্দের শ্রেণি অনুচ্ছেদটি নীরবে পড়তে বলবেন। এ কাজের জন্য তাদের ১০-১৫ মিনিট সময় দেবেন। এরপর শব্দের ৮ ধরনের ধারণা (বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া, ক্রিয়াবিশেষণ, অনুসর্গ, যোজক, আবেগবাচক) নিয়ে তাদের কারো কোনো প্রশ্ন বা দ্বিধা আছে কি না তা জানতে চাইবেন এবং শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসার ভিত্তিতে তা নিয়ে আলোচনা করবেন।

আলোচনা শেষে একক কাজ হিসেবে শিক্ষার্থীদের আট শ্রেণির শব্দ চিহ্নিত করার জন্য শ্রেণি অনুযায়ী শব্দ আলাদা করি শিরোনামে প্রদত্ত নমুনা অনুচ্ছেদটি নীরবে পড়তে বলবেন এবং ছকে শব্দগুলো উল্লেখ করতে বলবেন। শিক্ষক নির্দেশ দেবেন যেন প্রত্যেকেই ৮ ধরনের শব্দের প্রতিটির অন্তত ৫টি করে শনাক্ত করার চেষ্টা করে। একক কাজের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দেবেন। একক কাজ শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সুবিধাজনক সদস্যের কয়েকটি ছোটো দলে বিভক্ত করবেন। উপস্থাপনার সুবিধার্থে ৮টি দল করা যেতে পারে। ছোটো দলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের কাজ মিলিয়ে ছকটি চূড়ান্ত করবে এবং উপস্থাপন করবে। নমুনা নির্দেশনা:

- প্রথমে প্রত্যেকে আট শ্রেণির শব্দ চিহ্নিত করার জন্য শ্রেণি অনুযায়ী শব্দ আলাদা করি শিরোনামে দেওয়া নমুনা অনুচ্ছেদটি নীরবে পড়বে এবং ছকে শব্দগুলো উল্লেখ করতে থাকবে। প্রত্যেকেই ৮ ধরনের শব্দের প্রতিটির অন্তত ৫টি করে শনাক্ত করার চেষ্টা করবে। যদি কোনো শ্রেণির ৫টি শব্দ অনুচ্ছেদে না থাকে তবে যে কয়টি পারো শনাক্ত করো। শনাক্তকৃত শব্দগুলো নিজেদের খাতায় বা ছকের শূন্যস্থানে লিখে রাখতে পারো। এ কাজের জন্য সময় ১৫ মিনিট।
- একক কাজ শেষে দলের সবার উত্তর মিলিয়ে একটি ছক চূড়ান্ত করবে। এটি একটি বিচ্ছিন্ন কাগজে লিখবে। এ কাজের জন্য সময় ১০ মিনিট।
- দলে ছক চূড়ান্ত করার কাজ শেষে একটি দল থেকে একজন সদস্য এক শ্রেণির শব্দের উপর তাদের কাজ উপস্থাপন করবে ও বাকি দলগুলো নিজেদের উত্তর মিলিয়ে নিতে থাকবে। সবগুলো দল ক্রমান্বয়ে ৮ শ্রেণির শব্দের উপর উপস্থাপন করবে।
- উপস্থাপন করা দলটি শ্রেণি অনুযায়ী যে শব্দ উল্লেখ করবে, তার চেয়ে ভিন্ন কোনো শব্দ অন্য দলগুলোর কাজে উঠে এলে তা উপস্থাপন শেষেই হাত তুলে জানাবে। যদি কোনো শব্দ শ্রেণি অনুযায়ী সঠিক মনে না হয় তবে তাও উল্লেখ করবে।
- এভাবে অনুচ্ছেদের শব্দগুলো ৮ শ্রেণির শব্দের কোনটির মধ্যে পড়ে তা সবাই মিলে আলোচনার মাধ্যমে আমরা সিদ্ধান্ত নেব।

** সময় বিবেচনায় ৮ শ্রেণির শব্দ চিহ্নিত করার জন্য ১টি সেশন বরাদ্দ রাখতে পারেন এবং পরবর্তী সেশনে দলীয়ভাবে চূড়ান্ত ছক প্রস্তুত করে উপস্থাপনা ও উপস্থাপনা পরবর্তী আলোচনা করতে পারেন।
অর্থাৎ, অনুচ্ছেদ থেকে বিশেষ্য শব্দ কোনগুলো তা নিয়ে একটি দল যখন উপস্থাপন শেষ করবে সাথে সাথেই অন্যদলগুলো আর কী কী ভিন্ন ধরনের বিশেষ্য শব্দ শনাক্ত করেছে তা উল্লেখ করবে। একইসাথে, উপস্থাপনার সময়ে কোনো শব্দ যদি বিশেষ্য বলে মনে না হয় তা নিয়েও আলোচনার সুযোগ তৈরি করবেন। এভাবে ক্রমান্বয়ে ৮ ধরনের শব্দ শনাক্ত করা নিয়ে শিক্ষার্থীরা উপস্থাপন করবে ও আলোচনা করবে। নিচের নমুনা উত্তরের ভিত্তিতে আলোচনাটি পরিচালনা করবেন।

নমুনা উত্তর: শ্রেণি অনুযায়ী শব্দ আলাদা করি

বিশেষ্য	বাংলাদেশ, জেলা, কক্সবাজার, পর্যটক, পৃথিবী,সমুদ্র-সৈকত, সৌন্দর্য, মানুষ, আনন্দ, বালি, ঘর, ক্যাপ্টেন হিরাম কক্স, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, অফিসার, পালংকি, পরিচালক, প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন, মোটেল, হোটেল, দোকান, জিনিসপত্র, হিমছড়ি পর্যটন কেন্দ্র, পাহাড়।
সর্বনাম	এর, তাদের, কেউ কেউ, তারা, তাঁর, যার।
বিশেষণ	সবচেয়ে, আকর্ষণীয়, একজন, ছোটো-বড়ো, বাহারি, সুন্দর, রোমাঞ্চকর, বৈচিত্র্যময়।
ক্রিয়া	আছড়ে পড়ে, এসেছে, ছিলেন, ছিল, নিযুক্ত হন, করা হয়, দেওয়া হয়, গড়ে উঠেছে, নির্মাণ করেছে, তৈরি হয়েছে, আছে, পাওয়া যায়, রয়েছে, বেড়াতে যায়।
ক্রিয়াবিশেষণ	জোরে জোরে, আনন্দে, প্রতিদিন।
অনুসর্গ	দিয়ে, থেকে, আগে, করে, কাছে, জন্য।
যোজক	আর, তবু, এছাড়া, ও, কি।
আবেগ	বাহ, আহা।

সেশন: ৩–৪

- **বাক্যের শ্রেণির ধারণা নিয়ে আলোচনা।**
- **পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত নমুনা অনুচ্ছেদ থেকে শ্রেণি অনুযায়ী ৪ ধরনের বাক্য শনাক্ত করা।**

শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের বাক্যের শ্রেণি অনুচ্ছেদটি নীরবে পড়তে বলবেন। এ কাজের জন্য তাদের ৫-৭ মিনিট সময় দেবেন। এরপর বাক্যের ৪ ধরনের শ্রেণির ধারণা (বিবৃতিবাচক, প্রশ্নবাচক, অনুজ্ঞাবাচক ও আবেগবাচক) নিয়ে তাদের কারো কোনো প্রশ্ন বা দ্বিধা আছে কি না তা জানতে চাইবেন এবং শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসার ভিত্তিতে তা নিয়ে আলোচনা করবেন।

আলোচনা শেষে একক কাজ হিসেবে শিক্ষার্থীদের চার শ্রেণির বাক্য চিহ্নিত করার জন্য শ্রেণি অনুযায়ী বাক্য আলাদা করি শিরোনামে প্রদত্ত নমুনা অনুচ্ছেদটি নীরবে পড়তে বলবেন এবং ছকে বাক্যগুলো উল্লেখ করতে বলবেন। শিক্ষক নির্দেশ দেবেন যেন প্রত্যেকেই চার ধরনের বাক্যের প্রতিটির অন্তত ১টি করে শনাক্ত করার চেষ্টা করে। একক কাজের জন্য সময় নির্দিষ্ট করে দেবেন। একক কাজ শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সুবিধাজনক সদস্যের কয়েকটি ছোটো দলে বিভক্ত করবেন। ছোটো দলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের কাজ মিলিয়ে ছকটি চূড়ান্ত করবে এবং উপস্থাপন করবে। নমুনা নির্দেশনা:

- প্রথমে প্রত্যেকে চার শ্রেণির বাক্য চিহ্নিত করার জন্য শ্রেণি অনুযায়ী বাক্য আলাদা করি শিরোনামে প্রদত্ত নমুনা অনুচ্ছেদটি নীরবে পড়বে এবং ছকে বাক্য উল্লেখ করতে থাকবে। প্রত্যেকেই ৪ ধরনের বাক্যের প্রতিটির অন্তত ১টি করে শনাক্ত করার চেষ্টা করবে। শনাক্তকৃত বাক্য নিজেদের খাতায় বা ছকের শূন্যস্থানে লিখে রাখতে পারো। এ কাজের জন্য সময় ১৫ মিনিট।
- একক কাজ শেষে দলের সবার উত্তর মিলিয়ে একটি ছক চূড়ান্ত করবে। এটি একটি বিচ্ছিন্ন কাগজে লিখবে। এ কাজের জন্য সময় ১০ মিনিট। (সময় বিবেচনায় এ কাজটি পরবর্তী দিনের ক্লাসে করা যাবে)
- দলে ছক চূড়ান্ত করার কাজ শেষে একটি দল থেকে একজন সদস্য যে কোনো এক শ্রেণির বাক্যের উপর তাদের কাজ উপস্থাপন করবে ও বাকি দলগুলো নিজেদের উত্তর মিলিয়ে নিতে থাকবে। ক্রমান্বয়ে চারটি দল ৪ শ্রেণির বাক্যের উপর উপস্থাপন করবে।
- উপস্থাপন করা দলটি শ্রেণি অনুযায়ী যে বাক্য উল্লেখ করবে, তার চেয়ে ভিন্ন কোনো বাক্য অন্য দলগুলোর কাজে উঠে এলে তা উপস্থাপন শেষেই হাত তুলে জানাবে। যদি কোনো বাক্য শ্রেণি অনুযায়ী সঠিক মনে না হয় তবে তাও উল্লেখ করবে।
- এভাবে করে অনুচ্ছেদের বাক্যগুলো ৪ শ্রেণির বাক্যের কোনটির মধ্যে পড়ে তা সবাই মিলে আলোচনার মাধ্যমে আমরা সিদ্ধান্ত নেব।

অর্থাৎ, অনুচ্ছেদ থেকে বিবৃতিবাচক বাক্য কোনগুলো তা নিয়ে ১ম দল যখন উপস্থাপন শেষ করবে সাথে সাথেই অন্যদলগুলো আর কী কী ভিন্ন ধরনের বিবৃতিবাচক বাক্য শনাক্ত করেছে তা উল্লেখ করবে। একইসাথে, উপস্থাপনার সময়ে কোনো বাক্য যদি বিবৃতিবাচক বলে মনে না হয় তা নিয়েও আলোচনার সুযোগ তৈরি করবেন। এভাবে ক্রমান্বয়ে ৪ ধরনের বাক্য শনাক্ত করা নিয়ে শিক্ষার্থীরা উপস্থাপন করবে ও আলোচনা করবে। নিচের নমুনা উত্তরের ভিত্তিতে আলোচনাটি পরিচালনা করবেন।

নমুনা উত্তর: শ্রেণি অনুযায়ী বাক্য আলাদা করি

বিবৃতিবাচক বাক্য	বিকাল সাড়ে চারটায় সবার মাঠে আসার কথা। আজ কোনো খেলা হবে না, জরুরি সভা হবে। ইমনদের পুরাতন ভিটায় একটা পোড়োবাড়ি আছে। সেখানে কয়েকদিন ধরে কিছু অপরিচিত লোকের আনাগোনা দেখা যাচ্ছে। কামাল বলছিল, 'ওখানে গুপ্তধন থাকতে পারে।' আসলেই কোনো গুপ্তধন আছে কি না, তা যাচাই করার জন্য অভিযানের প্রস্তাব দিয়েছিল কামাল। ইমনদের পোড়োবাড়িতে কবে এবং কীভাবে অভিযান চালানো হবে, তা নিয়ে আলোচনার জন্যই আজকের সভা। আমার অবশ্য খানিক ভয় ভয় করছে। তাছাড়া লোকগুলো হয়তো গুপ্তধন খুঁজতে আসেনি, অন্য কাজে এসেছে। তবু সেখানে যেতে আমার ভয় করবে। দিনের বেলাতেও বাড়ির ভিতরটা অন্ধকার হয়ে থাকে। সেখানে এমনিতেই সহজে কেউ ঢুকতে চায় না।
প্রশ্নবাচক বাক্য	'কী রে ইমন, ওই বাড়িতে গুপ্তধন আছে নাকি?' তবে ঠিক তারা প্রশ্ন করবে, 'এখানে কী করছো তোমরা?' তখন আমরা কী উত্তর দেবো?
অনুজ্ঞাবাচক বাক্য	'চল, আমরাই খোঁজ করে দেখি। গুপ্তধন থাকলে ঠিক খুঁজে পাব।' 'এখানে আর আসবে না। যাও, চলে যাও।'
আবেগবাচক বাক্য	'তাই নাকি! আমি তো জানি না।' অপরিচিত লোকগুলো যদি ঠিক গুপ্তধন খুঁজতে আসে! যদি আমাদের সাথে ওদের দেখা হয়ে যায়! যে পুরাতন বাড়ি! বাড়ির চারপাশে কত বড়ো বড়ো গাছ!

২য় পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ৪: শব্দের গঠন

এই শিখন-অভিজ্ঞতায় এমন কিছু কার্যক্রম পরিকল্পনা করা হয়েছে যেন শিক্ষার্থীরা বাক্যে বাংলা শব্দ গঠনের প্রধান তিন প্রক্রিয়া সমাস, উপসর্গ ও প্রত্যয়ের ব্যবহার শনাক্ত করতে পারে এবং পার্থক্য করতে পারে।

কৌশল : প্রশ্নোত্তর, একক কাজ, দলীয় কাজ, তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, উপস্থাপনা ।

সেশন সংখ্যা : ৯

উপকরণ : পাঠ্যবইয়ের তৃতীয় অধ্যায়, ২য় পরিচ্ছেদ (শব্দের গঠন); সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী।

কার্যক্রম:

নমুনা ১ (সমাস-সাধিত শব্দ)

- নমুনা অনুচ্ছেদ ও পাঠ্যবইয়ের অংশবিশেষ থেকে সমাস-সাধিত শব্দ শনাক্ত করা ও বানানো।
- নিজে থেকে অনুচ্ছেদ প্রস্তুত করে সেখানে সমাস-সাধিত শব্দ থাকলে তা চিহ্নিত করা।

নমুনা ২ (উপসর্গ-সাধিত শব্দ)

- মুনা অনুচ্ছেদ ও পাঠ্যবইয়ের অংশবিশেষ থেকে উপসর্গ-সাধিত শব্দ শনাক্ত করা ও বানানো।
- নিজে থেকে অনুচ্ছেদ প্রস্তুত করে সেখানে উপসর্গ-সাধিত শব্দ থাকলে তা চিহ্নিত করা।

নমুনা ৩ (প্রত্যয়-সাধিত শব্দ)

- নমুনা অনুচ্ছেদ ও পাঠ্যবইয়ের অংশবিশেষ থেকে প্রত্যয়-সাধিত শব্দ শনাক্ত করা ও বানানো।
- নিজে থেকে অনুচ্ছেদ প্রস্তুত করে সেখানে প্রত্যয়-সাধিত শব্দ থাকলে তা চিহ্নিত করা।

শব্দগঠনের প্রক্রিয়া নিয়ে সমাস, উপসর্গ, ও প্রত্যয় নিয়ে নির্ধারিত কাজগুলো একই ধরনের তাই শিক্ষার্থীরা যেন একঘেয়ে না হয়ে ওঠে তাই একটানা না করিয়ে মাঝে মাঝে অন্য অধ্যায়/পরিচ্ছেদের কার্যক্রম পরিচালনার পরামর্শ দেওয়া হলো।

নমুনা ১: সমাস-সাধিত শব্দ

সেশন: ১–২

- **নমুনা অনুচ্ছেদ ও পাঠ্যবইয়ের অংশবিশেষ থেকে সমাস-সাধিত শব্দ শনাক্ত করা ও বানানো।**

১ম ধাপ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সুবিধাজনক সংখ্যক সদস্যের কয়েকটি ছোটো দলে বিভক্ত করবেন। এরপর তৃতীয় অধ্যায়ের ২য় পরিচ্ছেদে দেওয়া নমুনা ১ থেকে ভাঙলে দুটি অংশ পাওয়া যায়, যার প্রতিটি আলাদাভাবে অর্থযুক্ত এমন শব্দগুলো খুঁজে বের করার কাজ দেবেন।

এ কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষে যে কোনো একটি দল তাদের কাজ উপস্থাপন করবে এবং উপস্থাপনা শেষে অন্য দলগুলো তাদের প্রস্তুত করা উত্তর মিলিয়ে নেবে ও ভিন্নমত থাকলে তা উল্লেখ করবে। দলীয় কাজ চলাকালে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন। শিক্ষার্থীরা কীভাবে ধাপে ধাপে কাজটি করবে ও উপস্থাপনা করবে সে ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- দলীয় কাজের মাধ্যমে তৃতীয় অধ্যায়ের ২য় পরিচ্ছেদে দেওয়া নমুনা ১ থেকে ভাঙলে দুটি অংশ পাওয়া যায়, যার প্রতিটি আলাদাভাবে অর্থযুক্ত এমন শব্দগুলো খুঁজে বের করো। শব্দগুলো খাতায় বা বইয়ের নির্দিষ্ট ফাঁকা স্থানে লিখতে পারো। শব্দটি ভাঙার পর আলাদা কোন কোন শব্দ পেলে তাও উল্লেখ করবে।
- অনুচ্ছেদ থেকে শব্দ শনাক্ত করার কাজ শেষে যে কোনো দল থেকে একজন সদস্য তাদের কাজ উপস্থাপন করবে ও বাকি দলগুলো নিজেদের উত্তর মিলিয়ে নিতে থাকবে।
- পস্থাপন করা দলটি যে শব্দ উল্লেখ করবে, তার চেয়ে ভিন্ন কোনো শব্দ অন্য দলগুলোর কাজে উঠে এলে তা উপস্থাপন শেষে হাত তুলে জানাবে। যদি কোনো শব্দ শর্ত অনুযায়ী সঠিক মনে না হয় তবে তাও উল্লেখ করবে।
- এভাবে, ভাঙলে দুটি অর্থবোধক অংশ পাওয়া যায়, অনুচ্ছেদে এমন শব্দ কোনগুলো তা সবাই মিলে আলোচনার মাধ্যমে আমরা সিদ্ধান্ত নেব।

এরপর, শিক্ষক পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত সমাস বিষয়ক ধারণা ও নমুনা উত্তর নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবেন এবং উল্লেখ করবেন যে এতক্ষণ তারা যে কাজটি করছিল তা ছিল সমাস-সাধিত শব্দ খুঁজে বের করা। সমাস-সাধিত শব্দের ধারণা এবং প্রদত্ত উদাহরণ নিয়ে তাদের কোনো জিজ্ঞাসা বা ভিন্নমত থাকলে তা নিয়ে আলোচনা করবেন।

নমুনা উত্তর: সমাস-সাধিত শব্দ (নমুনা ১)

রেলগাড়ি, রেললাইন, দেশে-বিদেশে, যানবাহন, জনপ্রিয়, ছেলেবুড়ো, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, কুঁড়েঘর, ধানখেত, নীলাকাশ, ডিমসিদ্ধ, ঝালমুড়ি, চিড়াভাজা, পত্র-পত্রিকা, একতারা, পল্লিগীতি, হাততালি, রেল-ভ্রমণ

২য় ধাপ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে পাঠ্যবইয়ের ‘সমাস-সাধিত শব্দ বানাই’ অনুশীলনী অনুযায়ী বাম ও ডান কলামের পৃথক শব্দ মিলিয়ে ভিন্ন কিছু শব্দ তৈরি করার নির্দেশ দেবেন। এ কাজের জন্য তিনি ১০-১৫ মিনিট সময় নির্দিষ্ট করে দেবেন। একক কাজ চলাকালে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষে যে কোনো একজন শিক্ষার্থীকে তার কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন ও বাকিদের তা শুনে নিজেদের উত্তরের সাথে মিলিয়ে নিতে বলবেন। একইসাথে উপস্থাপন করা শিক্ষার্থীর উত্তর নিয়ে ভিন্নমত থাকলে তা হাত তুলে জানাতে বলবেন। ১ম শিক্ষার্থীর উপস্থাপনার চেয়ে অন্য কোনো শিক্ষার্থী যদি ভিন্ন শব্দ তৈরি করে তবে তাকেও উপস্থাপন করার সুযোগ দেবেন ও পূর্বের ন্যায় বাকিদের মিলিয়ে নিতে বলবেন। প্রয়োজন হলে শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা শেষে নিচের নমুনা উত্তরের আলোকে আরো অতিরিক্ত শব্দ আলোচনায় যুক্ত করবেন।

নমুনা উত্তর: সমাস-সাধিত শব্দ বানাই

ফুলবাগান, ফুলগাছ, ফলগাছ, গোলাপবাগান, গোলাপজল, গোলাপগাছ, জীবজগৎ, প্রাণীবিজ্ঞান, বইঘর, বই-খাতা, বই-পুস্তক, পাঠ্যপুস্তক, পাঠ্যবই, ঠেলাগাড়ি, সবজিবাগান, আলুভর্তা

নোট: শিক্ষক চাইলে পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীতে প্রদত্ত শব্দের বাইরে আরো অতিরিক্ত শব্দ যুক্ত করে শিক্ষার্থীদের এ অনুশীলনীটি করাতে পারেন।

৩য় ধাপ

সেশন: ৩

- **নিজে থেকে অনুচ্ছেদ প্রস্তুত করে সেখানে সমাস-সাধিত শব্দ থাকলে তা চিহ্নিত করা ও বানানো।**

'অনুচ্ছেদ লিখে সমাস-সাধিত শব্দ খুঁজি' অনুশীলনী অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে যে কোনো একটি বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ প্রস্তুত করে আনতে নির্দেশ দেবেন যেখানে তারা সমাস-সাধিত শব্দগুলো নিচে দাগ দিয়ে শনাক্ত করে রাখবে। আগে লেখা কোনো অনুচ্ছেদ থেকে থাকলে সেটি নিয়েও শিক্ষার্থীরা কাজটি করতে পারবে। এ কাজটি তারা ক্লাসে বসে বা প্রযোজ্য হলে বাড়িতে বসে প্রাথমিক খসড়া তৈরি করে আনবে।

এরপর ক্লাসে শিক্ষার্থীরা ছোটো দলে একে অপরের সাথে আলোচনা করবে এবং নিজেরাই মূল্যায়ন করবে সমাস-সাধিত শব্দগুলো সঠিকভাবে শনাক্ত করতে পেরেছে কিনা। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন, তাদের জানিয়ে রাখবেন যে কোথাও বিভ্রান্তি হলে তাকে জানাতে এবং সে অনুযায়ী তিনি সহায়তা করবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- প্রত্যেকে যে কোনো একটি বিষয় নিয়ে ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ প্রস্তুত করো। এবার অনুচ্ছেদটিতে যদি সমাস-সাধিত শব্দ থাকে সেগুলো নিচে দাগ দিয়ে শনাক্ত করো। আগে লেখা কোনো অনুচ্ছেদ থেকে থাকলে সেটি নিয়েও এ কাজ করতে পারো। অনুচ্ছেদ তৈরি ও সমাস-সাধিত শব্দ শনাক্ত করার জন্য সময় ২০ মিনিট।
- লেখা শেষ হলে তোমার লেখা অনুচ্ছেদে কী কী সমাস-সাধিত শব্দ পেলে তা দলের সদস্যদের সাথে শেয়ার করো। তোমার শনাক্তকৃত শব্দগুলো আসলেই সমাস-সাধিত কি না সে ব্যাপারে বন্ধুদের মতামত শোনো। একইভাবে বন্ধুদের শনাক্ত করা শব্দ নিয়ে তোমার মতামত থাকলে জানাও। কোনো ব্যাপারে জিজ্ঞাসা বা দ্বিধা থাকলে আমাকে জানাবে। দলে শেয়ার করা ও মতামত জানানোর জন্য সময় ১৫ মিনিট।

কোনো দলে এক/একাধিক শব্দ আসলেই সমাস-সাধিত কি না, এ ব্যাপারে দ্বিধা দেখা গেলে সে শব্দগুলো নিয়ে পুরো ক্লাসের সবার সাথে আলোচনা করবেন, অন্যদের মতামত শুনবেন ও সঠিক উত্তর আলোচনায় নির্ধারিত না হলে জানিয়ে দেবেন।

নমুনা ২: উপসর্গ-সাধিত শব্দ

সেশন: ৪–৫

- **নমুনা অনুচ্ছেদ ও পাঠ্যবইয়ের অংশবিশেষ থেকে উপসর্গ-সাধিত শব্দ শনাক্ত করা ও বানানো।**

১ম ধাপ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সুবিধাজনক সংখ্যক সদস্যের কয়েকটি ছোটো দলে বিভক্ত করবেন। এরপর তৃতীয় অধ্যায়ের ২য় পরিচ্ছেদে দেওয়া নমুনা ২ থেকে প্রথম অংশের নির্দিষ্ট কোনো অর্থ নেই, কিন্তু দ্বিতীয় অংশের অর্থ আছে এমন শব্দগুলো খুঁজে বের করার কাজ দেবেন। এ কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষে যে কোনো একটি দল তাদের কাজ উপস্থাপন করবে এবং উপস্থাপনা শেষে অন্যদলগুলো তাদের প্রস্তুত করা উত্তর মিলিয়ে নেবে ও ভিন্নমত থাকলে তা উল্লেখ করবে। দলীয় কাজ চলাকালে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন। শিক্ষার্থীরা কীভাবে ধাপে ধাপে কাজটি করবে ও উপস্থাপনা করবে সে ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- দলীয় কাজের মাধ্যমে তৃতীয় অধ্যায়ের ২য় পরিচ্ছেদে দেওয়া নমুনা ২ থেকে প্রথম অংশের নির্দিষ্ট কোনো অর্থ নেই, কিন্তু দ্বিতীয় অংশের অর্থ আছে এমন শব্দগুলো খুঁজে বের করো। শব্দগুলো খাতায় বা বইয়ের নির্দিষ্ট ফাঁকা স্থানে লিখতে পারো। শব্দটি ভাঙার পর, অর্থ ছাড়া ও অর্থসহ কী কী অংশ পেলে তাও উল্লেখ করবে।

  অর্থাৎ, অভাব= অ+ভাব, এভাবে লিখবে। এ কাজের জন্য সময় ১০ মিনিট।

- অনুচ্ছেদ থেকে শব্দ শনাক্ত করার কাজ শেষে যে কোনো দল থেকে একজন সদস্য তাদের কাজ উপস্থাপন করবে ও বাকি দলগুলো নিজেদের উত্তর মিলিয়ে নিতে থাকবে।
- উপস্থাপন করা দলটি যে শব্দ উল্লেখ করবে, তার চেয়ে ভিন্ন কোনো শব্দ অন্য দলগুলোর কাজে উঠে এলে তা উপস্থাপন শেষে হাত তুলে জানাবে। যদি কোনো শব্দ শর্ত অনুযায়ী সঠিক মনে না হয় তবে তাও উল্লেখ করবে।
- এভাবে, ভাঙলে প্রথম অংশের অর্থ নেই কিন্তু দ্বিতীয় অংশের অর্থ আছে, অনুচ্ছেদের এমন শব্দ কোনগুলো তা সবাই মিলে আলোচনার মাধ্যমে আমরা সিদ্ধান্ত নেব।

এরপর, শিক্ষক পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত উপসর্গ বিষয়ক ধারণা ও নমুনা উত্তর নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবেন এবং উল্লেখ করবেন যে এতক্ষন তারা যে কাজটি করছিল তা ছিল উপসর্গ-সাধিত শব্দ খুঁজে বের করা। উপসর্গ-সাধিত শব্দের ধারণা এবং প্রদত্ত উদাহরণ নিয়ে তাদের কোনো জিজ্ঞাসা বা ভিন্নমত থাকলে তা নিয়ে আলোচনা করবেন।

নমুনা উত্তর: উপসর্গ-সাধিত শব্দ (নমুনা ২)

উপহার, প্রতিদিন, বিশেষ, নিঃসন্দেহ, নিখাদ, অচেনা, অজানা, পরাজয়, প্রতিযোগিতা, অবস্থান, সুকীর্তি, অবদান, সম্মান, উপভোগ, আজীবন

২য় ধাপ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে পাঠ্যবইয়ের 'উপসর্গ দিয়ে শব্দ বানাই' অনুশীলনী অনুযায়ী বাম ও ডান কলামের পৃথক শব্দ মিলিয়ে ভিন্ন কিছু শব্দ তৈরি করার নির্দেশ দেবেন। এ কাজের জন্য তিনি ১০-১৫ মিনিট সময় নির্দিষ্ট করে দেবেন। একক কাজ চলাকালে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষে যে কোনো একজন শিক্ষার্থীকে তার কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন ও বাকিদের তা শুনে নিজেদের উত্তরের সাথে মিলিয়ে নিতে বলবেন। একইসাথে উপস্থাপন করা শিক্ষার্থীর উত্তর নিয়ে ভিন্নমত থাকলে তা হাত তুলে জানাতে বলবেন। ১ম শিক্ষার্থীর উপস্থাপনার চেয়ে অন্য কোনো শিক্ষার্থী যদি ভিন্ন শব্দ তৈরি করে তবে তাকেও উপস্থাপন করার সুযোগ দেবেন ও পূর্বের ন্যায় বাকিদের মিলিয়ে নিতে বলবেন। প্রয়োজন হলে শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা শেষে নিচের নমুনা উত্তরের আলোকে আরো অতিরিক্ত শব্দ আলোচনায় যুক্ত করবেন।

নমুনা উত্তর: উপসর্গ দিয়ে শব্দ বানাই

বিফল, সফল, কুফল, সুফল, বিজয়, অজয়, পরাজয়, সুযোগ, উপযোগ, বেখেয়াল, বিকাল, সকাল, অকাল, আকাল, বেখেয়াল, আজন্ম, বিকার, বেকার, আকার, প্রকার, উপকার, উপগ্রহ, বিশেষ, অশেষ, আবৃত্তি, প্রবৃত্তি, উপবৃত্তি

নোট: শিক্ষক চাইলে পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীতে প্রদত্ত শব্দের বাইরে আরো অতিরিক্ত শব্দ যুক্ত করে শিক্ষার্থীদের এ অনুশীলনীটি করাতে পারেন।

৩য় ধাপ

সেশন: ৬

- **নিজে থেকে অনুচ্ছেদ প্রস্তুত করে সেখানে উপসর্গ-সাধিত শব্দ থাকলে তা চিহ্নিত করা।**

'অনুচ্ছেদ লিখে উপসর্গ-সাধিত শব্দ খুঁজি' অনুশীলনী অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে যে কোনো একটি বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ প্রস্তুত করে আনতে নির্দেশ দেবেন যেখানে তারা উপসর্গ-সাধিত শব্দগুলো নিচে দাগ দিয়ে শনাক্ত করে রাখবে। আগে লেখা কোনো অনুচ্ছেদ থেকে থাকলে সেটি নিয়েও শিক্ষার্থীরা কাজটি করতে পারবে। এ কাজটি তারা ক্লাসে বসে বা প্রযোজ্য হলে বাড়িতে বসে প্রাথমিক খসড়া তৈরি করে আনবে। এরপর ক্লাসে শিক্ষার্থীরা ছোটো দলে একে অপরের সাথে আলোচনা করবে এবং নিজেরাই মূল্যায়ন করবে উপসর্গ-সাধিত শব্দগুলো সঠিকভাবে শনাক্ত করতে পেরেছে কিনা। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন, তাদের জানিয়ে রাখবেন যে কোথাও বিভ্রান্তি হলে তাকে জানাতে এবং সে অনুযায়ী তিনি সহায়তা করবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- প্রত্যেকে যে কোনো একটি বিষয় নিয়ে ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ প্রস্তুত করো। এবার অনুচ্ছেদটিতে যদি উপসর্গ-সাধিত শব্দ থাকে সেগুলো নিচে দাগ দিয়ে শনাক্ত করো। আগে লেখা কোনো অনুচ্ছেদ থেকে থাকলে সেটি নিয়েও এ কাজ করতে পারো। অনুচ্ছেদ তৈরি ও উপসর্গ-সাধিত শব্দ শনাক্ত করার জন্য সময় ২০ মিনিট।
- লেখা শেষ হলে তোমার লেখা অনুচ্ছেদে কী কী উপসর্গ-সাধিত শব্দ পেলে তা দলের সদস্যদের সাথে শেয়ার করো। তোমার শনাক্তকৃত শব্দগুলো আসলেই উপসর্গ-সাধিত কি না সে ব্যাপারে বন্ধুদের মতামত শোনো। একইভাবে বন্ধুদের শনাক্ত করা শব্দ নিয়ে তোমার মতামত থাকলে জানাও। কোনো ব্যাপারে জিজ্ঞাসা বা দ্বিধা থাকলে আমাকে জানাবে। দলে শেয়ার করা ও মতামত জানানোর জন্য সময় ১৫ মিনিট।

কোনো দলে এক/একাধিক শব্দ আসলেই উপসর্গ-সাধিত কি না, এ ব্যাপারে দ্বিধা দেখা গেলে সে শব্দগুলো নিয়ে পুরো ক্লাসের সবার সাথে আলোচনা করবেন, অন্যদের মতামত শুনবেন ও সঠিক উত্তর আলোচনায় নির্ধারিত না হলে জানিয়ে দেবেন।

নমুনা ৩: প্রত্যয়-সাধিত শব্দ

সেশন: ৭–৮

- **নমুনা অনুচ্ছেদ ও পাঠ্যবইয়ের অংশবিশেষ থেকে প্রত্যয়-সাধিত শব্দ শনাক্ত করা ও বানানো।**

১ম ধাপ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সুবিধাজনক সংখ্যক সদস্যের কয়েকটি ছোটো দলে বিভক্ত করবেন। এরপর তৃতীয় অধ্যায়ের ২য় পরিচ্ছেদে দেওয়া নমুনা ৩ থেকে প্রথম অংশের অর্থ আছে, কিন্তু দ্বিতীয় অংশের অর্থ নেই এমন শব্দগুলো খুঁজে বের করার কাজ দেবেন। এ কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষে যে কোনো একটি দল তাদের কাজ উপস্থাপন করবে এবং উপস্থাপনা শেষে অন্যদলগুলো তাদের প্রস্তুত করা উত্তর মিলিয়ে নেবে ও ভিন্নমত থাকলে তা উল্লেখ করবে। দলীয় কাজ চলাকালে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন। শিক্ষার্থীরা কীভাবে ধাপে ধাপে কাজটি করবে ও উপস্থাপনা করবে সে ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- দলীয় কাজের মাধ্যমে তৃতীয় অধ্যায়ের ২য় পরিচ্ছেদে দেওয়া নমুনা ৩ থেকে প্রথম অংশের অর্থ আছে, কিন্তু দ্বিতীয় অংশের অর্থ নেই এমন শব্দগুলো খুঁজে বের করে খাতায় বা বইয়ের নির্দিষ্ট ফাঁকা স্থানে লিখতে পারো। শব্দটি ভাঙার পর, অর্থ সহ ও অর্থ ছাড়া কী কী অংশ পেলে তাও উল্লেখ করবে।
  অর্থাৎ, দোকানদার= দোকান+দার, এভাবে লিখবে। এ কাজের জন্য সময় ১০ মিনিট।

- অনুচ্ছেদ থেকে শব্দ শনাক্ত করার কাজ শেষে যে কোনো দল থেকে একজন সদস্য তাদের কাজ উপস্থাপন করবে ও বাকি দলগুলো নিজেদের উত্তর মিলিয়ে নিতে থাকবে।
- উপস্থাপন করা দলটি যে শব্দ উল্লেখ করবে, তার চেয়ে ভিন্ন কোনো শব্দ অন্য দলগুলোর কাজে উঠে এলে তা উপস্থাপন শেষে হাত তুলে জানাবে। যদি কোনো শব্দ শর্ত অনুযায়ী সঠিক মনে না হয় তবে তাও উল্লেখ করবে।
- এভাবে ভাঙলে প্রথম অংশের অর্থ থাকে কিন্তু দ্বিতীয় অংশের অর্থ থাকে না, অনুচ্ছেদের এমন শব্দ কোনগুলো তা সবাই মিলে আলোচনার মাধ্যমে আমরা সিদ্ধান্ত নেব।

এরপর, শিক্ষক পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত প্রত্যয় বিষয়ক ধারণা ও নমুনা উত্তর নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবেন এবং উল্লেখ করবেন যে এতক্ষন তারা যে কাজটি করছিল তা ছিল প্রত্যয়-সাধিত শব্দ খুঁজে বের করা। প্রত্যয়-সাধিত শব্দের ধারণা এবং প্রদত্ত উদাহরণ নিয়ে তাদের কোনো জিজ্ঞাসা বা ভিন্নমত থাকলে তা নিয়ে আলোচনা করবেন।

নমুনা উত্তর: প্রত্যয়-সাধিত শব্দ (নমুনা ৩)

খেলা, চানাচুরওয়ালা, রঙিন, হাতা, মানানসই, ছাত্রী, ছেঁড়া, ভাঙা, খেলনা, দামি, মধুর, হাসি, বুদ্ধিমান, দয়ালু, সরলতা

২য় ধাপ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে পাঠ্যবইয়ের 'প্রত্যয় দিয়ে শব্দ বানাই' অনুশীলনী অনুযায়ী বাম ও ডান কলামের পৃথক শব্দ মিলিয়ে ভিন্ন কিছু শব্দ তৈরি করার নির্দেশ দেবেন। এ কাজের জন্য তিনি ১০-১৫ মিনিট সময় নির্দিষ্ট করে দেবেন। একক কাজ চলাকালে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের অতিরিক্ত নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষে যে কোনো একজন শিক্ষার্থীকে তার কাজ উপস্থাপন করতে বলবেন ও বাকিদের তা শুনে নিজেদের উত্তরের সাথে মিলিয়ে নিতে বলবেন। একইসাথে উপস্থাপন করা শিক্ষার্থীর উত্তর নিয়ে ভিন্নমত থাকলে তা হাত তুলে জানাতে বলবেন। ১ম শিক্ষার্থীর উপস্থাপনার চেয়ে অন্য কোনো শিক্ষার্থী যদি ভিন্ন শব্দ তৈরি করে তবে তাকেও উপস্থাপন করার সুযোগ দেবেন ও পূর্বের ন্যায় বাকিদের মিলিয়ে নিতে বলবেন। প্রয়োজন হলে শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা শেষে নিচের নমুনা উত্তরের আলোকে আরো অতিরিক্ত শব্দ আলোচনায় যুক্ত করবেন।

নমুনা উত্তর: প্রত্যয় দিয়ে শব্দ বানাই

ঢাকাই, ফুলদানি, ফুলওয়ালা, করা, করণীয়, দয়াবান, কলমদানি, দরিদ্রতা, গুরুত্ব, বুদ্ধিমান, চলা, চলনসই, চলমান, পাহারাদার

নোট: শিক্ষক চাইলে পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীতে প্রদত্ত শব্দের বাইরে আরো অতিরিক্ত শব্দ যুক্ত করে শিক্ষার্থীদের এ অনুশীলনীটি করাতে পারেন।

সেশন: ৯

- **নিজে থেকে অনুচ্ছেদ প্রস্তুত করে সেখানে প্রত্যয়-সাধিত শব্দ থাকলে তা চিহ্নিত করা।**

'অনুচ্ছেদ লিখে প্রত্যয়-সাধিত শব্দ খুঁজি' অনুশীলনী অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে যে কোনো একটি বিষয়ের উপর সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ প্রস্তুত করে আনতে নির্দেশ দেবেন যেখানে তারা প্রত্যয়-সাধিত শব্দগুলো নিচে দাগ দিয়ে শনাক্ত করে রাখবে। আগে লেখা কোনো অনুচ্ছেদ থেকে থাকলে সেটি নিয়েও শিক্ষার্থীরা কাজটি করতে পারবে। কাজটি তারা ক্লাসে বসে বা প্রযোজ্য হলে বাড়িতে বসে প্রাথমিক খসড়া তৈরি করে আনবে। এরপর ক্লাসে শিক্ষার্থীরা ছোটো দলে একে অপরের সাথে আলোচনা করবে এবং নিজেরাই মূল্যায়ন করবে প্রত্যয়-সাধিত শব্দগুলো সঠিকভাবে শনাক্ত করতে পেরেছে কিনা। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন, তাদের জানিয়ে রাখবেন যে কোথাও বিভ্রান্তি হলে তাকে জানাতে এবং সে অনুযায়ী তিনি সহায়তা করবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- প্রত্যেকে যে কোনো একটি বিষয় নিয়ে ১০০-১৫০ শব্দের মধ্যে একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ প্রস্তুত করো। এবার অনুচ্ছেদটিতে যদি প্রত্যয়-সাধিত শব্দ থাকে সেগুলো নিচে দাগ দিয়ে শনাক্ত করো। আগে লেখা কোনো অনুচ্ছেদ থেকে থাকলে সেটি নিয়েও এ কাজ করতে পারো। অনুচ্ছেদ তৈরি ও প্রত্যয়-সাধিত শব্দ শনাক্ত করার জন্য সময় ২০ মিনিট।
- লেখা শেষ হলে তোমার লেখা অনুচ্ছেদে কী কী প্রত্যয়-সাধিত শব্দ পেলে তা দলের সদস্যদের সাথে শেয়ার করো। তোমার শনাক্তকৃত শব্দগুলো আসলেই প্রত্যয়-সাধিত কি না সে ব্যাপারে বন্ধুদের মতামত শোনো। একইভাবে বন্ধুদের শনাক্ত করা শব্দ নিয়ে তোমার মতামত থাকলে জানাও। কোনো ব্যাপারে জিজ্ঞাসা বা দ্বিধা থাকলে আমাকে জানাবে। দলে শেয়ার করা ও মতামত জানানোর জন্য সময় ১৫ মিনিট।

কোনো দলে এক/একাধিক শব্দ আসলেই প্রত্যয়-সাধিত কি না, এ ব্যাপারে দ্বিধা দেখা গেলে সে শব্দগুলো নিয়ে পুরো ক্লাসের সবার সাথে আলোচনা করবেন, অন্যদের মতামত শুনবেন ও সঠিক উত্তর আলোচনায় নির্ধারিত না হলে জানিয়ে দেবেন।

৩য় পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ৫: শব্দের অর্থ

এই শিখন-অভিজ্ঞতায় এমন কিছু কার্যক্রম পরিকল্পনা করা হয়েছে যেন শিক্ষার্থীরা শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার, প্রতিশব্দ ও বিপরীত শব্দ সম্পর্কে ধারণা পায় এবং বাক্যে এগুলোর প্রয়োগ করতে পারে।

কৌশল : প্রশ্নোত্তর, একক কাজ, দলীয় কাজ, তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, উপস্থাপনা ।

সেশন সংখ্যা : ৬

উপকরণ : পাঠ্যবইয়ের তৃতীয় অধ্যায় ২য় পরিচ্ছেদ (শব্দের অর্থ); সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী।

কার্যক্রম:

একই শব্দের বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার

- একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার এর ধারণা নিয়ে আলোচনা।
- বাক্যে শব্দের মুখ্য অর্থ এবং গৌণ অর্থের প্রয়োগ করা।

প্রতিশব্দ

- পাঠ্য বইয়ে দেওয়া শব্দের তালিকা থেকে প্রতিশব্দ আলাদা করা।
- প্রতিশব্দের তালিকা নিয়ে আলোচনা এবং অনুচ্ছেদে প্রতিশব্দের প্রয়োগ।

বিপরীত শব্দ

- বাক্যের অর্থ পরিবর্তন করে বিপরীত শব্দের প্রয়োগ এবং বিপরীত শব্দের তালিকা নিয়ে আলোচনা।
- বাক্যের অর্থ পরিবর্তন না করে বিপরীত শব্দের প্রয়োগ।

একই শব্দের বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার

সেশন: ১-২

- **একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার এর ধারণা নিয়ে আলোচনা।**
- **বাক্যে শব্দের মুখ্য অর্থ এবং গৌণ অর্থের প্রয়োগ করা।**

১ম ধাপ

শিক্ষক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বর্তমান ধারণা নিয়ে আলোচনা করবেন। তারাও যে দৈনন্দিন জীবনে এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করে তা আলোচনার মাধ্যমে আবিষ্কার করার চেষ্টা করবেন। নমুনা প্রশ্ন:

- 'লোকটা অনেক কাজের' আর 'কাজের সময়ে কাউকে পাওয়া যায় না'-এ দুটি বাক্যে কাজ শব্দ কি একই অর্থ প্রকাশ করছে? ভিন্ন হলে কী ধরনের পার্থক্য হচ্ছে?
- এ ধরনের আর কী কী শব্দ হতে পারে যা তুমি দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করো বা অন্যদের ব্যবহার করতে শোনো?

শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা শেষে তাদের পাঠ্যবইয়ে 'একই শব্দের বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার' অনুচ্ছেদটি এবং বাক্যে প্রদত্ত শব্দগুলোর মুখ্য অর্থ ও গৌণ অর্থের প্রয়োগ নীরবে পড়তে বলবেন। এ কাজের জন্য ৫-১০ মিনিট সময় দেবেন। অনুচ্ছেদের শব্দগুলোর জন্য প্রদত্ত অর্থের বাইরে আর কোনো অর্থ কেউ যুক্ত করতে চায় কি না জানতে চাইবেন এবং অনুচ্ছেদটি নিয়ে তাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে তা নিয়ে আলোচনা করবেন।

২য় ধাপ

শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে পাঠ্য বইয়ের 'অর্থ বুঝে বাক্য লিখি' ছকটি পূরণ করার মাধ্যমে বাক্যে মুখ্য অর্থ এবং গৌণ অর্থের প্রয়োগ দেখাতে বলবেন। প্রথমে তারা একক কাজ হিসেবে অনুশীলনীটি সম্পন্ন করবে। এরপর শিক্ষার্থীরা ছোটো দলে একে অপরের সাথে নিজেদের কাজ নিয়ে আলোচনা করবে। নিজেরাই মূল্যায়ন করবে 'অর্থ বুঝে বাক্য লিখি' ছকে প্রদত্ত শব্দগুলোর মুখ্য অর্থ ও গৌণ অর্থ সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছে কিনা। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন। দলীয় কাজের সময়ে বাক্যে কোনো শব্দের প্রয়োগ নিয়ে তাদের মধ্যে দ্বিধা তৈরি হলে তাকে জানাতে বলবেন এবং সে অনুযায়ী তিনি সহায়তা করবেন।

নমুনা উত্তর: অর্থ বুঝে বাক্য লিখি

১. পাকা	মুখ্য অর্থ	পরিপক্ব হওয়া	(পাকা আম খেতে মজা।)
	গৌণ অর্থ ১	ইট বা পাথরের তৈরি	(বিদ্যালয়ের রাস্তাটি পাকা করা প্রয়োজন।)
	গৌণ অর্থ ২	স্থায়ী	(এ কাপড়ের রং পাকা।)
২. ধরা	মুখ্য অর্থ	ধারণ করা	(এ ঝুড়িতে অনেক আম ধরবে।)
	গৌণ অর্থ ১	যন্ত্রণা বোধ করা	(খুব মাথা ধরেছে, কথা বলো না।)
	গৌণ অর্থ ২	আরম্ভ করা	(শিক্ষার্থীদের কয়েকজন গান ধরল।)
৩. কথা	মুখ্য অর্থ	উক্তি	(বহুদিন পর বুবুর কথা শুনে ভালো লাগল।।)
	গৌণ অর্থ ১	প্রতিশ্রুতি	(কথা দিলে রাখতে হয়।)
	গৌণ অর্থ ২	তর্ক	(তার সাথে কথায় পেরে ওঠা মুশকিল।)
৪. বড়ো	মুখ্য অর্থ	বৃহৎ	(রাস্তার ধারে একটা বড়ো বটগাছ আছে।)
	গৌণ অর্থ ১	উদার	(বড়ো মনের মানুষকে সবাই ভালোবাসে।)
	গৌণ অর্থ ২	চিৎকার করে	(অপরাধ করার পরেও সে বড়ো গলায় কথা বলছে।)
৫. মুখ	মুখ্য অর্থ	প্রত্যঙ্গ	(আমরা মুখ দিয়ে কথা বলি।)
	গৌণ অর্থ ১	কথা	(এবার মহিলার মুখ ছুটেছে।)
	গৌণ অর্থ ২	সম্মান	(ছেলেটা বংশের মুখ রেখেছে।)
৬. পাগল	মুখ্য অর্থ	মানসিক ভারসাম্যহীন	(দুর্ঘটনার পর থেকে তিনি পাগল হয়ে গেছেন।)
	গৌণ অর্থ ১	অস্থির	(প্রচন্ড গরমে সবার পাগল অবস্থা!)
	গৌণ অর্থ ২	বিমুগ্ধ/বিমোহিত	(তার গান শুনে পাগল হয়ে গেলাম!)

প্রতিশব্দ

সেশন: ৩-৪

- পাঠ্য বইয়ে দেওয়া শব্দের তালিকা থেকে প্রতিশব্দ আলাদা করা।
- প্রতিশব্দের তালিকা নিয়ে আলোচনা এবং অনুচ্ছেদে প্রতিশব্দের প্রয়োগ।

১ম ধাপ

শিক্ষক পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত ছক থেকে একই রকম অর্থ প্রকাশ করে এমন শব্দগুলো শিক্ষার্থীদের ছোটো দলে আলাদা করতে নির্দেশ দেবেন। এ কাজের জন্য তিনি সময় নির্ধারণ করে দেবেন এবং নির্ধারিত সময় শেষে পর্যায়ক্রমে এক একটি দল উপস্থাপন করবে। একটি দল যখন তাদের ধারণা উপস্থাপন করবে তখন অন্য দলের সদস্যরা তা মিলিয়ে নেবে এবং ভিন্ন কোনো মতামত থাকলে তা নিয়ে আলোচনার সুযোগ তৈরি করবেন। এরপর প্রয়োজন হলে শিক্ষক সঠিক উত্তরগুলো উল্লেখ করবেন ও শিক্ষার্থীরা মিলিয়ে নেবে।

নমুনা উত্তর: প্রতিশব্দ

১. অন্ধকার, আঁধার, তিমির
২. দুঃখ, যন্ত্রণা, কষ্ট
৩. গাছ, তরু, বৃক্ষ
৪. পাড়, কূল, তীর
৫. মন্দ, খারাপ, নিকৃষ্ট
৬. চন্দ্র, চাঁদ, শশী
৭. পাথর, শিলা, প্রস্তর
৮. চুল, চিকুর, অলক
৯. ঘোড়া, ঘোটক, অশ্ব
১০. তরঙ্গ, ঢেউ, ঊর্মি

শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা শেষে পাঠ্যবইয়ের ‘প্রতিশব্দ শিখি’ অনুচ্ছেদটি এবং প্রদত্ত শব্দগুলোর প্রতিশব্দ নীরবে পড়তে বলবেন। এ কাজের জন্য ৫-১০ মিনিট সময় দেবেন। অনুচ্ছেদের শব্দগুলোর জন্য প্রদত্ত প্রতিশব্দের বাইরে আর কোনো শব্দ কেউ যুক্ত করতে চায় কি না জানতে চাইবেন এবং অনুচ্ছেদটি নিয়ে তাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে তা নিয়ে আলোচনা করবেন।

২য় ধাপ

শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে পাঠ্য বইয়ের ‘প্রতিশব্দ বসিয়ে আবার লিখি’ অনুচ্ছেদটির অন্তত দশটি শব্দের বদল ঘটিয়ে অনুচ্ছেদটি পুনরায় লিখতে নির্দেশ দেবেন। প্রথমে তারা একক কাজ হিসেবে অনুশীলনীটি সম্পন্ন করবে। এরপর শিক্ষার্থীরা ছোটো দলে একে অপরের সাথে নিজেদের কাজ নিয়ে আলোচনা করবে। নিজেরাই মূল্যায়ন করবে অনুচ্ছেদে প্রদত্ত শব্দগুলোর সঠিক প্রতিশব্দ ব্যবহার করতে পেরেছে কি না। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন। দলীয় কাজের সময়ে বাক্যে কোনো শব্দের প্রতিশব্দের প্রয়োগ নিয়ে তাদের মধ্যে দ্বিধা তৈরি হলে তাকে জানাতে বলবেন এবং সে অনুযায়ী তিনি সহায়তা করবেন।

নমুনা উত্তর:

রাত যত গভীর হয়, সকাল তত কাছে আসে। এ উক্তির মানে হলো সমস্যা দেখে ভীত হওয়ার কিছু নেই। সংকট যেমন আছে, তেমনি সেই সংকট মীমাংসার উপায়ও আছে। দুনিয়ায় নানা রকম ঘটনা ঘটে বলেই দুনিয়া এত বিচিত্র। কষ্টের ঘটনা যেমন ঘটে, তেমনি খুশির ঘটনাও ঘটে। অপরের বেদনায় বেদনার্ত হতে হয়, এবং অপরের খুশিতে খুশি হতে হয়। তবে অনেক সময়ে নিজের দুর্যোগের সময়ে কাউকে কাছে পাওয়া যায় না। তাতে ভেঙে পড়ার হওয়ার কিছু নেই। মেঘ কেটে যেমন সুরুজ ওঠে, তেমনি সংকট কেটে ভালো সময় আসে।

বিপরীত শব্দ

সেশন: ৫-৬

- **বাক্যের অর্থ পরিবর্তন করে বিপরীত শব্দের প্রয়োগ এবং বিপরীত শব্দের তালিকা নিয়ে আলোচনা।**
- **বাক্যের অর্থ পরিবর্তন না করে বিপরীত শব্দের প্রয়োগ।**

১ম ধাপ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত বাক্যগুলোর নিচে দাগ দেওয়া শব্দের পরিবর্তে বিপরীত শব্দ লেখার নির্দেশনা দেবেন। এ কাজের জন্য শিক্ষক সময় নির্ধারণ করে দেবেন এবং সময় শেষে শিক্ষার্থীরা উপস্থাপন করবে। কাজটি তারা জোড়ায় জোড়ায় বা ছোটো দলে করতে পারে। একটি দল বা জোড়া থেকে যখন তাদের কাজ উপস্থাপন করবে তখন অন্য শিক্ষার্থীরা তা মিলিয়ে নেবে এবং ভিন্ন কোনো মতামত থাকলে তা নিয়ে আলোচনা করবে। এরপর প্রয়োজন হলে শিক্ষক সঠিক উত্তরগুলো নির্দেশ করবেন ও শিক্ষার্থীরা তা মিলিয়ে নেবে।

উত্তর:

এই গ্লাসের পানি ঠান্ডা।	বাক্য: এই গ্লাসের পানি গরম।
তিনি শক্ত মনের মানুষ।	বাক্য: তিনি নরম মনের মানুষ।
কথাটি সত্য নয়।	বাক্য: কথাটি মিথ্যা নয়।
নতুন রাস্তাটি অনেক সরু।	বাক্য: নতুন রাস্তাটি অনেক চওড়া/প্রশস্ত।
এ আয়নাতে সব ঝাপসা দেখা যায়।	বাক্য: এ আয়নাতে সব পরিষ্কার/স্পষ্ট দেখা যায়।
কাজটি যৌথভাবে করো।	বাক্য: কাজটি এককভাবে/একা করো।
কাল দিনের বেলায় এসো।	বাক্য: কাল রাতের বেলায় এসো।
লোকটি কৃপণ।	বাক্য: লোকটি দানশীল ।
টেবিলে বইগুলো গোছানো আছে।	বাক্য: টেবিলে বইগুলো এলোমেলো/অগোছালো আছে।
আজকের খেলা তাড়াতাড়ি শেষ হলো।	বাক্য: আজকের খেলা দেরিতে শেষ হলো।

শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা শেষে পাঠ্যবইয়ের ‘বিপরীত শব্দ বুঝি’ অনুচ্ছেদটি এবং প্রদত্ত শব্দগুলোর বিপরীত শব্দ নীরবে পড়তে বলবেন। এ কাজের জন্য ৫-১০ মিনিট সময় দেবেন। অনুচ্ছেদের শব্দগুলোর জন্য প্রদত্ত বিপরীত শব্দের বাইরে আর কোনো শব্দ কেউ যুক্ত করতে চায় কি না জানতে চাইবেন এবং অনুচ্ছেদটি নিয়ে তাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে তা নিয়ে আলোচনা করবেন।

২য় ধাপ

শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে পাঠ্য বইয়ের 'বাক্যের অর্থ ঠিক রেখে বিপরীত শব্দ'-ছকে প্রদত্ত বাক্যগুলোর নিচে দাগ দেওয়া শব্দের পরিবর্তে এমনভাবে বিপরীত শব্দ লিখে আনার নির্দেশনা দেবেন, যাতে বাক্যের অর্থে পরিবর্তন না হয়। প্রথমে তারা একক কাজ হিসেবে অনুশীলনীটি সম্পন্ন করবে। এরপর শিক্ষার্থীরা ছোটো দলে একে অপরের সাথে নিজেদের কাজ নিয়ে আলোচনা করবে। নিজেরাই মূল্যায়ন করবে বাক্যের অর্থ পরিবর্তন না করে বিপরীত শব্দ ব্যবহার করতে পেরেছে কিনা। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন। দলীয় কাজের সময়ে বাক্যে কোনো শব্দের প্রতিশব্দের প্রয়োগ নিয়ে তাদের মধ্যে দ্বিধা তৈরি হলে তাকে জানাতে বলবেন এবং সে অনুযায়ী তিনি সহায়তা করবেন।

নমুনা উত্তর: বাক্যের অর্থ ঠিক রেখে বিপরীত শব্দ বসাই

এই গ্লাসের পানি ঠান্ডা।	বাক্য: এই গ্লাসের পানি গরম নয়।
তিনি শক্ত মনের মানুষ।	বাক্য: তিনি নরম মনের মানুষ নন।
কথাটি সত্য নয়।	বাক্য: কথাটি মিথ্যা।
নতুন রাস্তাটি অনেক সরু।	বাক্য: নতুন রাস্তাটি অনেক চওড়া/প্রশস্ত নয়।
এ আয়নাতে সব ঝাপসা দেখা যায়।	বাক্য: এ আয়নাতে সব স্পষ্ট/ পরিষ্কার দেখা যায় না।
কাজটি যৌথভাবে করো।	বাক্য: কাজটি এককভাবে/একা করো না।
কাল দিনের বেলায় এসো।	বাক্য: কাল রাতের বেলায় এসো না।
লোকটি কৃপণ।	বাক্য: লোকটি দানশীল নন।
টেবিলে বইগুলো গোছানো আছে।	বাক্য: টেবিলে বইগুলো এলোমেলো/অগোছালো নেই।
আজকের খেলা তাড়াতাড়ি শেষ হলো।	বাক্য: আজকের খেলা দেরিতে শেষ হয়নি।

৪র্থ পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ৬: যতিচিহ্ন

এই শিখন-অভিজ্ঞতায় এমন কিছু কার্যক্রম পরিকল্পনা করা হয়েছে যেন শিক্ষার্থীরা বাক্যে উপযুক্ত যতিচিহ্ন শনাক্ত করতে পারে ও প্রয়োগ করতে পারে।

কৌশল : প্রশ্নোত্তর, একক কাজ, দলীয় কাজ, তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, উপস্থাপনা ।

সেশন সংখ্যা : ৪

উপকরণ : পাঠ্যবইয়ের ৩য় অধ্যায় ৩য় পরিচ্ছেদ (যতিচিহ্ন); সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী।

কার্যক্রম:

- পাঠ্য বইয়ে প্রদত্ত যতিচিহ্ন নেই এমন বাক্যে যতিচিহ্নের প্রয়োগ।
- যতিচিহ্নের ধারণা নিয়ে আলোচনা ও অনুশীলন।
- নমুনা অনুচ্ছেদে বিভিন্ন প্রকার যতিচিহ্নের প্রয়োগ অনুশীলন করা।
- বিভিন্ন প্রকার যতিচিহ্নের ব্যবহার রয়েছে এমন একটি অনুচ্ছেদ প্রস্তুত করা।

সেশন: ১-২

- **পাঠ্য বইয়ে প্রদত্ত যতিচিহ্ন নেই এমন বাক্যে যতিচিহ্নের প্রয়োগ।**
- **যতিচিহ্নের ধারণা নিয়ে আলোচনা ও অনুশীলন।**

১ম ধাপ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত যতিচিহ্ন নেই এমন বাক্যগুলো পড়তে বলবেন এবং নিজেদের খাতায় বাক্য অনুযায়ী খালিঘরগুলোতে উপযুক্ত যতিচিহ্ন প্রয়োগ করে লেখার নির্দেশনা দেবেন। কাজটি তারা প্রথমে এককভাবে করবে। এককভাবে করার জন্য ১০ মিনিট সময় দেবেন। একক কাজ শেষে তারা জোড়ায় জোড়ায় বা ছোটো ছোটো দলে প্রত্যেকের কাজ নিয়ে পর্যালোচনা করবে। জোড়ায় বা ছোটো দলে কাজের জন্য আরও ১০ মিনিট সময় দেবেন। নির্ধারিত সময় শেষে যে কোনো জোড়ার বা দলের কেউ তাদের কাজটি উপস্থাপন করবে এবং অন্য শিক্ষার্থীরা নিজেদের উত্তরের সাথে মিলিয়ে নেবে। তাদের কোনো ভিন্ন মতামত থাকলে তা নিয়ে আলোচনার সুযোগ দেবেন। এ পর্যায়ে শিক্ষক বাক্যগুলোর কোথায় কোন যতিচিহ্ন বসবে তা বলে দেবেন না।

এরপর পাঠ্য বইয়ের ‘বুঝতে চেষ্টা করি’ অনুশীলনীতে প্রদত্ত ৫টি প্রশ্ন নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে উন্মুক্ত আলোচনা করবেন। প্রশ্নগুলো নিয়ে তাদের যে কোনো ধারণা ও মতামত প্রকাশ ও একে অপরের সাথে আলোচনার সুযোগ তৈরি করবেন। নিচের নমুনা উত্তরের আলোকে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন:

যতিচিহ্ন কেন ব্যবহার করা হয়?	লেখার সময়ে মনের ভাব যাতে অর্থ অনুযায়ী ভালোভাবে প্রকাশ পায়, তাই যতিচিহ্ন ব্যবহার করা হয়।
মুখের ভাষায় যতিচিহ্ন লাগে না কেন?	মুখের ভাষায় উচ্চারিত বাক্যের বিভিন্ন স্থানে আমরা প্রয়োজন অনুযায়ী থামি এবং বাক্য বুঝে কণ্ঠস্বরের ভঙ্গির পরিবর্তন করি, তাই মুখের ভাষায় যতিচিহ্ন লাগে না।
লেখার ভাষায় যতিচিহ্ন কেন দিতে হয়?	লেখার ভাষায় বাক্যের সমাপ্তি বোঝার জন্য, বাক্যের বক্তব্য ও ভাব স্পষ্ট করার জন্য যতিচিহ্ন দিতে হয়।
বাক্যের শেষে কোন কোন যতিচিহ্ন বসে?	দাঁড়ি (।), প্রশ্নচিহ্ন (?), বিস্ময়চিহ্ন (!)
বাক্যের ভিতরে কোন কোন যতিচিহ্ন বসে?	কমা (,), সেমিকোলন (;), কোলন (:), ড্যাশ (-), হাইফেন (-) ইত্যাদি।

২য় ধাপ

শিক্ষক পাঠ্যবইয়ে যতিচিহ্ন সম্পর্কে প্রদত্ত যতিচিহ্নের ধারণা এবং কোন যতিচিহ্নের কী কাজ তা প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পাঠ করতে বলবেন। পাঠের জন্য ১০ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দেবেন। পাঠ শেষে যতিচিহ্নের ধারণা নিয়ে তাদের কোনো দ্বিধা বা জিজ্ঞাসা আছে কি না জানতে চাইবেন ও থাকলে তা নিয়ে আলোচনা করবেন। এরপর পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত 'কোথায় কোন যতিচিহ্ন বসে' ছকটি পুনরায় জোড়ায় বা ছোটো ছোটো দলে পূরণ করতে দেবেন। এ কাজের জন্য ১০ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দেবেন। নির্ধারিত সময় শেষে যে কোনো দলের বা জোড়ার কেউ তাদের ধারণা উপস্থাপন করবে। এ সময়ে অন্য শিক্ষার্থীরা তা মিলিয়ে নেবে এবং ভিন্নমত থাকলে তা নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ পাবে। এরপর শিক্ষক সঠিক উত্তরগুলো নির্দেশ করবেন এবং শিক্ষার্থীরা তা মিলিয়ে নেবে।

নমুনা উত্তর: কোথায় কোন যতিচিহ্ন বসে

আবেগ শব্দ ও আবেগবাচক বাক্যের শেষে	!
উদাহরণ দেওয়ার আগে	:
এক ধরনের কয়েকটি শব্দ পরপর থাকলে	,
একজোড়া শব্দের মাঝখানে	-
দুটি বাক্যকে এক করতে	-
নাটকের সংলাপে চরিত্রের নামের পরে	:
পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দুটি বাক্যের মাঝে	;
প্রশ্নবাচক বাক্যের শেষে	?
বইয়ের নামে	‘’
বক্তার কথা সরাসরি বোঝাতে	‘’
বাক্যের বিভিন্ন অংশকে আলাদা করতে	,
বিবৃতিবাচক ও অনুজ্ঞাবাচক বাক্যের শেষে	।
শব্দ সংক্ষেপ করার কাজে	-

উপস্থাপনা ও আলোচনা শেষে সেশনের শুরুতে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত যতিচিহ্ন নেই এমন বাক্যগুলোতে যে ধরনের যতিচিহ্ন ব্যবহার করেছিল তা পুনরায় পর্যালোচনা করে দেখতে বলবেন। পূর্বে লেখা কোনো যতিচিহ্ন তারা পরিবর্তন করতে চাইলে সে সুযোগ দেবেন। এরপর নমুনা উত্তরগুলো তাদের জানিয়ে দেবেন ও মিলিয়ে নিতে বলবেন। নমুনা উত্তর নিয়ে কারো কোনো দ্বিধা বা জিজ্ঞাসা থাকলে তা নিয়ে আলোচনা করবেন।

নমুনা উত্তর: নিচের খালি ঘরগুলোতে যথাযথ বিরামচিহ্ন বসাও

এক দেশে ছিল এক রাজা।

লোকটিকে মুদি দোকান থেকে চাল, ডাল, ডিম আর আলু কিনতে দেখলাম।

পারুল গল্প লেখে; আমি কবিতা লিখি।

আপনি কখন এলেন?

বলো কী! এই কলমের দাম একশ টাকা!

ভালো-মন্দ নিয়েই আমাদের সমাজ।

আমার বড়ো চাচা-যিনি মালয়েশিয়ায় ছিলেন-গতকাল বাড়ি ফিরেছেন।

প্রমিত ভাষার দুই রূপ: কথ্য ও লেখ্য।

মা বললেন, তুমি 'দাঁড়াও, আমি আসছি।'

সেশন: ৩

- **নমুনা অনুচ্ছেদে বিভিন্ন প্রকার যতিচিহ্নের প্রয়োগ অনুশীলন করা।**

শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে পাঠ্য বইয়ে 'যতিচিহ্ন বসাই' শিরোনামে প্রদত্ত যতিচিহ্নবিহীন অনুচ্ছেদটিতে উপযুক্ত যতিচিহ্ন বসানোর নির্দেশনা দেবেন। কাজটি তারা প্রথমে এককভাবে করবে। এককভাবে করার জন্য ১০ মিনিট সময় দেবেন। একক কাজ শেষে তারা জোড়ায় জোড়ায় বা ছোটো ছোটো দলে প্রত্যেকের কাজ নিয়ে পর্যালোচনা করবে। জোড়ায় বা ছোটো দলে কাজের জন্য আরো ১০ মিনিট সময় দেবেন। নির্ধারিত সময় শেষে যে কোনো জোড়ার বা দলের কেউ তাদের কাজটি উপস্থাপন করবে এবং অন্য শিক্ষার্থীরা নিজেদের উত্তরের সাথে মিলিয়ে নেবে। তাদের কোনো ভিন্ন মতামত থাকলে তা নিয়ে আলোচনার সুযোগ দেবেন। উপস্থাপনা শেষে শিক্ষক নমুনা উত্তরগুলো তাদের জানিয়ে দেবেন ও মিলিয়ে নিতে বলবেন। নমুনা উত্তর নিয়ে কারো কোনো দ্বিধা বা জিজ্ঞাসা থাকলে তা নিয়ে আলোচনা করবেন।

নমুনা উত্তর: যতিচিহ্ন বসাই

আকমল স্যার সেদিন ক্লাসে এসে বললেন, 'শোনো ছেলে-মেয়েরা, তোমাদের জন্য একটা খুশির খবর আছে।' সব শিক্ষার্থী খুশির খবরটা শোনার জন্য তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল। স্যার বললেন, 'স্কুল থেকে প্রতিটি শ্রেণিতে একটি করে বুক-সেলফ দেওয়া হচ্ছে।'

বিনু বলল, 'বুক-সেলফ দিয়ে কী হবে, স্যার?'

স্যার বললেন, 'এই বুক-সেলফে আমরা নানা রকম বই রাখব। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, নাটক-পছন্দমতো যে কোনো ধরনের বই আমরা রাখতে পারি।'

শানু প্রশ্ন করল, 'বইগুলো আমরা কোথায় পাব, স্যার?'

স্যার বললেন, 'তোমরা প্রত্যেকে একটি করে বই জমা দেবে। সেসব বই এই সেলফে থাকবে। এভাবে আমরা একটি ক্লাসরুম লাইব্রেরি গড়ে তুলব। এই সেলফ থেকে বই নিয়ে সবাই পড়তে পারবে।'

মিতু খুশি খুশি গলায় বলল, 'বাহ্! দারুণ হবে।'

সেশন: ৪

- **বিভিন্ন প্রকার যতিচিহ্নের ব্যবহার রয়েছে এমন একটি অনুচ্ছেদ প্রস্তুত করা।**

শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করে আনতে বলবেন যাতে অন্তত ৮ ধরনের যতিচিহ্নের প্রয়োগ থাকে। কাজটি তারা ক্লাসে বসে করতে পারে কিংবা সুবিধাজনক হলে পূর্বের ক্লাসে বাড়ি থেকে করে নিয়ে আসার নির্দেশনা দিতে পারেন।

ক্লাসে অনুচ্ছেদ প্রস্তুত করার কাজ দিলে এ কাজের জন্য তাদের ২০ মিনিট সময় দেবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষে শিক্ষার্থীরা ছোটো ছোটো দলে ভাগ হয়ে নিজেদের প্রস্তুত করা অনুচ্ছেদে তারা সঠিক যতিচিহ্নের ব্যবহার করতে পেরেছে কি না, তা নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা করবে এবং নিজেরাই কাজ মূল্যায়ন করবে। দলীয় কাজ চলাকালে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, প্রয়োজন-অনুযায়ী নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন, তাদের জানিয়ে রাখবেন কোথাও বুঝতে না পারলে তাকে জানাতে এবং সে-অনুযায়ী তিনি সহায়তা করবেন।

৫ম পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ৭: বাক্য

এই শিখন-অভিজ্ঞতায় এমন কিছু কার্যক্রম পরিকল্পনা করা হয়েছে যেন শিক্ষার্থীরা বাক্যকে অর্থ অনুযায়ী পার্থক্য করতে পারে, চাহিদা অনুযায়ী ভিন্ন ধরনের বাক্য তৈরি করতে পারে।

কৌশল : প্রশ্নোত্তর, একক কাজ, দলীয় কাজ, তথ্য অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ, উপস্থাপনা ।

সেশন সংখ্যা : ৪

উপকরণ : পাঠ্যবইয়ের তৃতীয় অধ্যায় ৪র্থ পরিচ্ছেদ (বাক্য); সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী।

কার্যক্রম:

- পাঠ্য বইয়ে প্রদত্ত একই অর্থ প্রকাশ করছে কিন্তু গঠনগত ভিন্নতা আছে এমন বাক্যগুলোর মধ্যে পার্থক্য করা।
- গঠন অনুসারে বাক্যের ধারণা নিয়ে আলোচনা ও অনুশীলন।
- পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত নমুনা বাক্যগুলো গঠন অনুসারে কোনটি কী ধরনের বাক্য শনাক্ত করা ও কারণ ব্যাখ্যা করা।
- গঠন অনুসারে ৩ ধরনের বাক্য তৈরি করা।

সেশন: ১-২

- **পাঠ্য বইয়ে প্রদত্ত একই অর্থ প্রকাশ করছে কিন্তু গঠনগত ভিন্নতা আছে এমন বাক্যগুলোর মধ্যে পার্থক্য করা।**
- **গঠন অনুসারে বাক্যের ধারণা নিয়ে আলোচনা ও অনুশীলন।**

১ম ধাপ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত তিনটি বাক্য পাঠ করতে বলবেন এবং ‘বুঝতে চেষ্টা করি’ অনুচ্ছেদে দেওয়া প্রশ্নের ভিত্তিতে বাক্যগুলোর গঠনগত ভিন্নতা সম্পর্কে তাদের ধারণা খাতায় উল্লেখ করতে বলবেন। কাজটি তারা প্রথমে এককভাবে করবে। এককভাবে করার জন্য ১০ মিনিট সময় দেবেন। একক কাজ শেষে তারা জোড়ায় জোড়ায় বা ছোটো ছোটো দলে প্রত্যেকের কাজ নিয়ে পর্যালোচনা করবে। জোড়ায় বা ছোটো দলে কাজের জন্য আরো ১০ মিনিট সময় দেবেন। নির্ধারিত সময় শেষে যে কোনো জোড়ার বা দলের কেউ তাদের কাজটি উপস্থাপন করবে এবং অন্য শিক্ষার্থীরা নিজেদের উত্তরের সাথে মিলিয়ে নেবে। তাদের কোনো ভিন্ন মতামত থাকলে তা নিয়ে আলোচনার সুযোগ দেবেন। এ পর্যায়ে শিক্ষক প্রশ্নগুলোর উত্তর বলে দেবেন না।

২য় ধাপ

এরপর শিক্ষক পাঠ্যবইয়ে গঠন অনুসারে বাক্য সম্পর্কে প্রদত্ত 'বিভিন্ন ধরনের বাক্য' অনুচ্ছেদটি প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে পাঠ করতে বলবেন। পাঠের জন্য ১০ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দেবেন। পাঠ শেষে গঠন অনুসারে বাক্যের ধারণা নিয়ে তাদের কোনো দ্বিধা বা জিজ্ঞাসা আছে কি না জানতে চাইবেন; যদি কারো জিজ্ঞাসা থাকে তাহলে তা নিয়ে আলোচনা করবেন। আলোচনা শেষে সেশনের শুরুতে শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবইয়ের 'বুঝতে চেষ্টা করি' অনুচ্ছেদে দেওয়া প্রশ্নের জন্য তারা যে উত্তর প্রস্তুত করেছিল তা পুনরায় পর্যালোচনা করে দেখতে বলবেন। কেউ যদি পূর্বে লেখা উত্তর পরিবর্তন করতে যায় সে সুযোগ দেবেন। এরপর নমুনা উত্তরগুলো তাদের জানিয়ে দেবেন এবং মিলিয়ে নিতে বলবেন। নমুনা উত্তর নিয়ে কারো কোনো দ্বিধা বা জিজ্ঞাসা থাকলে তা নিয়ে আলোচনা করবেন।

নমুনা উত্তর: বুঝতে চেষ্টা করি

উপরের বাক্যগুলো একই অর্থ প্রকাশ করছে কি না?	হ্যাঁ
বাক্য তিনটির গঠন এক রকমের কি না?	না
কোন বাক্যে কেবল একটি সমাপিকা ক্রিয়া আছে?	চেষ্টা করলে সফল হবে।
কোন বাক্যের একটি অংশ অন্য অংশের সাহায্য ছাড়া পুরোপুরি অর্থ প্রকাশ করে না?	যদি চেষ্টা করো, তবে সফল হবে।
কোন বাক্যে একাধিক সমাপিকা ক্রিয়া আছে?	যদি চেষ্টা করো, তবে সফল হবে।
চেষ্টা করো, সফল হবে।	

নোট: বাক্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সুস্পষ্ট ধারণার প্রয়োজনে এপর্যায়ে শিক্ষক ৬ষ্ঠ শ্রেণির পাঠ্য বই হতে অর্থ অনুসারে বাক্যের ৪ প্রকার ধরন (বিবৃতিবাচক বাক্য, প্রশ্নবাচক বাক্য, অনুজ্ঞাবাচক বাক্য, ও আবেগবাচক বাক্য) সম্পর্কেও আলোচনা করতে পারেন।

সেশন: ৩

- **পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত নমুনা বাক্যগুলো গঠন অনুসারে কোনটি কী ধরনের বাক্য শনাক্ত করা ও কারণ ব্যাখ্যা করা।**

শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বইয়ের 'খুঁজে বের করি' অনুশীলনী অনুযায়ী প্রত্যেককে ৪-১০ নং বাক্যের প্রতিটি গঠন অনুসারে কী ধরনের বাক্য এবং কেনো তা খাতায় উল্লেখ করতে বলবেন। প্রথমে তাদেরকে ১-৩ নং বাক্যে প্রদত্ত নমুনা উত্তরগুলো দেখতে বলবেন এবং অনুরূপভাবে নিজেদের উত্তর প্রস্তুত করতে বলবেন। এককভাবে কাজটি শেষ করার জন্য ১৫-২০ মিনিট সময় দেবেন। একক কাজ শেষে একটি একটি করে ৭টি বাক্যের গঠনের ব্যাখ্যা ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার্থীকে উপস্থাপন করার নির্দেশ দেবেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর উপস্থাপনার সময়ে ক্লাসের অন্য শিক্ষার্থীদের উত্তরের সাথে মিলিয়ে নিতে বলবেন। কারো উপস্থাপনার সাথে ভিন্নমত থাকলে তা হাত তুলে জানাতে বলবেন এবং তা নিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আলোচনার পরিবেশ তৈরি করবেন। আলোচনার সময়ে শিক্ষার্থীদের মতামত বা প্রশ্ন শেষে নিচের নমুনা উত্তরের আলোকে সঠিক উত্তরগুলো জানিয়ে দেবেন এবং মিলিয়ে নিতে বলবেন। নমুনা উত্তর নিয়ে কারো কোনো দ্বিধা বা জিজ্ঞাসা থাকলে তা নিয়ে আলোচনা করবেন।

নমুনা উত্তর: খুঁজে বের করি

৪. তুমি কোথা থেকে এসেছ?
এটি একটি সরল বাক্য। কারণ, এখানে একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া আছে। সেই ক্রিয়াটি হলো: এসেছ।

৫. যেমন কাজ করেছ, তেমন ফল পেয়েছ।
এটি একটি জটিল বাক্য। কারণ, এখানে জোড়া শব্দ আছে। সেই জোড়া শব্দ হলো: যেমন-তেমন।

৬. আমি সকালে হাঁটি, আর তিনি বিকালে হাঁটেন।
এটি একটি যৌগিক বাক্য। কারণ, এখানে দুটি বাক্য একটি যোজক দিয়ে যুক্ত। সেই যোজকটি হলো: আর।তাছাড়া এখানে দুটি সমাপিকা ক্রিয়া আছে। সমাপিকা ক্রিয়া দুটি হলো: হাঁটি, হাঁটেন।

৭. সে ভাত খেয়ে স্কুলে গেল।
এটি একটি সরল বাক্য। কারণ, এখানে একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া আছে। সেই ক্রিয়াটি হলো: গেল ।

৮. আমি পড়াশোনা শেষ করব, তারপর খেলতে যাব।
এটি একটি যৌগিক বাক্য। কারণ, এখানে দুটি বাক্য একটি যোজক দিয়ে যুক্ত। সেই যোজকটি হলো: তারপর। তাছাড়া এখানে দুটি সমাপিকা ক্রিয়া আছে। সমাপিকা ক্রিয়া দুটি হলো: করব, যাব।

৯. যখন তুমি আসবে, তখন আমরা রান্না শুরু করব।
এটি একটি জটিল বাক্য। কারণ, এখানে জোড়া শব্দ আছে। সেই জোড়া শব্দ হলো: যখন-তখন।

১০. আজ ভোরে সুন্দর একটা পাখি দেখতে পেলাম।
এটি একটি সরল বাক্য। কারণ, এখানে একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া আছে। সেই ক্রিয়াটি হলো: দেখতে পেলাম।

সেশন: ৪

■ গঠন অনুসারে ৩ ধরনের বাক্য তৈরি করা।

শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বইয়ের 'বাক্য তৈরি করি' অনুশীলনী অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ২টি করে সরল, জটিল ও যৌগিক বাক্য প্রস্তুত করতে বলবেন। এককভাবে কাজটি শেষ করার জন্য ১৫ মিনিট সময় দেবেন। একক কাজ শেষে তারা জোড়ায় জোড়ায় বা ছোটো ছোটো দলে প্রত্যেকের কাজ নিয়ে পর্যালোচনা করবে। শিক্ষার্থীরা একে অন্যের কাজ দেখবে এবং নিজেদের প্রস্তুত করা বাক্যগুলো গঠন অনুসারে ৩ ধরনের বাক্যের বৈশিষ্ট্য পূরণ করতে পেরেছে কি না সে ব্যাপারে সহপাঠীকে মতামত জানাবে। জোড়ায় বা ছোটো দলে কাজের জন্য আরো ১০ মিনিট সময় দেবেন।

জোড়ায় কাজ চলাকালে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ দেখবেন। প্রয়োজন অনুসারে তাদের অতিরিক্ত নির্দেশনা বা তথ্য দিয়ে সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের জানিয়ে রাখবেন যে নিজেদের প্রস্তুত করা কাজ নিয়ে কোনো দ্বিমত বা জিজ্ঞাসা থাকলে তাকে জানাতে এবং শিক্ষার্থীরা এমন কিছু জানালে তাদের সাথে আলোচনা করবেন। জোড়ায়/ছোটো দলে প্রস্তুত করা কিছু বাক্যের গঠন নিয়ে পুরো ক্লাসেও আলোচনা করতে পারেন এবং সকলের মতামতের ভিত্তিতে বাক্যগুলো নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

চতুর্থ অধ্যায়

শিখন-অভিজ্ঞতা ৮: চারপাশের লেখার সাথে পরিচিত হই

এই শিখন-অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা এমন কিছু কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে যাবে যেন তারা দৈনন্দিন জীবনে দেখা বিভিন্ন লেখা ও সাহিত্যের প্রায়োগিক দিকগুলো শনাক্ত করতে পারে, প্রায়োগিক লেখা পড়ে বুঝতে পারে, বাস্তব জীবনে এসব লেখার প্রয়োগ খুঁজে বের করতে পারে এবং এই অভিজ্ঞতার প্রতিফলন হিসেবে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার হয় এমন ধরনের প্রায়োগিক লেখা প্রস্তুত করতে পারে।

কৌশল : প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রদর্শন, বিশ্লেষণ, তথ্য অনুসন্ধান, উপস্থাপনা ।

সেশন সংখ্যা : ৪

উপকরণ : পাঠ্যবইয়ের অধ্যায় ৪; সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী, পোস্টার পেপার/বড়ো কাগজ, পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত প্রায়োগিক লেখার নমুনা।

কার্যক্রম:

- দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বইপত্রের বাইরের বিভিন্ন রকম প্রায়োগিক লেখা শনাক্তকরণ।
- প্রায়োগিক লেখার ধারণা নিয়ে আলোচনা ও পাঠ্যবইয়ের বাইরে ভিন্ন ভিন্ন প্রায়োগিক লেখা অনুসন্ধান করা।
- পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত প্রায়োগিক লেখার অনুকরণে নতুন লেখার নমুনা প্রস্তুত করা।

পাঠ্যবইয়ে যে ১০টি প্রায়োগিক লেখা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে যতগুলোর বাস্তব নমুনা ক্লাসে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে শিক্ষক আগে থেকে সেগুলো সংগ্রহ করে ক্লাসে যাবেন। যেমন: বিদ্যালয়ের যে কোনো পুরোনো নোটিশ, পণ্যের মোড়ক, লিফলেট, পোস্টার, বিয়ে বা যে কোনো অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র, পত্রিকার বিজ্ঞাপন ইত্যাদি। যে লেখাগুলোর বাস্তব নমুনা ক্লাসে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না, সেগুলোর মধ্যে যেগুলো বিদ্যালয়ের আশেপাশে দেখা যায় বা ঐ এলাকায় সুপরিচিত তার কিছু ছবি, অডিয়ো বা ভিডিয়ো স্মার্টফোনে ধারণ করে শিক্ষার্থীদের নির্দেশনায় উল্লেখিত নির্দিষ্ট সময়ে দেখাতে পারেন । যেমন: বিলবোর্ড, পোস্টার, ফেস্টুন, পণ্যের মাইকিং, টিভি বা অনলাইনে দেখানো বিজ্ঞাপন, প্লাকার্ড ইত্যাদি।

সেশন: ১–২

- **দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বইপত্রের বাইরের বিভিন্ন রকম প্রায়োগিক লেখা শনাক্তকরণ।**

১ম ধাপ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বইপত্রের বাইরেও আমাদের চারপাশে যে অনেক রকম লেখা দেখা যায় তা নিয়ে আলোচনা করবেন এবং তাদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে চাইবেন। আলোচনার সুবিধার্থে শিক্ষক নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:

- পাঠ্যবই বা গল্পের বইয়ের লেখা বাদে তোমরা দৈনন্দিন জীবনে আর কত রকমের লেখা দেখতে পাও বলতে পারো?
- সম্প্রতি পাঠ্যবই বা গল্পের বইয়ের বাইরে কেউ কি এমন কোনো লেখা দেখেছ যা বিশেষভাবে মনে আছে বা গুরুত্বপূর্ণ লেগেছে?
- পড়াশোনার কাজের বাইরে আর কি কোনো ধরনের কাজে কেউ কিছু লেখো? কোন ধরনের লেখা লিখে থাকো?

এ-পর্যায়ে শিক্ষক নিজের ধারণা বা মতামত শিক্ষার্থীদের জানাবেন না, তারা যেন নিজেদের মতো করে উত্তর দেয় এবং নিজেদের মধ্যেই এ-ব্যাপারে আলোচনা করতে পারে। শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে বৈচিত্র্যপূর্ণ উত্তর খুঁজে বের করার চেষ্টা করবেন এবং একইসাথে তারা যেন একে অপরের উত্তরের সাথে মিল-পার্থক্য লক্ষ করতে পারে সে-ব্যাপারে উৎসাহ দেবেন।

আলোচনা শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সুবিধাজনক সংখ্যক সদস্যের কয়েকটি ছোটো দলে বিভক্ত করবেন এবং চতুর্থ অধ্যায়ে প্রদত্ত ১০টি নমুনা ছবি দেখে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলো দলীয় আলোচনার মাধ্যমে পূরণ করতে বলবেন। শিক্ষক প্রতি দলকে যে কোনো ২টি ছবি নিয়ে কাজ করতে বলবেন, তবে নিশ্চিত করবেন ভিন্ন ভিন্ন দল মিলিয়ে যেন ১০টি ছবি নিয়েই কাজ হয়। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী সংখ্যা বিবেচনায় একই ছবি নিয়ে একাধিক দল কাজ করতে পারবে। দলীয় কাজ করার জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। দলীয় কাজ চলাকালীন সময়ে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, ছবির ধরন-অনুযায়ী তাদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীরা তাদের কাজ শেষ করলে একে একে সকল দল তাদের কাজ উপস্থাপন করবে। শিক্ষার্থীরা কীভাবে কাজটি করবে এবং তা উপস্থাপন করবে সে-ব্যাপারে শিক্ষক সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ে দেওয়া ১০টি ছবির মধ্যে যে কোনো ২টি বেছে নাও। এরপর দলীয় আলোচনার মাধ্যমে ছবি অনুযায়ী প্রশ্নগুলোর উত্তর প্রস্তুত করো। এর জন্য সময় ২৫ মিনিট।
- কোন দল কী ছবি নিয়ে কাজ করছো তা জানিয়ে রাখবে।
- প্রতি দল তাদের উপস্থাপনার জন্য সময় পাবে ৪ মিনিট।
- উপস্থাপনার পর একদল অন্য দলকে কাজের উপর মতামত প্রদান করতে পারবে। এজন্য আগে থেকেই কাগজে মতামত লিখে রাখতে পারো।
- একাধিক দলের যদি একই ছবি মিলে যায়, তবে যে দল প্রথমে উপস্থাপন করবে তাদের বক্তব্য চিহ্নিত করে রাখবে। পরবর্তী দল উপস্থাপনার সময়ে পূর্ববর্তী দলের চেয়ে ভিন্ন কোনো পর্যবেক্ষণ থাকলে শুধু তা তুলে ধরবে। একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করবে না।

সময় বিবেচনায় প্রস্তুতির জন্য ১টি সেশন বরাদ্দ রাখতে পারেন এবং পরবর্তী সেশনে উপস্থাপনা ও উপস্থাপনা পরবর্তী আলোচনা করতে পারেন।

২য় ধাপ

শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা শেষে পূর্বে সংগ্রহ করা বাস্তব নমুনা বা নমুনার ছবি, অডিয়ো বা ভিডিয়ো শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করবেন, কোনটির কী নাম এবং ব্যবহার তা উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন। তবে এ পর্যায়েও শিক্ষক নমুনাগুলোর নাম বা প্রচলিত ব্যবহার সম্পর্কে জানাবেন না, তারা যেন নিজেদের মতো করে উত্তর দেয় এবং নিজেদের মধ্যেই এ-ব্যাপারে আলোচনা করতে পারে।
এরপর পাঠ্যবইয়ের 'চারপাশের নানা রকম লেখা' অনুচ্ছেদটি নীরবে পড়তে বলবেন। দলীয় উপস্থাপনায় তারা প্রতিটি ছবির যে নাম ও ব্যবহার উল্লেখ করেছিল তার সাথে অনুচ্ছেদের বক্তব্য মিলিয়ে নিতে বলবেন। যদি কোনো দলের কাজের সাথে

ছবির বক্তব্য না মিলে তবে তা নিয়ে আলোচনা করবেন। এরপর শিক্ষক সহায়িকায় প্রদত্ত নমুনা উত্তরের আলোকে সঠিক উত্তরগুলো বলে দেবেন ও শিক্ষার্থীদের মিলিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেবেন। মিলিয়ে নেওয়ার সময়ে কোনো উত্তর শিক্ষার্থীদের সাথে না মিলে তাদের যে কোনো ভিন্নমত থাকে, তবে তা নিয়ে আলোচনা করবেন।

নমুনা উত্তর

ছবি	এটি কী নামে পরিচিত?	এর ব্যবহার কী?	এ রকম নমুনা তুমি কি কোথাও দেখেছ? কোথায় দেখেছ?
১	ব্যানার	কোনো স্থানে বৃক্ষমেলা হচ্ছে বোঝানোর জন্য এর ব্যবহার করা হয়েছে।	স্কুলের মাঠে; কোরবানির সময়ে; রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানে
২	ফেস্টুন	জীবনগড়ি পাঠাগারের প্রচার বাড়ানোর জন্য এর ব্যবহার হয়েছে।	স্কুলের গেটের দুদিকে; মার্কেটের দালানের সামনে
৩	পোস্টার	হলুদিয়া উচ্চবিদ্যালয় মাঠ প্রাঙ্গণে বিজ্ঞানমেলা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জানাতে ও তাদের অংশগ্রহণে উৎসাহিত করানোর জন্য এর ব্যবহার হয়েছে।	নির্বাচনের সময়ে দেয়ালে সাঁটানো এবং দড়িতে টাঙানো অবস্থায়
৪	প্ল্যাকার্ড	স্লোগানের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব প্রচারের কাজে এর ব্যবহার করা হয়েছে।	মিছিলে
৫	বিলবোর্ড	শিশুদেরকে টিকা দিতে উৎসাহ প্রদানের জন্য প্রচারণার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।	রাস্তার পাশে; চৌরাস্তার মোড়ে
৬	নোটিশ	শিক্ষার্থীদের শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে প্রভাতফেরিতে বিষয়ক কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে জানাতে ও অংশগ্রহণে উৎসাহিত করানোর জন্য।	বিদ্যালয়ে, অফিস আদালতের সামনে, দেয়ালে সাঁটানো অবস্থায়, অনলাইনে
৭	লিফলেট	ব্যক্তিগত তথ্য প্রচারণার জন্য এর ব্যবহার হয়েছে।	দেয়ালে সাঁটানো অবস্থায়, হাতে করে বিলাতে
৮	মোড়কের লেখা	বিরিয়ানি মশলার প্যাকেটটিতে কী কী উপকরণ আছে এবং পরিমাণ কতটুকু তা জানানোর জন্য এর ব্যবহার হয়েছে।	মুদি দোকানে, ঘরে, রাস্তাঘাটে, অনলাইনে
৯	বিজ্ঞাপন	একুশে বইমেলায় ফারহান হোসেনের নতুন বই বের হয়েছে তা প্রচারের জন্য এর ব্যবহার হয়েছে।	পত্রিকায়, টেলিভিশনে, দেয়ালে সাঁটানো অবস্থায়, অনলাইনে
১০	আমন্ত্রণপত্র	নির্দিষ্ট স্থান ও সময়ে নববর্ষ উপলক্ষে মঙ্গল শোভাযাত্রা এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানাতে ও অংশগ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানানোর কাজে ব্যবহার করা হয়েছে।	ঘরে, বইয়ে, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে

** শিক্ষার্থীরা যদি নির্দিষ্ট নাম ব্যবহার না করে একই অর্থ প্রকাশ করে সেটিকেও শিক্ষক উৎসাহ দেবেন। যেমন: 'বিলবোর্ড'-এর পরিবর্তে 'বড়ো জায়গাজুড়ে বিজ্ঞাপন' বলতে পারে।

সেশন: ৩–৪

- **প্রায়োগিক লেখার ধারণা নিয়ে আলোচনা ও পাঠ্যবইয়ে বাইরে আরো ভিন্ন ভিন্ন প্রায়োগিক লেখা অনুসন্ধান করা।**
- **পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত প্রায়োগিক লেখার অনুকরণে নতুন লেখার নমুনা প্রস্তুত করা।**

১ম ধাপ

শিক্ষক নিচের অনুচ্ছেদের ভিত্তিতে প্রায়োগিক লেখার মূল ধারণা শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করবেন এবং তাদের কোনো মতামত থাকলে তা নিয়ে আলোচনা করবেন।

লেখালেখির বিভিন্ন ধরনের উদ্দেশ্য থাকে। কোনো কোনোটি পড়ালেখার প্রয়োজনে লেখা হয়, কিছু করা হয় বিনোদন ও তথ্য জানানোর জন্য, আবার কোনো কোনো লেখা ব্যবসায়িক ও অন্যান্য প্রয়োজনের উদ্দেশ্যে লেখা হয়। উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে লেখার বেশ কিছু প্রকারভেদ ও ব্যবহারে ভিন্নতা দেখা যায়। তাই যে কোনো ধরনের লেখা লিখতে গেলে অবশ্যই মূল উদ্দেশ্যের কথা মাথায় রেখে লিখতে হবে।

অনেক ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখার চর্চা শুধুমাত্র লেখাপড়া সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে থাকে এবং বাস্তব জীবনে প্রয়োজনীয় অন্যান্য লেখা চর্চার সুযোগ খুব কম পায়। অথচ বাস্তব জীবনে শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত ভাষাগত দক্ষতার বিকাশের জন্য সাহিত্যের বাইরের বিভিন্ন ভাষাগত কাজের অনুশীলন গুরুত্বপূর্ণ। মূলত কার্যকর যোগাযোগ স্থাপন করার জন্য প্রায়োগিক লেখার প্রয়োজন হয়। যে লেখাগুলো প্রতিদিনের কাজগুলো সহজভাবে, সফলতার সাথে করার জন্য ব্যবহার করা হয় সেগুলোই প্রায়োগিক লেখা। বাজারের তালিকা থেকে শুরু করে কোনো সমস্যা সমাধানের জন্যে আবেদনপত্র-সবই এই প্রায়োগিক লেখার অন্তর্ভুক্ত।

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পূর্বের দলেই পাঠ্যবইয়ে উল্লেখিত ১০ ধরনের প্রায়োগিক লেখা ছাড়া আরো প্রায়োগিক লেখার নমুনা বের করার কাজ দেবেন। এ কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেবেন। আলোচনার সুবিধার্থে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:

- পাঠ্যবইয়ে আমরা যে ১০ ধরনের প্রায়োগিক লেখা পেলাম তার বাইরে আর কী কী প্রায়োগিক লেখা থাকতে পারে?
- এটি হতে পারে তুমি কোথাও শুনেছ বা দেখেছ বা নিজে তৈরি করেছ।
- এ ধরনের লেখা কী কী কাজে লাগে?

পাঠ্যবই বা গল্পের বইয়ের লেখা বাদে শিক্ষার্থীরা যত ধরনের লেখার কথা উল্লেখ করবে, শিক্ষক তার একটি তালিকা করবেন। তালিকা অনুযায়ী মোট যতগুলো উদাহরণ এসেছে, আলোচনার শেষে তা পুনরায় উল্লেখ করবেন। (নমুনা উত্তর: ঔষধের কাগজ, দিক নির্দেশনামূলক লেখা, আইনি আদেশ বা প্রশাসনিক নির্দেশ, পণ্যের মূল্য তালিকা, চিঠি, আবেদনপত্র, সতর্কতা নির্দেশনা, বিজ্ঞপ্তি ইত্যাদি)

২য় ধাপ

শিক্ষার্থীদের 'নিজেরা করি' অনুশীলনী অনুযায়ী পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত ১০টি প্রায়োগিক লেখার বিষয়ের অনুকরণে নতুন লেখা প্রস্তুত করার নির্দেশনা দেবেন। এ কাজের জন্য শিক্ষার্থীদের সুবিধাজনক সংখ্যায় কয়েকটি দলে ভাগ করে দেবেন। প্রতি দলকে যে কোনো ২ ধরনের বিষয়ের উপর নমুনা লেখা প্রস্তুক করতে বলবেন। তবে নিশ্চিত করবেন ভিন্ন ভিন্ন দল মিলিয়ে যেন ১০টি বিষয় নিয়েই কাজ হয়। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থী সংখ্যা বিবেচনায় একই বিষয় নিয়ে একাধিক দল কাজ করতে পারবে। তবে শিক্ষক জানিয়ে রাখবেন, তারা বিষয় অনুযায়ী তাদের পুরো নমুনা তৈরি করতে হবে না, শুধুমাত্র লেখার কাজগুলো প্রস্তুত করবে। অর্থাৎ, কোনো দল যদি ব্যানার বিষয় বেছে নেয় তবে তাদেরকে ব্যানার প্রস্তুত করতে হবে না বরং ব্যানারে কী লেখা থাকবে শুধু তা উল্লেখ করতে হবে।

দলীয় কাজ করার জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। দলীয় কাজ চলাকালীন সময়ে ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, শিক্ষক ছবির ধরন-অনুযায়ী তাদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীরা তাদের কাজ শেষ করলে একে একে সকল দল তাদের কাজ উপস্থাপন করবে। শিক্ষার্থীরা কীভাবে কাজটি করবে এবং তা উপস্থাপন করবে সে-ব্যাপারে শিক্ষক সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- পাঠ্যবইয়ে ছবির মাধ্যমে যে ১০টি প্রায়োগিক লেখার বিষয় দেওয়া হয়েছে সে অনুকরণে দলীয়ভাবে যে কোনো দুটি বিষয়ের উপর লেখা তৈরি করবে।
- বিষয় অনুযায়ী পুরো নমুনা তৈরি করতে হবে না, শুধুমাত্র লেখার কাজগুলো প্রস্তুত করবে। অর্থাৎ, কোনো দল যদি ব্যানার বিষয় বেছে নেয় তবে তাদেরকে ব্যানার প্রস্তুত করতে হবে না বরং ব্যানারে কী লেখা থাকবে শুধুমাত্র তা উল্লেখ করতে হবে। এ লেখা প্রস্তুত করার জন্য সময় ২৫ মিনিট।
- লেখা শেষে প্রতি দল তাদের উপস্থাপনার জন্য সময় পাবে ৪ মিনিট।
- উপস্থাপনার পর একদল অন্য দলকে কাজের উপর মতামত প্রদান করতে পারবে। এজন্য আগে থেকেই কাগজে মতামত লিখে রাখতে পারো।
- একাধিক দলের যদি একই বিষয় মিলে যায়, তবে যে দল প্রথমে উপস্থাপন করবে তাদের বক্তব্য চিহ্নিত করে রাখবে। পরবর্তী দল উপস্থাপনার সময়ে পূর্ববর্তী দলের চেয়ে ভিন্ন কোনো পর্যবেক্ষণ থাকলে শুধু তা তুলে ধরবে। একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করবে না।

প্রতি দলে উপস্থাপনা শেষে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষকও দলীয় কাজের উপর তার মতামত দিতে দেবেন।
সময় বিবেচনায় প্রস্তুতির জন্য ১টি সেশন বরাদ্দ রাখতে পারেন এবং পরবর্তী সেশনে উপস্থাপনা ও উপস্থাপনা পরবর্তী আলোচনা করতে পারেন।

৫ম অধ্যায়

১ম পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ৯: প্রায়োগিক লেখা

এই শিখন অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীরা এমন কিছু কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে যাবে যেখানে প্রায়োগিক সাহিত্যের নমুনা হিসেবে তারা রোজনামচার বৈশিষ্ট্যগুলো চিহ্নিত করবে, লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করবে, এবং এই অভিজ্ঞতার প্রতিফলন হিসেবে নিজেরা রোজনামচা লেখার অনুশীলনী করবে।

কৌশল : প্রশ্নোত্তর, একক কাজ, দলীয় কাজ, উপস্থাপনা ।

সেশন সংখ্যা : ৬

উপকরণ : পাঠ্যবইয়ের অধ্যায় ৫-এর ১ম পরিচ্ছেদ ও সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী, নমুনা চিঠি, চিঠি লেখার জন্য বিচ্ছিন্ন কাগজ, খাম বানানোর জন্য সাদা/রঙিন কাগজ ও আঠা।

কার্যক্রম:

- প্রায়োগিক লেখার ধারণা নিয়ে পুনরালোচনা।
- চিঠি লেখা, পড়া বা এ নিয়ে যে কোনো পূর্ব-অভিজ্ঞতার উপর আলোচনা।
- পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত 'চিঠি' রচনা পাঠ ও আবৃত্তি।
- পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত 'চিঠি' রচনার ধারণা ও বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা।
- চিঠি লেখার জন্য বিবেচ্য নিয়ে আলোচনা ও পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত চিঠি বিশ্লেষণ।
- নিজে নিজে চিঠি লেখা।

সেশন: ১

- **প্রায়োগিক লেখার ধারণা নিয়ে পুনরালোচনা।**
- **চিঠি লেখা, পড়া বা এ নিয়ে যে কোনো পূর্ব-অভিজ্ঞতার উপর আলোচনা।**

শিক্ষক পূর্ববর্তী শিখন অভিজ্ঞতার আলোচনার যে বিভিন্ন ধরনের প্রায়োগিক লেখার উদাহরণ এসেছিল সেগুলো পুনরায় প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জানতে চাইবেন। এ ব্যাপারে কথোপকথন শেষে 'চিঠি' নিয়ে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন। কিছু নমুনা প্রশ্ন নিচে দেওয়া হলো:

- চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা কয়েক ধরনের প্রায়োগিক লেখার নমুনা দেখেছিলাম। সেগুলো ছাড়াও আরো কিছু প্রায়োগিক লেখার ধরন আমাদের আলোচনায় উঠে এসেছিল। সেগুলো কি মনে আছে তোমাদের?
- 'চিঠি' কী? চিঠি সম্পর্কে তোমরা কী জানো বা শুনেছ বলো তো দেখি?
- কেউ কি কখনো চিঠি লিখেছ? বা পড়েছ?
- এটি হাতে লেখা চিঠি নাও হতে পারে।
- চিঠি নিয়ে তোমাদের যদি অন্য কোনো অভিজ্ঞতা থাকলে সেটিও আমাদেরকে বলতে পারো।

যদি কোনো শিক্ষার্থী তার অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে চায় সে সুযোগ দেবেন। শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা শেষে তাদের পাঠ্যবইয়ের 'নিজের অভিজ্ঞতা' অনুশীলনী অনুযায়ী চিঠি পড়া, লেখা বা এ-সংক্রান্ত তাদের যে কোনো অভিজ্ঞতা যদি থেকে থাকে তবে তা খাতায় লিখতে বলবেন। একইসাথে জানিয়ে রাখবেন যে কারো যদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো অভিজ্ঞতা না থাকে তবে চিঠি সম্পর্কে তার যে কোনো ধারণা বা মতামত খাতায় লিখবে।

- কাজটি তাদেরকে প্রথমে এককভাবে করতে বলবেন। এরপর ছোটো দলে তাদের কাজগুলো আলোচনা করতে বলবেন এবং দলের সবার অভিজ্ঞতা ও মতামত সম্মিলিতভাবে একটি কাগজে সংক্ষেপে উল্লেখ করবে। দলীয় কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষে প্রতি দলকে তাদের কাজ উপস্থাপন করতে নির্দেশ দেবেন। শিক্ষার্থীরা কীভাবে একক ও দলীয়ভাবে কাজ করবে এবং উপস্থাপন করবে সে ব্যাপারে পূর্বের ন্যায় সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেবেন।

সেশন: ২

- **পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত 'চিঠি' রচনা পাঠ ও আবৃত্তি।**

পাঠ্যবইয়ের 'চিঠি' লেখাটি প্রথমে ৫-৭ মিনিট সময়ের মধ্যে যে যতটা পারে নীরবে পাঠ করতে বলবেন। পাঠ শেষে শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্ন করবেন:

- চিঠিটিতে লেখকের কী ধরনের আবেগ প্রকাশ পাচ্ছে বলে তোমাদের মনে হচ্ছে?

প্রশ্নটি নিয়ে তাদের যে কোনো মতামত প্রকাশের সুযোগ তৈরি করবেন ও সবাইকে মত প্রকাশের জন্য উৎসাহ দিবেন। আলোচনার মাধ্যমে চিঠিটি সম্ভাব্য কী ধরনের আবেগ প্রকাশ করছে সে ব্যাপারে একটি ঐক্যমতে আসার চেষ্টা করবেন। চিঠিতে কি ভিন্ন ধরনের আবেগও থাকতে পারে? যেমন: মায়ের প্রতি ভালোবাসা ও আকুতি, আত্মবিশ্বাস, আক্ষেপ, প্রত্যাশা, দৃঢ়তা ইত্যাদি।

এরপর শিক্ষার্থীদের তার পাশের সহপাঠীর সাথে জোড়া গঠন করার নির্দেশ দিবেন। জোড়ায় প্রত্যেকে একে অপরকে চিঠিটি সরবে পাঠ করে শোনাতে বলবেন। এজন্য একটি সময় নির্দিষ্ট করে দেবেন। পাঠ করার সময়ে চিঠির ভিন্ন ভিন্ন বাক্যগুলো যে ধরনের আবেগ প্রকাশ করছে সেগুলোতে অনুরূপ আবেগ দিয়ে পাঠ করার চেষ্টা করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা জোড়ায় জোড়ায় পাঠ করার সময়ে শিক্ষক পুরো ক্লাসে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন। প্রয়োজনে অতিরিক্ত নির্দেশনা দিবেন এবং পাঠের ব্যাপারে কারো মধ্যে জড়তা দেখা গেলে জড়তা কাটানোর ব্যাপারে উৎসাহ দিবেন। ক্লাসের সকল শিক্ষার্থী যেন সরবে চিঠি পাঠে অংশ নেয় তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করবেন। জোড়ায় পাঠ শেষে শ্রেণিকক্ষের একজন বা দুইজন শিক্ষার্থীকে চিঠিটি সরবে পাঠ করতে বলবেন। নির্দিষ্ট এক বা একাধিক শিক্ষার্থীর পাঠ শেষে শিক্ষক নিজেও একবার পুরো চিঠিটি সম্পূর্ন আবেগ দিয়ে পাঠ করার চেষ্টা করবেন। এরপর তাদের জানাবেন যে কবিতা আবৃত্তির মতো করে যে কোনো সাহিত্য-নির্ভর লেখাই আবেগ সহকারে পাঠ করা যেতে পারে।

এক্ষেত্রে সম্ভব হলে শিক্ষক ইউটিউব বা অন্য যে কোনো উৎস থেকে অডিয়ো বা ভিডিয়োর মাধ্যমে যে কোনো একটি 'একাত্তরের চিঠি' আবৃত্তি শোনাতে পারেন।

শিক্ষার্থীদের জানিয়ে রাখবেন, পাঠের কোনো শব্দের অর্থ বুঝতে সমস্যা হলে সেগুলো যেন চিহ্নিত করে রাখে। লেখাটিতে যেসব নতুন শব্দ তারা খুঁজে পাবে সেগুলো পাঠ্যবইয়ের 'শব্দের অর্থ' অংশ থেকে পড়তে বলবেন। 'শব্দের অর্থ' অংশে প্রদত্ত শব্দের অর্থের বাইরে আরও কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা আছে কি না জানতে চাইবেন এবং সেগুলোর অর্থ বুঝতে তাদের সাহায্য করবেন।

সেশন: ৩-৪

- **পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত 'চিঠি' রচনার ধারণা ও বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা।**

১ম ধাপ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি ছোটো দলে বিভক্ত করবেন এবং পাঠ্যবইয়ের 'পড়ে কী বুঝলাম' অনুশীলনীতে প্রদত্ত প্রশ্নগুলো নিয়ে দলে আলোচনা করে উত্তর প্রস্তুত করার নির্দেশনা দেবেন। দলীয় কাজ করার সময়ে শিক্ষক তাদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন, ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন। তবে উত্তর বলে দেবেন না। শিক্ষার্থীরা কীভাবে দলীয় কাজ করবে ও উপস্থাপন করবে সে ব্যাপারে শিক্ষক সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেবেন।

নমুনা নির্দেশনা:

- 'পড়ে কী বুঝলাম' অনুশীলনীতে প্রদত্ত ৫টি নমুনা প্রশ্ন অনুযায়ী কী ধরনের উত্তর হবে তা নিয়ে দলে আলোচনা করবে ও কাগজে উত্তরগুলো লিখবে। এ কাজ করার জন্য সময় ২০ মিনিট।
- এক্ষেত্রে দলের সদস্যদের থেকে যে কোনো ধরনের মতামত আসুক না কেন তা উত্তরে সংযুক্ত করতে হবে। কোনো ধারণাই বাদ দেওয়া যাবে না।
- প্রতি দল সবকটি প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করলেও শুধুমাত্র ১টি প্রশ্নের উত্তর উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনার জন্য সময় পাবে ২ মিনিট।
- নির্দিষ্ট প্রশ্নের উপর কোনো দলের উপস্থাপন শেষে, তোমার দল যদি তাদের চেয়ে ভিন্ন কোনো বক্তব্য প্রস্তুত করো তবে তা হাত তুলে জানাবে ও মুখে বলবে। একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করবে না।
- উপস্থাপনার পরপরই একদল অন্য দলকে কাজের উপর মতামত প্রদান করতে পারবে। এজন্য আগে থেকেই কাগজে মতামত লিখে রাখতে পারো।

প্রতি দলের উপস্থাপনা শেষে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষকও তাঁর মতামত প্রদান করতে পারবেন।

নমুনা উত্তর: 'পড়ে কী বুঝলাম'

প্রশ্ন	উত্তর
ক. এই চিঠির প্রেরক ও প্রাপক কে?	এই চিঠিটির প্রেরক একজন মুক্তিযোদ্ধা, তাঁর নাম ফেরদৌস কামাল উদ্দীন মাহমুদ এবং প্রাপক হচ্ছে মুক্তিযোদ্ধার মা হাসিনা মাহমুদ।
খ. চিঠিটি বাংলাদেশের ইতিহাসের কোন গুরুত্বপূর্ণ সময়ে লেখা?	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে চিঠিটি লেখা হয়।
গ. প্রেরক কেন চিঠিটি লিখেছেন?	প্রেরক মাকে চিঠি লিখছেন যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি কেমন আছেন এবং যুদ্ধর পরিস্থিতি কেমন তা জানানোর জন্য।
ঘ. একটি চিঠির কোন অংশে কী লিখতে হয়?	চিঠির প্রধান অংশ চারটি। এগুলো হচ্ছে ১) ঠিকানা ও তারিখ; ২) সম্ভাষণ; ৩) মূল বিষয় ও ৪) লেখকের নাম বা স্বাক্ষর। এছাড়া প্রেরক ও প্রাপকের নাম লিখে চিঠি খামের ভিতর পুরে দিতে হয়।
ঙ. চিঠি কেন লেখা হয়?	চিঠি হচ্ছে যোগাযোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এই মাধ্যমে খবরাখবর জানানো হয়। সাধারণত মানুষ যখন দূরে অবস্থান করে তখন কুশলাদি ও অন্যান্য প্রয়োজনে পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়। চিঠি নানা রকম হতে পারে, যেমন ব্যক্তিগত চিঠি, আনুষ্ঠানিক চিঠি ইত্যাদি। উপরের চিঠিটি একটি ব্যক্তিগত চিঠি।

২য় ধাপ

'বলি ও লিখি' অনুশীলনী অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থী অল্প কিছু বাক্যে 'চিঠি' রচনায় লেখকের মূল বক্তব্য নিজের ভাষায় লিখতে নির্দেশ দেবেন। এ কাজের জন্য শিক্ষক ১৫-২০ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এরপর পূর্বের ছোটো দলে শিক্ষার্থীরা একে অপরের সাথে নিজেদের কাজ শেয়ার করবে এবং নিজেরাই মূল্যায়ন করবে লেখকের মূল বক্তব্য তারা কতটা ভালোভাবে তুলে আনতে পেরেছে। কাজ শুরুর পূর্বে শিক্ষক নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করতে পারেন:

- 'চিঠি' রচনাটিতে লেখকের কথা প্রত্যেকে এখন খাতায় ১০/১৫ বাক্যের মধ্যে নিজেদের ভাষায় লিখবে।
- এর জন্য সময় পাবে ১৫/২০ মিনিট।
- লেখা শেষ হলে দলে নিজেদের লেখা শেয়ার করবে। নিজের লেখা দলের সকলকে পড়ে শোনাবে বা দেখাবে এবং অন্যরা তার উপর নিজেদের মতামত দেবে। এভাবে প্রত্যেকেই নিজেদের লেখার উপর অন্যদের মতামত নেবে এবং মতামত গ্রহণ শেষে চাইলে লেখাটি পরিমার্জন করতে পারবে।
- যে কোনো জিজ্ঞাসা বা ভিন্নমত থাকলে আমাকে জানাবে এবং পরিমার্জন শেষে লেখাটি আমার কাছে জমা দেবে।

শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, নমুনা উত্তরের আলোকে প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন, তাদের জানিয়ে রাখবেন, কোথাও বুঝতে অসুবিধা হলে তাকে জানাতে এবং সে-অনুযায়ী তিনি সহায়তা করবেন।

নমুনা উত্তর: বলি ও লিখি (চিঠি)

চিঠিতে প্রেরক তাঁর মাকে জানাতে চেয়েছেন যে সব বাধা অতিক্রম করে তিনি লক্ষে পৌঁছে গেছেন। পাকিস্তানি বাহিনির ওপর প্রতিশোধ নিতে এখন তিনি নিজেকে প্রস্তুত করছেন। তিনি তার প্রতিশ্রুতির কথা ভুলেননি। এখন শুধু উপযুক্ত জবাব দেওয়ার পালা। বনে-বাদাড়ে বাস করে এখন তাঁর চেহারা জংলিদের মতো হয়েছে, দেখলে মা হয়তো তাকে চিনবেনই না। এই জংলি ভাব তার আচরণেও এসেছে। আগে তাঁর ছেলে যেখানে মোরগ জবাই করতে ভয় পেত, এখন সে রক্তের সাগরে ভাসছে। মুক্তিযোদ্ধা ছেলে মাকে এও জানান যে, সামনের যে কোনো দিন সেই আকাঙ্ক্ষিত যুদ্ধ শুরু হতে পারে এবং সে দিনটির জন্য তিনি প্রহর গুনছেন। মণি ভাই প্রয়োজনের তাগিদে তাদের অফিসার করেননি। এখানে তার অনেক পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। পরিবারের কুশলাদি জেনে তিনি খুশি। এছাড়া মায়ের দোয়া নিয়ে আছেন বলে তার মনে কোনো ভয় নেই।

সেশন: ৫-৬

- **চিঠি লেখার জন্য বিবেচ্য নিয়ে আলোচনা ও পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত চিঠি বিশ্লেষণ।**
- **নিজে নিজে চিঠি লেখা।**

১ম ধাপ

'চিঠির বিবেচ্য' অনুচ্ছেদ অনুযায়ী চিঠি লেখার জন্য কী কী বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে তা শিক্ষার্থীদের পড়তে বলবেন। তাদের কাছে জানতে চাইবেন, পাঠ্যবইয়ের ৬টি বাক্যে প্রদত্ত বক্তব্যের সাথে তাদের যদি ভিন্নমত থাকে তা উপস্থাপন করতে এবং একইসাথে কোনো অতিরিক্ত বিষয় যদি বিবেচনায় আনা উচিত বলে তারা মনে করে তবে তাও উল্লেখ করতে বলবেন। একইসাথে শিক্ষকও তার মতামত যুক্ত করতে পারেন। এরপর তাদের কাছে জানতে চাইবেন, 'চিঠি' রচনাতে এ ধারণাগুলোর প্রতিফলন হয়েছে কি না? যদি হয় কীভাবে হয়েছে; আর যদি না হয় তাহলে কোথায় কোথায় হয়নি। আলোচনার সুবিধার্থে শিক্ষক নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:

- যে কোনো বিষয়ে চিঠি লেখার ব্যাপারে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে বলে পাঠ্যবই ও আমাদের আলোচনায় এসেছে তার সবকিছুর প্রতিফলন কি 'চিঠি' রচনাতে হয়েছে?

- যদি হয়ে থাকে, কীভাবে প্রতিফলন হয়েছে?
- যদি না হয়ে থাকে, কোথায় কোথায় হয়নি?

শিক্ষার্থীদের সাথে এ বিষয়ে আলোচনা শেষে নিচের নোট অনুযায়ী চিঠির ধারণা পুনরায় উপস্থাপন করবেন এবং এ নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবেন। প্রয়োজনে কিছু নমুনা চিঠি শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপন করবেন।

চিঠি এক ধরনের প্রায়োগিক লেখা। একসময়ে দূরবর্তী যোগাযোগের প্রধান উপায় ছিল এই চিঠি। পরিবারের লোকজনের কাছে কিংবা পরিচিত মানুষের কাছে চিঠি লিখে খবর জানানো হতো, আবার চিঠি লিখে খবর জানতে চাওয়া হতো। জবাবে তিনিও চিঠি লিখতেন। চিঠি সাধারণত খামে ভরে পাঠানো হয়। খামের উপরে বাম পাশে প্রেরকের নাম-ঠিকানা ও ডান পাশে প্রাপকের নাম-ঠিকানা লেখা হয়। চিঠির ব্যবহার ক্রমে কমে যাচ্ছে। এর পরিবর্তে আজকাল বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল মাধ্যমে এই জাতীয় যোগাযোগের কাজ বেশি হচ্ছে।

২য় ধাপ

এ-পর্যায়ে শিক্ষক একক কাজ হিসেবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একটি করে চিঠি লেখার নির্দেশনা দেবেন। চিঠিটি কাকে এবং কী বিষয়ে লিখবে তা শিক্ষার্থীদেরকে স্বাধীনভাবে নির্ধারণ করার সুযোগ দেবেন। এ ব্যাপারে চিন্তা করার ও প্রস্তুতির জন্য শিক্ষার্থীদের জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দেবেন।

তবে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দেবেন যেন তারা তাদের বাস্তব জীবনের যে কোনো ব্যক্তির উদ্দেশ্যে চিঠিটি লেখে এবং তাকে পৌঁছে দেয়। এটি হতে পারে তার পরিবারের যে কোনো ব্যক্তি, বন্ধু, শিক্ষক, বা পরিচিত যে কোনো ব্যক্তি। তবে বাস্তব জীবনের কোনো ব্যক্তির উদ্দেশ্যে চিঠিটি লিখে পৌঁছে দেওয়ার কাজটি কেউ করতে না চাইলে তাদেরকে জোরাজুরি করবেন না। একইসাথে উল্লেখ করবেন যে, চিঠিটি সত্যিকার খামে ভরে পাঠাতে হবে এমন নয়। কিন্তু তারা প্রত্যেকে চেষ্টা করবে যেন সাদা/রঙিন কাগজ ব্যবহার করে নিজেরা খাম বানিয়ে তার ভেতরে চিঠিটি ভরে ঐ ব্যক্তির কাছে সরাসরি পৌঁছে দেয়। তবে কেউ যদি ডাক বা কুরিয়ারযোগে চিঠি পাঠাতে চায় সে ব্যাপারেও উৎসাহ দেবেন। চিঠি লেখার ব্যাপারে শিক্ষার্থীরা একে অন্যের সাথে আলোচনা করতে পারবে ও সহযোগিতা গ্রহণ করতে পারবে।

চিঠি যেহেতু একটি ব্যক্তিগত লেখা তাই অনুমতি ছাড়া যেন একজন অন্যের চিঠি না পড়ে সে ব্যাপারে লক্ষ রাখতে বলবেন।

একক কাজ চলাকালে শিক্ষক পুরো ক্লাসে ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ দেখবেন এবং প্রয়োজন অনুসারে তথ্য ও নির্দেশনা দিয়ে তাদের সহায়তা করবেন। চিঠিটি লেখার সময়ে পাঠ্য বইয়ের 'চিঠির বিবেচ্য' অনুচ্ছেদটির বক্তব্য মনে রাখতে বলবেন এবং লেখা শেষে আবার মিলিয়ে নিতে বলবেন। চিঠি লেখার কাজটি শেষ করার জন্য একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। নিজে নিজে চিঠি লেখার কাজটি শেষ হলে চিঠি লিখে তাদের কেমন অনুভূতি হলো তা জানতে চাইবেন। একইসাথে যার উদ্দেশ্যে চিঠি লেখা হয়েছিল তাকে চিঠি পৌঁছে দেওয়ার পর, চিঠিটি পড়ে ঐ ব্যক্তির অনুভূতি সম্পর্কেও শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা জানতে চাইবেন।

সময় বিবেচনায় প্রস্তুতির জন্য ১টি সেশন বরাদ্দ রাখতে পারেন এবং পরবর্তী সেশনে উপস্থাপনা ও উপস্থাপনা পরবর্তী আলোচনা করতে পারেন।

ভিন্নমত প্রকাশের সুযোগ আছে এমন নমুনা উত্তরগুলোকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করবেন না। নমুনা উত্তরের আলোকে নির্দিষ্ট কাজ নিয়ে ধারণায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সংযোজন বা বিয়োজন করতে পারবেন। এমনভাবে নির্দেশনা দেবেন যাতে কী ধরনের উত্তর প্রস্তুত করতে হবে তা শিক্ষার্থীরা সহজে বুঝতে পারে এবং কাজের সময়ে নিজেদের বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা ও চিন্তার প্রতিফলন ঘটানোর সুযোগ পায়।

২য় পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ১০: বিবরণমূলক লেখা

এই শিখন-অভিজ্ঞতায় এমন কিছু কার্যক্রম পরিকল্পনা করা হয়েছে যেন শিক্ষার্থীরা বিবরণমূলক লেখার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারে; যে কোনো ব্যক্তি, বস্তু, ঘটনা, অনুভূতি ইত্যাদি বর্ণনামূলক ভাষায় উপস্থাপন করতে পারে; বিবরণমূলক লেখা পড়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে পারে; লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির সাথে নিজের মতের মিল-অমিল নির্ধারণ করতে পারে, এবং এই অভিজ্ঞতার প্রতিফলন হিসেবে নিজেরা বিবরণমূলক লেখা প্রস্তুত করতে পারে।

কৌশল : প্রশ্নোত্তর, একক কাজ, দলীয় কাজ, বিশ্লেষণ, তথ্য অনুসন্ধান, উপস্থাপনা ।

সেশন সংখ্যা : ৬

উপকরণ : পাঠ্যবইয়ের পঞ্চম অধ্যায় ২য় পরিচ্ছেদ (পিরামিড); সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী।

কার্যক্রম:

- ‘পিরামিড’ লেখাটি পাঠ।
- ‘পিরামিড’ লেখার ধারণা ও বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা।
- ‘পিরামিড’ লেখায় লেখকের বক্তব্যের সাথে নিজের ধারণার মিল-অমিল বিশ্লেষণ করা।
- বিবরণমূলক লেখার ধারণা নিয়ে আলোচনা।
- নিজের এলাকার অন্তত পঞ্চাশ বছরের পুরনো কোনো স্থাপত্য সম্পর্কে বিবরণমূলক লেখা প্রস্তুত করা।

সেশন: ১

- **‘পিরামিড’ লেখাটি পাঠ।**

শিক্ষক পাঠ্যবই থেকে ‘পিরামিড’ লেখাটি প্রথমে ৫ মিনিট সময়ের মধ্যে যতখানি পারে নীরবে পাঠ করতে বলবেন। এরপর রচনাটির ৩ লাইন করে সবাইকে শব্দ করে পড়ার নির্দেশ দেবেন। সরব পাঠের কাজটি শ্রেণিকক্ষের প্রত্যেক শিক্ষার্থী ৩ লাইন করে পাঠ করবে। শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থী সংখ্যা বিবেচনায় পুরো লেখাটি একাধিকবার পাঠ হতে পারে। শিক্ষক লক্ষ রাখবেন যেন সকল শিক্ষার্থী পাঠ কাজে অংশ নিতে পারে। তবে সময় বিবেচনায় সকল শিক্ষার্থীকে সরব পাঠে অংশগ্রহণ করানো সম্ভব না হলে, যারা অংশগ্রহণ করতে পারেনি তাদের পরবর্তী পাঠে সুযোগ দেবেন এবং তা জানিয়ে রাখবেন। পাঠ শুরুর আগেই শিক্ষক নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- ‘পিরামিড’ লেখাটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এজন্য সময় ৫ মিনিট। এ সময়ের মধ্যে যতটা পড়া যায়, পড়ো।
- এরপর ক্লাসের সকল শিক্ষার্থী নিজেদের জায়গায় থেকে ‘পিরামিড’ রচনাটি ৩ লাইন করে ক্রমান্বয়ে পড়বে। তোমার পাশের বন্ধুটি যে লাইনে এসে পাঠ শেষ করবে তুমি তার পরের লাইন থেকে শুরু করে আরো ৩ লাইন পড়বে।

- জোরে পড়ার চেষ্টা করবে যেন ক্লাসের সবাই তোমার কথা শুনতে পায়।
- এক্ষেত্রে শব্দের প্রমিত উচ্চারণ হচ্ছে কি না, তা একজন পড়ার সময়ে অন্যরা খেয়াল করবে। কোনো মতামত থাকলে তা জানাবে।
- কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে কারো কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে তাও জানাবে।

সরব পাঠের সময়ে শিক্ষার্থীদের প্রমিত উচ্চারণের দিকে শিক্ষক লক্ষ রাখবেন, কোনো উচ্চারণ সঠিক না হলে পুনরায় বলতে বলবেন এবং প্রয়োজন হলে সঠিক উচ্চারণটি বলে দেবেন। শিক্ষার্থীদের জানিয়ে রাখবেন যে পাঠের কোনো শব্দের অর্থ বুঝতে সমস্যা হলে সেগুলো চিহ্নিত করে রাখতে। লেখাটিতে যেসব নতুন শব্দ তারা খুঁজে পাবে সেগুলো পাঠ্যবইয়ের 'শব্দের অর্থ' অংশ থেকে পড়তে বলবেন। 'শব্দের অর্থ' অংশে প্রদত্ত শব্দের অর্থের বাইরে আরও কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা আছে কি না জানতে চাইবেন এবং সেগুলোর অর্থ বুঝতে তাদের সাহায্য করবেন।

সেশন: ২-৩

- **'পিরামিড' লেখার ধারণা ও বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা।**

১ম ধাপ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি ছোটো দলে বিভক্ত করবেন এবং পাঠ্যবইয়ের 'পড়ে কী বুঝলাম' অনুশীলনীতে প্রদত্ত প্রশ্নগুলো নিয়ে শিক্ষার্থীরা দলে আলোচনা করে উত্তর প্রস্তুত করার নির্দেশনা দেবেন। দলীয় কাজ করার সময়ে শিক্ষক তাদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন, ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন। তবে উত্তর বলে দেবেন না। শিক্ষার্থীরা কীভাবে দলীয় কাজ করবে এবং তা উপস্থাপন করবে সে-ব্যাপারে শিক্ষক সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- 'পড়ে কী বুঝলাম' অনুশীলনীতে প্রদত্ত ৫টি নমুনা প্রশ্ন অনুযায়ী কী ধরনের উত্তর হবে তা নিয়ে দলে আলোচনা করবে এবং কাগজে উত্তরগুলো লিখবে। এ কাজ করার জন্য সময় ২০ মিনিট।
- এক্ষেত্রে দলের সদস্যদের থেকে যে কোনো ধরনের মতামত আসুক না কেন তা উত্তরে সংযুক্ত করতে হবে। কোনো ধারণাই বাদ দেওয়া যাবে না।
- প্রতি দল সবকটি প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করলেও শুধুমাত্র ১টি প্রশ্নের উত্তর উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনার জন্য সময় পাবে ২ মিনিট।
- যে প্রশ্নের উপর উপস্থাপন করা হয়েছে, তোমার দল তার চেয়ে ভিন্ন কোনো বক্তব্য প্রস্তুত করলে হাত তুলে জানাবে ও মুখে বলবে। একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করবে না।
- উপস্থাপনার পরপরই একদল অন্য দলকে কাজের উপর মতামত প্রদান করতে পারবে। এজন্য আগে থেকেই কাগজে মতামত লিখে রাখতে পারো।

প্রতি দলের উপস্থাপনা শেষে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষকও তাঁর মতামত প্রদান করতে পারবেন।

নমুনা উত্তর: 'পড়ে কী বুঝলাম' (পিরামিড)

প্রশ্ন	উত্তর
ক. লেখক এখানে কীসের বিবরণ দিয়েছেন?	লেখক এখানে পিরামিডগুলোর বিবরণ দিয়েছেন।
খ. পিরামিডগুলো কারা তৈরি করেছিলেন এবং কখন তৈরি করেছিলেন?	মিশরের ফারাওরা পিরামিডগুলো তৈরি করেছিলেন। প্রায় সাড়ে ছ হাজার বছর আগে পিরামিডগুলো তৈরি হয়।
গ. পিরামিডগুলো কেন তৈরি করা হয়েছিল?	অনন্ত জীবনের প্রত্যাশায় ফারাওরা পিরামিডগুলো তৈরি করেছিলেন। ফারাওদের বিশ্বাস ছিল মানুষের লাশ পচে গেলে তারা অনন্ত জীবনের অধিকারী হতে পারে না। তাই মৃতদেহকে 'মমি' বানিয়ে পিরামিডের ভিতরে রেখে দিলে অনন্ত জীবনের পথে আর বাধা থাকে না। কেননা শক্ত পিরামিডের ভিতরে ঢুকে কেউ 'মমি'কে ছুঁতেও পারবে না। তাই তারা পিরামিড তৈরি করেন।
ঘ. পিরামিডগুলো কীভাবে তৈরি করা হয়েছিল?	পিরামিডগুলো পাথরের তৈরি। পাথর কেটে পাথরের টুকরোর উপর পাথরের টুকরো বসিয়ে পিরামিড তৈরি করা হয়েছিল।
ঙ. পিরামিড একটি পুরাকীর্তি। বাংলাদেশের যে কোনো পুরাকীর্তির সাথে এর মিল-অমিল খুঁজে বের করো।	বাংলাদেশের বিখ্যাত একটি পুরাকীর্তি হচ্ছে পাহাড়পুরের সোমপুর বিহার। পিরামিডের মতো এটিও প্রাচীন স্থাপনা। তবে পিরামিডের প্রাচীনত্বের চেয়ে এর প্রাচীনত্ব কম। পিরামিড যেমন ফারাও রাজারা তৈরি করেছেন, সোমপুর বিহারও পাল রাজাদের কীর্তি। পিরামিডে মৃত রাজাদের দেহ মমি করে রাখা হতো, আর বিহারে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বসবাস করতেন এবং শাস্ত্রচর্চা করতেন। পিরামিড ত্রিকোণ-বিশিষ্ট, আর সোমপুর বিহারটি চতুষ্কোণ-বিশিষ্ট। পিরামিডের ভিতরে যেমন ছোটো ছোটো কুঠুরি রয়েছে, বিহারের ভিতরেও তাই। বিহারের দেয়ালে টেরাকোটা চিত্র থাকলেও, পিরামিডের দেয়ালে তেমন চিত্র নেই। তবে মিশরের পিরামিড ও সোমপুর বিহার দুটিই প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন।

২য় ধাপ

'বলি ও লিখি' অনুশীলনী অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থী অল্প কিছু বাক্যে 'পিরামিড' লেখাটিতে লেখকের মূল বক্তব্য নিজের ভাষায় লিখবে। এ কাজের জন্য শিক্ষক ১০-১৫ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এরপর পূর্বের ছোটো দলে শিক্ষার্থীরা একে অপরের সাথে নিজেদের কাজ শেয়ার করবে এবং নিজেরাই মূল্যায়ন করবে লেখকের মূল বক্তব্য তারা কতটা ভালোভাবে তুলে আনতে পেরেছে। কাজ শুরুর পূর্বে শিক্ষক নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করতে পারেন:

- 'পিরামিড' লেখাটিতে লেখকের কথা প্রত্যেকে ১০/১৫ বাক্যের মধ্যে নিজেদের ভাষায় লিখবে।

- এ কাজের জন্য সময় পাবে ১০/১৫ মিনিট।
- লেখা শেষ হলে দলে নিজেদের লেখা শেয়ার করবে। নিজের লেখা দলের সকলকে পড়ে শোনাবে বা দেখাবে এবং অন্যরা তার উপর নিজেদের মতামত দেবে। এভাবে প্রত্যেকেই নিজেদের লেখার উপর অন্যদের মতামত নেবে এবং মতামত গ্রহণ শেষে চাইলে লেখাটি পরিমার্জন করতে পারবে।
- যে কোনো জিজ্ঞাসা বা ভিন্ন মত থাকলে আমাকে জানাবে এবং পরিমার্জন শেষে লেখাটি আমার কাছে জমা দেবে।

শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, নমুনা উত্তরের আলোকে প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন, তাদের জানিয়ে রাখবেন, কোথাও বুঝতে অসুবিধা হলে তাকে জানাতে এবং সে-অনুযায়ী তিনি সহায়তা করবেন।

নমুনা উত্তর: বলি ও লিখি (পিরামিড)

পিরামিড পৃথিবীর একটি আশ্চর্য নিদর্শন এবং তা পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন কীর্তিগুলোর মধ্যে অন্যতম। যুগ যুগ ধরে পিরামিডের ভিতর ও বাইরের রহস্য উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করছে মানুষ। অনেকে পিরামিডের ভিতরে ঢুকতে চেয়েছে সম্পদের লোভে, কিন্তু মিস্ত্রিরা এমন কৌশলে তা বানিয়েছিল যে সহজে কেউ যেন প্রবেশের রাস্তা না পায়। মিশরের ভিতরে বাইরে আরো পিরামিড থাকলেও গিজে অঞ্চলের তিন পিরামিডই জগৎ-বিখ্যাত। লেখক এগুলোর কথাই তুলে ধরেছেন। পিরামিড তিনটি যেসব রাজা নির্মাণ করেছেন তাদের নাম, নির্মাণের কাল এবং পিরামিডগুলোরা উচ্চতা ও আকৃতির বর্ণনাও দিয়েছেন লেখক। এসব পিরামিড তৈরি হয়েছিল পাথর কেটে, পাথরের টুকরো দিয়ে। মোট লেগেছিল তেইশ লক্ষ টুকরো পাথর; এগুলো বানাতেও এক লক্ষ লোকের বিশ বছর সময় লেগেছিল; ব্যয় হয়েছিল প্রচুর অর্থের। পিরামিডগুলো বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে মিশরের রাজারা তৈরি করেছিলেন। মূল লক্ষ্য ছিল অনন্ত জীবনের প্রত্যাশা। ফারাওদের বিশ্বাস ছিল মানুষের লাশ পচে গেলে তারা অনন্ত জীবনের অধিকারী হতে পারে না। তাই মৃতদেহকে 'মমি' বানিয়ে পিরামিডের ভিতরে রেখে দিয়ে অনন্ত জীবনের পথে আর বাধা থাকে না। কেননা শক্ত পিরামিডের ভিতরে ঢুকে কেউ 'মমি'কে ছুঁতেও পারবে না। কিন্তু তাদের সেই আশা পূর্ণ হয়নি। কারণ এরমধ্যে মানুষ মমিকে স্পর্শ করতে পেরেছে এবং তা স্থানান্তরিত করে জাদুঘরে রেখেও দিয়েছে।

সেশন: ৪

- **'পিরামিড' লেখায় লেখকের বক্তব্যের সাথে নিজের ধারণার মিল-অমিল বিশ্লেষণ করা।**

শিক্ষক 'লেখা নিয়ে মতামত' অনুশীলনী অনুযায়ী 'পিরামিড' রচনা থেকে শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে এক বা একাধিক বক্তব্য শনাক্ত করতে বলবেন। শিক্ষক আগেই তাদের জানিয়ে রাখবেন, 'পিরামিড' থেকে এমন বক্তব্য শনাক্ত করবে যেটির সাথে সে একমত নয় বা যে বক্তব্য সম্পর্কে তার মনে কোনো প্রশ্ন রয়েছে। সে বক্তব্যও শনাক্ত করতে পারবে যার তথ্য কিংবা ধারণা নিয়ে তার ভিন্নমত বা সন্দেহ রয়েছে। শনাক্তকৃত বক্তব্যের উপরে শিক্ষার্থী নিজের মতো করে তার মতামত প্রস্তুত করবে। এ কাজের উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীরা যেন রচনার যে কোনো বক্তব্য বা লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে নিজের মতের পার্থক্য করতে পারে এবং তা প্রকাশ করতে পারে। কাজটি শুরু করার আগে বইয়ের নমুনা উত্তরগুলো তাদের দেখে নিতে বলবেন।

কাজটি তারা কীভাবে করবে এবং উপস্থাপন করবে সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- প্রত্যেকে নিজেদেরকে একজন বিশ্লেষক হিসেবে কল্পনা করো। এখন বিশ্লেষক হিসেবে তোমার কাজ হবে 'পিরামিড' রচনা থেকে কিছু বক্তব্য খুঁজে বের করে সেগুলো সম্পর্কে মতামত প্রস্তুত করা। 'পিরামিড' থেকে এমন বক্তব্য খুঁজে বের করবে যেটির সাথে তুমি একমত নও। এমন বক্তব্য নিয়েও মত প্রকাশ করতে পারো যেটির তথ্য কিংবা ধারণা সম্পর্কে তোমার ভিন্নমত বা সন্দেহ রয়েছে।কাজটি প্রথমে প্রত্যেকে এককভাবে করবে। এ জন্য সময় পাবে ১৫ মিনিট।
- কাজ শেষে একজন একজন করে নিজেদের কাজ উপস্থাপন করবে। রচনাটির যে বক্তব্য নিয়ে তোমার ভিন্নমত আছে তা উল্লেখ করবে ও তোমার মতামত ব্যাখ্যা করবে।
- একজনের উপস্থাপনার সময়ে অন্যরা শুনবে। এক্ষেত্রে উপস্থাপনাটি নিয়ে কারো কোনো মন্তব্য থাকলে তা হাত তুলে জানাবে। প্রত্যেকে লক্ষ রাখবে যেন নিজেদের উপস্থাপনার সময়ে একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি না হয়।

একক কাজ চলাকালে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ দেখবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের সহায়তা করবেন। তারা যেন নিজেদের মতো করে রচনাটি সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করতে পারে সে লক্ষ্যে উৎসাহ দেবেন।

নোট: পিরামিড পৃথিবীর সবচেয়ে পুরনো কীর্তিস্তম্ভ নয়। এছাড়াও মিশরের সবচেয়ে পুরনো পিরামিড, যা গিজার পিরামিড নামে পরিচিত সেটির নির্মাণের কাল প্রায় ২৫৭০ খ্রিস্টপূর্ব । অর্থাৎ সাড়ে চার হাজারের চেয়ে কিছু কাল আগে এর নির্মাণ কাজ শুরু হয়।

সেশন: ৫-৬

- **বিবরণমূলক লেখার ধারণা নিয়ে আলোচনা।**
- **নিজের এলাকার অন্তত পঞ্চাশ বছরের পুরানো কোনো স্থাপত্য সম্পর্কে বিবরণমূলক লেখা প্রস্তুত করা।**

পাঠ্যবইয়ের 'বিবরণ লেখার কৌশল' অনুচ্ছেদটি ৫ মিনিট সময়ের মধ্য শিক্ষার্থীদের নীরবে পড়তে বলবেন। পাঠ শেষে অনুচ্ছেদের কোনো বক্তব্য নিয়ে তাদের অস্পষ্টতা বা দ্বিমত আছে কি না জানতে চাইবেন এবং থাকলে তা নিয়ে আলোচনা করবেন।

আলোচনা শেষে 'বিবরণ লিখি' অনুশীলনী অনুযায়ী একক কাজ হিসেবে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে তার এলাকার বা জেলার অন্তত পঞ্চাশ বছরের পুরানো যে কোনো একটি স্থাপত্য সম্পর্কে ১০০ থেকে ১৫০ শব্দের মধ্যে একটি বিবরণ লেখার নির্দেশ দেবেন। এটি একক কাজ হলেও শিক্ষার্থীরা একে অন্যের সাথে আলোচনা করতে পারবে। এমনকি বাড়িতে বা এলাকার যে কোনো ব্যক্তির সাথে কথা বলেও পুরাকীর্তিটি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে বিবরণটি লিখতে পারবে। শিক্ষার্থীদের কাজের সুবিধার্থে শিক্ষক নিচের নির্দেশনাগুলো দেবেন:

- বিবরণ লিখি' অনুশীলনী অনুযায়ী প্রত্যেকে তার এলাকার অন্তত পঞ্চাশ বছরের পুরানো যে কোনো একটি স্থাপত্য সম্পর্কে ১০০ থেকে ১৫০ শব্দের মধ্যে একটি বিবরণ লিখবে। পুরাকীর্তিটি হতে পারে কোনো পুরোনো বাড়ি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সমাধিস্থল, প্রশাসনিক ভবন ইত্যাদি।
- যদি তোমার আশেপাশের এলাকার মধ্যে এ ধরনের অন্তত পঞ্চাশ বছরের পুরানো স্থাপত্য না থাকে তাহলে দূরবর্তী এলাকার বা নিজ জেলার অন্য যে কোনো পুরাকীর্তি সম্পর্কে লিখতে পারো। তাই প্রথমে কোন পুরাকীর্তিটি সম্পর্কে লিখবে তা নিয়ে চিন্তা করো এবং স্থানটি বাছাই করো।

- ১ম ক্লাসে লেখাটির প্রাথমিক খসড়া তৈরি করবে। এ ব্যাপারে বন্ধুদের সাথেও আলোচনা করতে পারো। ক্লাসে বসে প্রাথমিক খসড়া তৈরি শেষে তোমরা চাইলে বাড়িতে বা এলাকার যে কোনো ব্যক্তির সাথে কথা বলে বা ইন্টারনেটে খুঁজেও পুরাকীর্তিটি সম্পর্কে আরো তথ্য সংগ্রহ করতে পারো। তথ্য সংগ্রহ শেষে বিবরণটি নতুন করে লিখতে পারো বা যে কোনো পরিবর্তন আনতে পারো। চেষ্টা করবে ২য় ক্লাসে আসার আগে বিবরণ লেখার মূল কাজ শেষ হয়ে যায়।
- ২য় ক্লাসে তৈরি করে আনা লেখাটি ছোটো দলে নিজেদের মধ্যে শেয়ার করবে। নিজের লেখা দলের সকলকে পড়ে শোনাবে বা দেখাবে এবং লেখাটি বিবরণমূলক লেখার বৈশিষ্ট্য পূরণ করতে পেরেছে কিনা সে ব্যাপারে বাকিরা মতামত দেবে। প্রত্যেকেই নিজের লেখার উপর অন্যদের মতামত নেবে এবং এরপর চাইলে লেখাটি পরিমার্জন করতে পারবে।
- যে কোনো জিজ্ঞাসা বা ভিন্ন মত থাকলে আমাকে জানাবে এবং পরিমার্জন শেষে লেখাটি আমার কাছে জমা দেবে।

একক ও দলীয় কাজ চলাকালে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ দেখবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের সহায়তা করবেন। তাদের জানিয়ে রাখবেন, কোথাও বুঝতে না পারলে বা জিজ্ঞাসা থাকলে তাকে জানাতে।

মনে রাখবেন: সকল শিক্ষার্থীর জন্য বিবরণমূলক রচনা লেখার কাজটি সহজ হবে না। একইসাথে যারা লিখবে, সাহিত্যমান বিবেচনায় তা ভালো রচনা নাও হতে পারে। শিক্ষার্থীদের নিজে নিজে বিবরণমূলক রচনা লিখতে দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো নির্দিষ্ট বিষয়ে নিজের পর্যবেক্ষণ, অনুভূতি, মতামত ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে ভাষায় রূপ দেওয়ার কাজে তাদের হাতেখড়ি দেওয়া। তারা যেন নিজে থেকে বিবরণমূলক রচনা প্রস্তুত করার চেষ্টা করে এবং চেষ্টা করতে গিয়ে হতাশ না হয়ে পড়ে সেটিই এ কাজের মূল লক্ষ্য। তাই, এ কাজের নির্দেশনা প্রদানের সময়ে শিক্ষার্থীদের বয়স, আগ্রহ ও চাহিদা, পারিপার্শ্বিক সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনায় রাখবেন। তারা যে ধরনের লেখাই তৈরি করুক না কেন তাদের উৎসাহ দেবেন। যদি এমনটি ঘটে, যেখানে একজন শিক্ষার্থী চেষ্টা করার পরেও কিছুই প্রস্তুত করতে পারেনি, তবে চেষ্টা করার জন্যই তাকে মূল্যায়ন করবেন। একইসাথে সে যেন নিজে থেকে লেখার চেষ্টা অব্যাহত রাখে, সে ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে যাবেন। তিনি তার অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করবেন, তবে তাদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করা ও প্রকাশ করার সুযোগ যেন ব্যাহত না হয়।

ভিন্নমত প্রকাশের সুযোগ আছে এমন নমুনা উত্তরগুলোকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করবেন না। নমুনা উত্তরের আলোকে নির্দিষ্ট কাজ নিয়ে ধারণায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সংযোজন বা বিয়োজন করতে পারবেন। এমনভাবে নির্দেশনা দেবেন যাতে কী ধরনের উত্তর প্রস্তুত করতে হবে তা শিক্ষার্থীরা সহজে বুঝতে পারে এবং কাজের সময়ে নিজেদের বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা ও চিন্তার প্রতিফলন ঘটানোর সুযোগ পায়।

৩য় পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ১১: তথ্যমূলক লেখা

এই শিখন-অভিজ্ঞতায় এমন কিছু কার্যক্রম পরিকল্পনা করা হয়েছে যেন শিক্ষার্থীরা তথ্যমূলক লেখার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারে, কোনো লেখা পড়ে এর তথ্যগুলো শনাক্ত করতে পারে ও উপস্থাপন করতে পারে, লেখা পড়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে পারে, প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্যসংগ্রহ করার কৌশল জানতে পারে এবং এই অভিজ্ঞতার প্রতিফলন হিসেবে নিজেরা তথ্যমূলক লেখা প্রস্তুত করতে পারে।

কৌশল : প্রশ্নোত্তর, একক কাজ, দলীয় কাজ, আলোচনা, বিশ্লেষণ, তথ্য অনুসন্ধান, উপস্থাপনা ।

সেশন সংখ্যা : ৬

উপকরণ : পাঠ্যবইয়ের পঞ্চম অধ্যায় ৩য় পরিচ্ছেদ (জগদীশচন্দ্র বসু); সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী।

কার্যক্রম:

- ‘জগদীশচন্দ্র বসু’ লেখাটি পাঠ।
- ‘জগদীশচন্দ্র বসু’ লেখার ধারণা ও বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা।
- ‘জগদীশচন্দ্র বসু’ লেখায় লেখকের বক্তব্যের সাথে নিজের ধারণার মিল-অমিল বিশ্লেষণ করা।
- তথ্যমূলক লেখার ধারণা নিয়ে আলোচনা করা।
- নির্দিষ্ট বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে তথ্যমূলক লেখা প্রস্তুত করা।

সেশন: ১

- **‘জগদীশচন্দ্র বসু’ লেখাটি পাঠ।**

শিক্ষক পাঠ্যবই থেকে ‘জগদীশচন্দ্র বসু’ লেখাটি প্রথমে ৫ মিনিট সময়ের মধ্যে যতখানি পারে নীরবে পাঠ করতে বলবেন। এরপর রচনাটির ৩ লাইন করে সবাইকে শব্দ করে পড়ার নির্দেশ দেবেন। সরব পাঠের কাজটি শ্রেণিকক্ষের প্রত্যেক শিক্ষার্থী ৩ লাইন করে পাঠ করবে। শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থী সংখ্যা বিবেচনায় পুরো লেখাটি একাধিকবার পাঠ হতে পারে। শিক্ষক লক্ষ রাখবেন যেন সকল শিক্ষার্থী পাঠ কাজে অংশ নিতে পারে। তবে সময় বিবেচনায় সকল শিক্ষার্থীকে সরব পাঠে অংশগ্রহণ করানো সম্ভব না হলে, যারা অংশগ্রহণ করতে পারেনি তাদের পরবর্তী পাঠে সুযোগ দেবেন এবং তা জানিয়ে রাখবেন। পাঠ শুরুর আগেই শিক্ষক নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- ‘জগদীশচন্দ্র বসু’ লেখাটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এজন্য সময় ৫ মিনিট। এ সময়ের মধ্যে যতটা পড়া যায়, পড়ো।
- এরপর ক্লাসের সকল শিক্ষার্থী নিজেদের জায়গায় থেকে ‘জগদীশচন্দ্র বসু’ রচনাটি ৩ লাইন করে ক্রমান্বয়ে পড়বে। তোমার পাশের বন্ধুটি যে লাইনে এসে পাঠ শেষ করবে তুমি তার পরের লাইন থেকে শুরু করে আরো ৩ লাইন পড়বে।

- জোরে পড়ার চেষ্টা করবে যেন ক্লাসের সবাই তোমার কথা শুনতে পায়।
- এক্ষেত্রে শব্দের প্রমিত উচ্চারণ হচ্ছে কি না, তা একজন পড়ার সময়ে অন্যরা খেয়াল করবে। কোনো মতামত থাকলে তা জানাবে।
- কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে কারো কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে তাও জানাবে।

সরব পাঠের সময়ে শিক্ষার্থীদের প্রমিত উচ্চারণের দিকে শিক্ষক লক্ষ রাখবেন, কোনো উচ্চারণ সঠিক না হলে পুনরায় বলতে বলবেন এবং প্রয়োজন হলে সঠিক উচ্চারণটি বলে দেবেন। শিক্ষার্থীদের জানিয়ে রাখবেন যে পাঠের কোনো শব্দের অর্থ বুঝতে সমস্যা হলে সেগুলো চিহ্নিত করে রাখতে। লেখাটিতে যেসব নতুন শব্দ তারা খুঁজে পাবে সেগুলো পাঠ্যবইয়ের 'শব্দের অর্থ' অংশ থেকে পড়তে বলবেন। 'শব্দের অর্থ' অংশে প্রদত্ত শব্দের অর্থের বাইরে আরও কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা আছে কি না জানতে চাইবেন এবং সেগুলোর অর্থ বুঝতে তাদের সাহায্য করবেন।

সেশন: ২-৩

- **'জগদীশচন্দ্র বসু' লেখার ধারণা ও বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা।**

১ম ধাপ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি ছোটো দলে বিভক্ত করবেন এবং পাঠ্যবইয়ের 'পড়ে কী বুঝলাম' অনুশীলনীতে প্রদত্ত প্রশ্নগুলো নিয়ে শিক্ষার্থীরা দলে আলোচনা করে উত্তর প্রস্তুত করার নির্দেশনা দেবেন। দলীয় কাজ করার সময়ে শিক্ষক তাদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন, ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন। তবে উত্তর বলে দেবেন না। শিক্ষার্থীরা কীভাবে দলীয় কাজ করবে ও উপস্থাপন করবে সে-ব্যাপারে শিক্ষক সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- 'পড়ে কী বুঝলাম' অনুশীলনীতে প্রদত্ত ৫টি নমুনা প্রশ্ন অনুযায়ী কী ধরনের উত্তর হবে তা নিয়ে দলে আলোচনা করবে ও কাগজে উত্তরগুলো লিখবে। এর জন্য সময় ২০ মিনিট।
- এক্ষেত্রে দলের সদস্যদের থেকে যে কোনো ধরনের মতামত আসুক না কেন তা উত্তরে সংযুক্ত করতে হবে। কোনো ধারণাই বাদ দেওয়া যাবে না।
- প্রতি দল সবকটি প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করলেও শুধুমাত্র ১টি প্রশ্নের উত্তর উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনার জন্য সময় পাবে ২ মিনিট।
- যে প্রশ্নের উপর উপস্থাপন করা হয়েছে, তোমার দল তার চেয়ে ভিন্ন কোনো বক্তব্য প্রস্তুত করলে হাত তুলে জানাবে ও মুখে বলবে। একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করবে না।
- উপস্থাপনার পরপরই একদল অন্য দলকে কাজের উপর মতামত প্রদান করতে পারবে। এজন্য আগে থেকেই কাগজে মতামত লিখে রাখতে পারো।

প্রতি দলের উপস্থাপনা শেষে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষকও তাঁর মতামত প্রদান করতে পারবেন।

নমুনা উত্তর: 'পড়ে কী বুঝলাম' (জগদীশচন্দ্র বসু)

<table>
<tr><th>প্রশ্ন</th><th>উত্তর</th></tr>
<tr><td>ক. জগদীশচন্দ্র বসু সম্পর্কে এই লেখায় কী কী গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে?</td><td>এই লেখায় জগদীশচন্দ্র বসু সম্পর্কে নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে। যেমন, তাঁর জন্ম, পরিচয়, শিক্ষাদীক্ষা, চাকরিজীবন, কর্ম ও নানা আবিষ্কারের কথা রয়েছে। এমনকি তাঁকে সম্মান জানিয়ে ব্রিটিশ সরকার কাগজি মুদ্রার নোটে যে ছবি ছাপে তার তথ্যও প্রবন্ধটিতে রয়েছে।</td></tr>
<tr><td>খ. এই লেখা থেকে সাল-ভিত্তিক তথ্যগুলো ছকের আকারে উপস্থাপন করো:</td><td>
<table>
<tr><th>সাল</th><th>তথ্য</th></tr>
<tr><td>১৮৫৮</td><td>জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম হয়।</td></tr>
<tr><td>১৮৭৯</td><td>বিএ পাশ করেন।</td></tr>
<tr><td>১৮৮০</td><td>ডাক্তারি পড়ার জন্য জগদীশচন্দ্র ইংল্যান্ডে যান।</td></tr>
<tr><td>১৮৮৪</td><td>প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে ট্রাইপস ডিগ্রি করেন।</td></tr>
<tr><td>১৮৯৪</td><td>কলকাতার টাউন হলে তাঁর আবিষ্কারের কয়েকটা জিনিস প্রকাশ্যে দেখান।</td></tr>
<tr><td>১৮৯৬</td><td>রেডিওর মাধ্যমে বিনা তারে যোগাযোগের মূল কৌশলটি আবিষ্কার করেন।</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>গ. এই ধরনের জীবন-তথ্যমূলক আর কী কী রচনা তুমি পড়েছ?</td><td>এই ধরনের জীবন-তথ্যমূলক বিভিন্ন রচনা এর আগে আমি পড়েছি। যেমন, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইত্যাদি।</td></tr>
<tr><td>ঘ. এই লেখা থেকে জগদীশচন্দ্র বসুর কী কী আবিষ্কারের কথা জানতে পারলে?</td><td>এই লেখা থেকে জগদীশচন্দ্র বসুর যেসব আবিষ্কারের কথা জানতে পেরেছি তা হচ্ছে বৈদ্যুতিক চুম্বক-তরঙ্গ, উদ্ভিদের প্রাণ আছে তার আবিষ্কার, উদ্ভিদের বৃদ্ধি মাপার যন্ত্র ক্রেস্কোগ্রাফ, রেডিওর মাধ্যমে বিনা তারে যোগাযোগের মূল কৌশল ইত্যাদি।</td></tr>
<tr><td>ঙ. বিবরণমূলক লেখার সাথে তথ্যমূলক লেখার মিল-অমিল খুঁজে বের করো।</td><td>বিবরণমূলক লেখায় থাকে কোনো কিছুর বর্ণনা এবং তথ্যমূলক লেখায় থাকে কোনো কিছু সম্পর্কে বিশেষ কোনো তথ্য বা তথ্যাদি। তবে বিবরণমূলক লেখায় যেমন নানা তথ্য থাকতে পারে, তেমনি তথ্যমূলক রচনা বিবরণমূলকও হতে পারে।</td></tr>
</table>

২য় ধাপ

'বলি ও লিখি' অনুশীলনী অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থী অল্প কিছু বাক্যে 'জগদীশচন্দ্র বসু' লেখাটিতে লেখকের মূল বক্তব্য নিজের ভাষায় লিখবে। এ কাজের জন্য শিক্ষক ১০-১৫ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এরপর পূর্বের ছোটো দলে শিক্ষার্থীরা একে অপরের সাথে নিজেদের কাজ শেয়ার করবে এবং নিজেরাই মূল্যায়ন করবে লেখকের মূল বক্তব্য তারা কতটা ভালোভাবে তুলে আনতে পেরেছে। কাজ শুরুর পূর্বে শিক্ষক নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করতে পারেন:

- 'জগদীশচন্দ্র বসু' লেখাটিতে লেখকের কথা প্রত্যেকে ১০/১৫ বাক্যের মধ্যে নিজেদের ভাষায় লিখবে।
- এ কাজের জন্য সময় পাবে ১০/১৫ মিনিট।

- লেখা শেষ হলে দলে নিজেদের লেখা শেয়ার করবে। নিজের লেখা দলের সকলকে পড়ে শোনাবে বা দেখাবে এবং অন্যরা তার উপর নিজেদের মতামত দেবে। এভাবে প্রত্যেকেই নিজেদের লেখার উপর অন্যদের মতামত নেবে এবং মতামত গ্রহণ শেষে চাইলে লেখাটি পরিমার্জন করতে পারবে।
- যে কোনো জিজ্ঞাসা বা ভিন্নমত থাকলে আমাকে জানাবে এবং পরিমার্জন শেষে লেখাটি আমার কাছে জমা দেবে।

শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, নমুনা উত্তরের আলোকে প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন, তাদের জানিয়ে রাখবেন, কোথাও বুঝতে অসুবিধা হলে তাকে জানাতে এবং সে-অনুযায়ী তিনি সহায়তা করবেন।

নমুনা উত্তর: 'বলি ও লিখি' (জগদীশচন্দ্র বসু)

জগদীশচন্দ্র বসু পৃথিবীর নামকরা একজন বিজ্ঞানী ছিলেন। এমনই নামকরা যে চাঁদের একটি গর্তের নাম তাঁর নামানুসারেই হয়েছে। এই জগদীশচন্দ্র বসুর জন্ম বাংলাদেশে। জন্মেছিলেন একটি সাধারণ পরিবারে। তিনি দেশ-বিদেশের নামকরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা করেন। তিনি কেমব্রিজ ও লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিভিন্ন ডিগ্রি অর্জন করেন। ছেলেবেলায়ই তাঁর প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে পড়াশোনার আগ্রহ তৈরি হয়। কর্মজীবনে জগদীশচন্দ্র বসু নিজেকে পদার্থবিজ্ঞানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার হচ্ছে বৈদ্যুতিক চুম্বক-তরঙ্গ, রেডিওর মাধ্যমে বিনা তারে যোগাযোগের মূল কৌশল ইত্যাদি। রেডিও-টেলিভিশন, ইন্টারনেট, মাইক্রোওয়েভ কুকার ইত্যাদি জগদীশ বসুর আবিষ্কারের উপর নির্ভর করে তৈরি হয়েছে। এছাড়া প্রাকৃতিক বিজ্ঞানী হিসেবে উদ্ভিদের প্রাণ আছে এই তত্ত্ব ও উদ্ভিদের বৃদ্ধি মাপার যন্ত্র ক্রেস্কোগ্রাফ আবিষ্কারও জগদীশচন্দ্রের বিশেষ কীর্তি। তাঁর বিশেষ কীর্তির জন্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক ডিএসসসি ডিগ্রি প্রদান করে এবং তাঁকে সম্মান জানিয়ে ব্রিটিশ সরকার কাগজি মুদ্রার নোটে ছবিও ছাপে।

সেশন: ৪

- **'জগদীশচন্দ্র বসু' লেখায় লেখকের বক্তব্যের সাথে নিজের ধারণার মিল-অমিল বিশ্লেষণ করা।**

শিক্ষক 'লেখা নিয়ে মতামত' অনুশীলনী অনুযায়ী 'জগদীশচন্দ্র বসু' রচনা থেকে শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে এক বা একাধিক বক্তব্য শনাক্ত করতে বলবেন। শিক্ষক আগেই তাদের জানিয়ে রাখবেন, 'জগদীশচন্দ্র বসু' থেকে এমন বক্তব্য শনাক্ত করবে যেটির সাথে সে একমত নয় বা যে বক্তব্য সম্পর্কে তার মনে কোনো প্রশ্ন রয়েছে। সে বক্তব্যও শনাক্ত করতে পারবে যেটির তথ্য কিংবা ধারণা নিয়ে তার ভিন্নমত বা সন্দেহ রয়েছে। শনাক্তকৃত বক্তব্যের উপরে শিক্ষার্থী নিজের মতো করে তার মতামত প্রস্তুত করবে। এ কাজের উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীরা যেন রচনার যে কোনো বক্তব্য বা লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে নিজের মতের পার্থক্য করতে পারে ও প্রকাশ করতে পারে। কাজটি কীভাবে করতে হবে তা নিয়ে ধারণা পাবার জন্য প্রয়োজনে 'পিরামিড' রচনায় সংশ্লিষ্ট অনুশীলনীতে প্রদত্ত নমুনা উত্তরগুলো তাদের দেখে নিতে বলবেন।

কাজটি তারা কীভাবে করবে এবং উপস্থাপন করবে সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- প্রত্যেকে নিজেদেরকে একজন বিশ্লেষক হিসেবে কল্পনা করো। এখন বিশ্লেষক হিসেবে তোমার কাজ হবে 'জগদীশচন্দ্র বসু' রচনা থেকে কিছু বক্তব্য খুঁজে বের করে সেগুলো সম্পর্কে মতামত প্রস্তুত করা। 'জগদীশচন্দ্র বসু' থেকে এমন বক্তব্য খুঁজে বের করবে যেটির সাথে তুমি একমত নও। এমন বক্তব্য নিয়েও মত প্রকাশ করতে পারো যেটির তথ্য কিংবা ধারণা সম্পর্কে তোমার ভিন্নমত বা সন্দেহ রয়েছে।
- এ কাজটি প্রথমে প্রত্যেকে এককভাবে করবে। এ জন্য সময় পাবে ১৫ মিনিট।

- কাজ শেষে একজন একজন করে নিজেদের কাজ উপস্থাপন করবে। রচনাটির যে বক্তব্য নিয়ে তোমার ভিন্নমত আছে তা উল্লেখ করবে ও তোমার মতামত ব্যাখ্যা করবে।
- একজনের উপস্থাপনার সময়ে অন্যরা শুনবে। এক্ষেত্রে উপস্থাপনাটি নিয়ে কারো কোনো মন্তব্য থাকলে তা হাত তুলে জানাবে। প্রত্যেকে লক্ষ রাখবে যেন নিজেদের উপস্থাপনার সময়ে একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি না হয়। একক কাজ চলাকালে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ দেখবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের সহায়তা করবেন। তারা যেন নিজেদের মতো করে রচনাটি সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করতে পারে সে লক্ষ্যে উৎসাহ দেবেন।

সেশন: ৫-৬

- **তথ্যমূলক লেখার ধারণা নিয়ে আলোচনা করা।**
- **নির্দিষ্ট বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করে তথ্যমূলক লেখা প্রস্তুত করা।**

পাঠ্যবইয়ের 'তথ্যমূলক লেখার কৌশল' অনুচ্ছেদটি ৫ মিনিট সময়ের মধ্য শিক্ষার্থীদের নীরবে পড়তে বলবেন। পাঠ শেষে অনুচ্ছেদের কোনো বক্তব্য নিয়ে তাদের অস্পষ্টতা বা দ্বিমত আছে কি না জানতে চাইবেন এবং থাকলে তা নিয়ে আলোচনা করবেন।

আলোচনা শেষে 'তথ্যমূলক রচনা লিখি' অনুশীলনী অনুযায়ী প্রদত্ত পাঁচটি বিষয়ের অন্তত একটি নিয়ে শিক্ষার্থীদের ছোটো দলে তথ্য সংগ্রহ করে এর উপর ১০০ থেকে ১৫০ শব্দের মধ্যে একটি রচনা লেখার কাজ দেবেন। বিদ্যালয় কার্যক্রম চলাকালীন নির্দিষ্ট একটি সময়ে শিক্ষার্থীরা তথ্য সংগ্রহ করবে এবং সংগ্রহ করা শেষে হলে ক্লাসে বসে রচনাটি প্রস্তুত করবে। কোন সময়ে তারা তথ্য সংগ্রহ করতে যাবে এবং ফেরত আসবে তা নির্ধারণ করে দেবেন। একইসাথে দলের প্রত্যেক সদস্যের যেন পৃথক করে কাজ নির্দিষ্ট করা থাকে তা নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশনা দেবেন। বিদ্যালয়ের ভেতরে এবং বাইরে থেকে তথ্য সংগ্রহের কাজটি শিক্ষক নিজে উপস্থিত থেকে তত্ত্বাবধান করবেন। প্রয়োজন হলে তথ্য সংগ্রহের সময়ে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা এবং তত্ত্বাবধানের জন্য অপর কোনো শিক্ষক বা উপরের ক্লাসের নির্ভরযোগ্য শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা নিতে পারেন।

তথ্যসংগ্রহ শেষে দলীয়ভাবে রচনা লেখা কাজ চলাকালে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ দেখবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের সহায়তা করবেন। তাদের জানিয়ে রাখবেন, কোথাও বুঝতে না পারলে বা জিজ্ঞাসা থাকলে তাকে জানাতে।

মনে রাখবেন: সকল শিক্ষার্থীর জন্য তথ্যমূলক রচনা লেখার কাজটি সহজ হবে না। একইসাথে যারা লিখবে, সাহিত্যমান বিবেচনায় তা ভালো রচনা নাও হতে পারে। শিক্ষার্থীদের নিজে নিজে তথ্যমূলক রচনা লিখতে দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো নির্দিষ্ট বিষয়ে নিজের পর্যবেক্ষণ বিভিন্ন ধরনের তথ্যের সমন্বয়ে ভাষায় রূপ দেওয়ার কাজে তাদের হাতেখড়ি দেওয়া। তারা যেন নিজে থেকে তথ্যমূলক রচনা প্রস্তুত করার চেষ্টা করে এবং চেষ্টা করতে গিয়ে হতাশ না হয়ে পড়ে সেটিই এ কাজের মূল লক্ষ্য। তাই, এ কাজের নির্দেশনা প্রদানের সময়ে শিক্ষার্থীদের বয়স, আগ্রহ ও চাহিদা, পারিপার্শ্বিক সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনায় রাখবেন। তারা যে ধরনের লেখাই তৈরি করুক না কেন তাদের উৎসাহ দেবেন। যদি এমনটি ঘটে, যেখানে একজন শিক্ষার্থী চেষ্টা করার পরেও কিছুই প্রস্তুত করতে পারেনি, তবে চেষ্টা করার জন্যই তাকে মূল্যায়ন করবেন। একইসাথে সে যেন নিজে নিজে লেখার চেষ্টা অব্যাহত রাখে, এ-ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে যাবেন। তিনি তার অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করবেন, তবে তাদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করা ও প্রকাশ করার সুযোগ যেন ব্যাহত না হয়।

ভিন্নমত প্রকাশের সুযোগ আছে এমন নমুনা উত্তরগুলোকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করবেন না। নমুনা উত্তরের আলোকে নির্দিষ্ট কাজ নিয়ে ধারণায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সংযোজন বা বিয়োজন করতে পারবেন। এমনভাবে নির্দেশনা দেবেন যাতে কী ধরনের উত্তর প্রস্তুত করতে হবে তা শিক্ষার্থীরা সহজে বুঝতে পারে এবং কাজের সময়ে নিজেদের বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা ও চিন্তার প্রতিফলন ঘটানোর সুযোগ পায়।

৪র্থ পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ১২: বিশ্লেষণমূলক লেখা

এই শিখন-অভিজ্ঞতায় এমন কিছু কার্যক্রম পরিকল্পনা করা হয়েছে যেন শিক্ষার্থীরা বিশ্লেষণমূলক লেখার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারে, লেখা থেকে তথ্য শনাক্ত করে তা বিশ্লেষণ করতে পারে, বিশ্লেষণমূলক লেখা পড়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে পারে এবং অন্যান্য রচনা, ছক, সারণি, ছবি ইত্যাদির তথ্য বিশ্লেষণ করে উপস্থাপন করতে পারে।

কৌশল : প্রশ্নোত্তর, একক কাজ, দলীয় কাজ, আলোচনা, বিশ্লেষণ, তথ্য অনুসন্ধান, উপস্থাপনা ।

সেশন সংখ্যা : ৭

উপকরণ : পাঠ্যবইয়ের পঞ্চম অধ্যায় ৪র্থ পরিচ্ছেদ; সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী।

কার্যক্রম:

- ‘কত কাল ধরে’ রচনাটি পাঠ।
- ‘কত কাল ধরে’ রচনার ধারণা ও বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা।
- ‘কত কাল ধরে’ লেখায় লেখকের বক্তব্যের সাথে নিজের ধারণার মিল-অমিল বিশ্লেষণ করা।
- বিশ্লেষণমূলক লেখার ধারণা নিয়ে আলোচনা।
- দলীয় কাজের মাধ্যমে ছক বিশ্লেষণ করা ও বিশ্লেষণমূলক লেখা প্রস্তুত করা।
- দলীয় কাজের মাধ্যমে ছবি বিশ্লেষণ করা ও বিশ্লেষণমূলক লেখা প্রস্তুত করা।

সেশন: ১

- **‘কত কাল ধরে’ রচনাটি পাঠ**

শিক্ষক পাঠ্যবই থেকে ‘কত কাল ধরে’ লেখাটি প্রথমে ৫ মিনিট সময়ের মধ্যে যতখানি পারে নীরবে পাঠ করতে বলবেন। এরপর রচনাটি ৩ লাইন করে সবাইকে শব্দ করে পড়ার নির্দেশ দেবেন। সরব পাঠের কাজটি শ্রেণিকক্ষের প্রত্যেক শিক্ষার্থী ৩ লাইন পাঠ করে করে পুরো রচনাটি পাঠ সম্পন্ন করবে। শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থী সংখ্যা বিবেচনায় পুরো লেখাটি একাধিকবার পাঠ হতে পারে। শিক্ষক লক্ষ রাখবেন যেন সকল শিক্ষার্থী পাঠের কাজে অংশ নিতে পারে। তবে সময় বিবেচনায় সকল শিক্ষার্থীকে সরব পাঠে অংশগ্রহণ করানো সম্ভব না হলে, যারা অংশগ্রহণ করতে পারেনি তাদের পরবর্তী পাঠে সুযোগ দেবেন এবং তা জানিয়ে রাখবেন। পাঠ শুরুর আগেই শিক্ষক নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- ‘কত কাল ধরে’ লেখাটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এজন্য সময় ৫ মিনিট। এ সময়ের মধ্যে যতটা পড়া যায়, পড়ো।

- এরপর ক্লাসের সকল শিক্ষার্থী নিজেদের জায়গায় থেকে 'কত কাল ধরে' রচনাটি ৩ লাইন করে ক্রমান্বয়ে পড়বে। তোমার পাশের সহপাঠী যে লাইনে এসে পাঠ শেষ করবে তুমি তার পরের লাইন থেকে শুরু করে আরো ৩ লাইন পড়বে।
- জোরে পড়ার চেষ্টা করবে যেন ক্লাসের সবাই তোমার কথা শুনতে পায়।
- এক্ষেত্রে শব্দের প্রমিত উচ্চারণ হচ্ছে কি না, তা একজন পড়ার সময়ে অন্যরা খেয়াল করবে। কোনো মতামত থাকলে তা জানাবে।
- কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে কারো কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে তাও জানাবে।

সরব পাঠের সময়ে শিক্ষার্থীদের প্রমিত উচ্চারণের দিকে শিক্ষক লক্ষ রাখবেন, কোনো উচ্চারণ সঠিক না হলে পুনরায় বলতে বলবেন এবং প্রয়োজন হলে সঠিক উচ্চারণটি বলে দেবেন। শিক্ষার্থীদের জানিয়ে রাখবেন পাঠের কোনো শব্দের অর্থ বুঝতে সমস্যা হলে সেগুলো চিহ্নিত করে রাখতে। লেখাটিতে যেসব নতুন শব্দ তারা খুঁজে পাবে সেগুলো পাঠ্যবইয়ের 'শব্দের অর্থ' অংশ থেকে পড়তে বলবেন। 'শব্দের অর্থ' অংশে প্রদত্ত শব্দের অর্থের বাইরে আরও কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা আছে কি না জানতে চাইবেন এবং সেগুলোর অর্থ বুঝতে তাদের সাহায্য করবেন।

সেশন: ২-৩

- **'কত কাল ধরে' রচনার ধারণা ও বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা**

১ম ধাপ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি ছোটো দলে বিভক্ত করবেন এবং পাঠ্যবইয়ের 'পড়ে কী বুঝলাম' অনুশীলনীতে প্রদত্ত প্রশ্নগুলো নিয়ে শিক্ষার্থীরা দলে আলোচনা করে উত্তর প্রস্তুত করার নির্দেশনা দেবেন। দলীয় কাজ করার সময়ে শিক্ষক তাদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন, ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন। তবে উত্তর বলে দেবেন না। শিক্ষার্থীরা কীভাবে দলীয় কাজ করবে ও উপস্থাপন করবে সে-ব্যাপারে শিক্ষক সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- 'পড়ে কী বুঝলাম' অনুশীলনীতে প্রদত্ত ৫টি নমুনা প্রশ্ন অনুযায়ী কী ধরনের উত্তর হবে তা নিয়ে দলে আলোচনা করবে ও কাগজে উত্তরগুলো লিখবে। এ কাজ করার জন্য সময় ২০ মিনিট।
- এক্ষেত্রে দলের সদস্যদের থেকে যে কোনো ধরনের মতামত আসুক না কেন তা উত্তরে সংযুক্ত করতে হবে। কোনো ধারণাই বাদ দেওয়া যাবে না।
- প্রতি দল সবকটি প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করলেও শুধুমাত্র ১টি প্রশ্নের উত্তর উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনার জন্য সময় পাবে ২ মিনিট।
- যে প্রশ্নের উপর উপস্থাপন করা হয়েছে, তোমার দল তার চেয়ে ভিন্ন কোনো বক্তব্য প্রস্তুত করলে হাত তুলে জানাবে ও মুখে বলবে। একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করবে না।
- উপস্থাপনার পরপরই একদল অন্য দলকে কাজের উপর মতামত প্রদান করতে পারবে। এজন্য আগে থেকেই কাগজে মতামত লিখে রাখতে পারো।

প্রতি দলের উপস্থাপনা শেষে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষকও নমুনা উত্তরের আলোকে তাঁর মতামত প্রদান করতে পারবেন।

নমুনা উত্তর: 'পড়ে কী বুঝলাম' (কত কাল ধরে)

প্রশ্ন	উত্তর
ক. এই রচনাটি কোন বিষয় নিয়ে লেখা?	রচনাটি বাঙালি জাতির ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে লেখা।
খ. এই লেখা থেকে কয়েকটি বিশ্লেষণমূলক বাক্য খুঁজে বের করো।	১) আলো-আঁধারের খেলায় অনেক পুরানো কথা ঢাকা পড়েছে। ২) লোকজন নিজেরাই যুক্তি পরামর্শ করে কাজ করত, চাষ করত, ঘর বাঁধত, দেশ চালাত। ৩) কত লোক-লস্কর বহাল করা হলো কত ব্যবস্থা, কত নিয়মকানুন দেখা দিলো। ৪) মৌর্য-গুপ্ত, পাল-সেন, পাঠান-মুঘল, কোম্পানি-রানি এদের কাল শেষ হয়েছে। ৫) একজন লিখছেন সমৃদ্ধির কথা, বিলাসের কথা, আনন্দের কথা। আরেকজন ছবি আঁকছেন নিদারুণ অভাবের, জ্বালাময় দারিদ্র্যের, অপরিসীম বেদনার।
গ. বিবরণমূলক লেখার সাথে এই লেখাটির কী কী মিল বা পার্থক্য আছে?	বিবরণমূলক লেখার সঙ্গে এই লেখার মিল ও অমিল দুইই আছে। বিররণমূলক লেখায় যেমন বর্ণনা থাকে এখানেও সেই বর্ণনা আছে। বিবরণমূলক লেখায় যেখানে তথ্য থাকে এখানেও নানা তথ্যের সমাবেশ রয়েছে। তবে, অমিল হলো এই জায়গায় যে বিবরণমূলক লেখায় বিশ্লেষণ থাকেনা, আর এই লেখাটা হচ্ছে বিশ্লেষণধর্মী। বিবরণে যেসব তথ্য আছে তার বিশ্লেষণ।
ঘ. তথ্যমূলক লেখার সাথে এই লেখাটির কী কী মিল বা পার্থক্য আছে?	তথ্যমূলক লেখার সঙ্গে এই লেখার বড়ো মিল হচ্ছে দুই ধরনের লেখাই বিবরণের মাধ্যমে লিখিত। আবার তথ্যমূলক লেখায় যেখানে তথ্যই প্রধান, এলেখায়ও নানা রকম তথ্য দেওয়া আছে। তবে, অমিল এই জায়গায় যে তথ্যমূলক লেখায় যেখানে তথ্যই দেওয়া থাকে, এই লেখায় তথ্যের পাশাপাশি তথ্যের বিশ্লেষণও রয়েছে।
ঙ. এই লেখার উপর তোমার মতামত দাও।	এই লেখাটি একটি বিশ্লেষণমূলক লেখা। এই লেখায় আমরা বাঙালি জাতির ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতির নানা পরিচয় পাই। বিশ্লেষণাত্মক ভঙ্গিতে ইতিহাসের ধারা পরিবর্তন, সমাজের বিকাশ এবং সংস্কৃতির বিবর্তনের ধারা সম্পর্কে জানতে পারি।

২য় ধাপ

'বলি ও লিখি' অনুশীলনী অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থী অল্প কিছু বাক্যে 'কত কাল ধরে' লেখাটিতে লেখকের মূল বক্তব্য নিজের ভাষায় লিখবে। এ কাজের জন্য শিক্ষক ১০-১৫ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এরপর পূর্বের ছোটো দলে শিক্ষার্থীরা একে অপরের সাথে নিজেদের কাজ শেয়ার করবে এবং নিজেরাই মূল্যায়ন করবে লেখকের মূল বক্তব্য তারা কতটা ভালোভাবে তুলে আনতে পেরেছে। কাজ শুরুর পূর্বে শিক্ষক নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করতে পারেন:

- 'কত কাল ধরে' লেখাটিতে লেখকের কথা প্রত্যেকে এখন একটি বিচ্ছিন্ন কাগজে ১০/১৫ বাক্যের মধ্যে নিজেদের ভাষায় লিখবে।
- এ কাজের জন্য সময় পাবে ১০/১৫ মিনিট।

- লেখা শেষ হলে দলে নিজেদের লেখা শেয়ার করবে। নিজের লেখা দলের সকলকে পড়ে শোনাবে বা দেখাবে এবং অন্যরা তার উপর নিজেদের মতামত দেবে। এভাবে প্রত্যেকেই নিজেদের লেখার উপর অন্যদের মতামত নেবে এবং মতামত গ্রহণ শেষে চাইলে লেখাটি পরিমার্জন করতে পারবে।
- যে কোনো জিজ্ঞাসা বা ভিন্নমত থাকলে আমাকে জানাবে এবং পরিমার্জন শেষে লেখাটি আমার কাছে জমা দেবে।

শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, নমুনা উত্তরের আলোকে প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন, তাদের জানিয়ে রাখবেন, কোথাও বুঝতে অসুবিধা হলে তাকে জানাতে এবং সে-অনুযায়ী তিনি সহায়তা করবেন।

নমুনা উত্তর: 'বলি ও লিখি' ('কত কাল ধরে')

ইতিহাস বলতে শুধু রাজা-বাদশাদের কথা বোঝায় না, সব মানুষের কথা বুঝায়। এই রচনায় বাঙালির গত আড়াই হাজার বছরের ইতিহাসের কথা বলা হয়েছে। রাজা-মন্ত্রী-সামন্ত-সৈন্য সকল মানুষের জীবনের কথা। কীভাবে এদেশের মানুষ দেশ চালাত, কাজ করত, ঘর বাঁধত, কাপড় পরত, খাওয়া-দাওয়া করত-এই সকল কথা। লেখকের বর্ণনামতে, হাজার বছর আগে এদেশের পুরুষরা ধুতি পরত, মেয়েরা শাড়ি পরত। শুধু যোদ্ধারা জুতো ব্যবহার করত, সাধারণ লোকের তা সামর্থের বাইরে ছিল। তবে তারা পায়ে খড়ম পরত। এছাড়া সাজ-সজ্জার দিকে ঝোঁক ছিল বাঙালির। নারী ও পুরুষরা নানা বাহারের চুল রাখত। মেয়েরা নানা রকম প্রসাধনী ব্যবহার করত। নারীদের পাশাপাশি পুরুষদেরও অলংকার ব্যবহারে চল ছিল। তবে ধনী-গবিরে অলংকারে পার্থক্য ছিল। ভাত ছিল বাঙালির প্রিয় খাবার নানা রকম তরিতরকারি দিয়ে প্রতিদিন অন্নভোজন করত। ভাতের মাছ ছিল প্রিয় খাবার। শুঁটকির চলও সেকালে ছিল। ছাগল, হরিণ ও পাখির মাংসও সবাই খেত। অন্যান্য প্রিয় খাবারের মধ্যে ছিল ক্ষীর, দই, পায়েস, ছানা, খাজা, মোয়া, নাড়ু, পিঠেপুলি, বাতাসা, কদমা প্রভৃতি। ফল-ফলাদির মধ্যে আম-কাঁঠাল, তাল-নারকেল ইত্যাদি ছিল প্রিয়। সেকালের মানুষ মাটির পাত্রে রান্না করত। পুরুষরা শিকারপ্রিয় ছিল। নারী ও পুরুষের মধ্যে নানা রকম খেলাধুলার চল ছিল। ধনী ও গরিবের খেলাধুলা ও শখের কাজে পার্থক্য ছিল। গানবাজনার জন্য নানা রকম বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার ছিল। সেকালে যাতায়াতের প্রধান বাহন ছিল নৌকা। ধনী লোকের জন্য ছিল হাতি ও ঘোড়ার গাড়ি আর সাধারণ লোকের জন্য গোরুর গাড়ি। পালকির ব্যবহার সেকালে ছিল। ধনী লোকের বাড়ি-ঘর ইট-কাঠের হলেও বেশির ভাগের বাড়িই ছিল কাঠ-খড়-মাটি-বাঁশের। এভাবে সেকালে মানুষে মানুষে পার্থক্য ছিল সমাজের সকল ক্ষেত্রে। কবিদের বর্ণনাতেও সে পার্থক্য দেখা যায়। কিন্তু সে যুগ আর নেই; অর্থাৎ রাজা-বাদশার দিন শেষ হয়ে গেছে তবু মানুষের মধ্যে সে পার্থক্য রয়ে গেছে। একদিকে সমৃদ্ধির, আরেক দিকে দারিদ্র্যের।

সেশন: ৪

- **'কত কাল ধরে' লেখায় লেখকের বক্তব্যের সাথে নিজের ধারণার মিল-অমিল বিশ্লেষণ করা।**

শিক্ষক 'লেখা নিয়ে মতামত' অনুশীলনী অনুযায়ী 'কত কাল ধরে' রচনা থেকে শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে এক বা একাধিক বক্তব্য শনাক্ত করতে বলবেন। শিক্ষক আগেই তাদের জানিয়ে রাখবেন, 'কত কাল ধরে' থেকে এমন বক্তব্য শনাক্ত করবে যেটির সাথে সে একমত নয় বা যে বক্তব্য সম্পর্কে তার মনে কোনো প্রশ্ন রয়েছে। সে বক্তব্যও শনাক্ত করতে পারবে যেটির তথ্য কিংবা ধারণা নিয়ে তার ভিন্নমত বা সন্দেহ রয়েছে। শনাক্তকৃত বক্তব্যের উপরে শিক্ষার্থী নিজের মতো করে তার মতামত প্রস্তুত করবে। এ কাজের উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীরা যেন রচনার যে কোনো বক্তব্য বা লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে নিজের মতের পার্থক্য করতে পারে ও প্রকাশ করতে পারে। কাজটি কীভাবে করতে হবে তা নিয়ে ধারণা পাবার জন্য প্রয়োজনে 'পিরামিড' রচনায় সংশ্লিষ্ট অনুশীলনীতে প্রদত্ত নমুনা উত্তরগুলো তাদের দেখে নিতে বলবেন।

কাজটি তারা কীভাবে করবে এবং উপস্থাপন করবে সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- প্রত্যেকে নিজেদেরকে একজন বিশ্লেষক হিসেবে কল্পনা করো। এখন বিশ্লেষক হিসেবে তোমার কাজ হবে 'কত কাল ধরে' রচনা থেকে কিছু বক্তব্য খুঁজে বের করে সেগুলো সম্পর্কে মতামত প্রস্তুত করা। 'কত কাল ধরে' থেকে এমন বক্তব্য খুঁজে বের করবে যেটির সাথে তুমি একমত নও। এমন বক্তব্য নিয়েও মত প্রকাশ করতে পারো যেটির তথ্য কিংবা ধারণা সম্পর্কে তোমার ভিন্নমত বা সন্দেহ রয়েছে।
- এ কাজটি প্রথমে প্রত্যেকে এককভাবে করবে। এ জন্য সময় পাবে ১৫ মিনিট।
- কাজ শেষে একজন একজন করে নিজেদের কাজ উপস্থাপন করবে। রচনাটির যে বক্তব্য নিয়ে তোমার ভিন্নমত আছে তা উল্লেখ করবে ও তোমার মতামত ব্যাখ্যা করবে।
- একজনের উপস্থাপনার সময়ে অন্যরা শুনবে। এক্ষেত্রে উপস্থাপনাটি নিয়ে কারো কোনো মন্তব্য থাকলে তা হাত তুলে জানাবে। প্রত্যেকে লক্ষ রাখবে যেন নিজেদের উপস্থাপনার সময়ে একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি না হয়।
- একক কাজ চলাকালে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ দেখবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের সহায়তা করবেন। তারা যেন নিজেদের মতো করে রচনাটি সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করতে পারে সে লক্ষ্যে উৎসাহ দেবেন।

সেশন: ৫

- **বিশ্লেষণমূলক লেখার ধারণা নিয়ে আলোচনা**

বিশ্লেষণমূলক লেখা কী এবং এ-ধরনের লেখার জন্য কী কী বিষয় বিবেচনায় নিতে হয় তা নিয়ে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন এবং তাদের বর্তমান ধারণা প্রকাশ করার সুযোগ তৈরি করবেন। এরপর তাদের কাছে জানতে চাইবেন, 'কত কাল ধরে' রচনাতে বিশ্লেষণমূলক লেখার বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন হয়েছে কি না, হয়ে থাকলে কীভাবে হয়েছে বা কোথায় কোথায় হয়নি। আলোচনার সুবিধার্থে শিক্ষক নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:

- বিশ্লেষণমূলক লেখায় কী করা হয়?

(নমুনা উত্তর: বিশ্লেষণমূলক লেখায় যে কোনো ধরনের বর্ণনানির্ভর, উপাত্তনির্ভর, বা ছক-সারণি-ছবির তথ্য পর্যবেক্ষণ করে তথ্যগুলো মূলত যে ধারণা প্রকাশ করছে তা সংক্ষেপে প্রকাশ করা হয়। অর্থাৎ, এ ধরনের লেখায় বিভিন্ন ধরনের তথ্য বিশ্লেষণ করে এক বা একাধিক সিদ্ধান্তে বা অনুমানে আসা হয়।)

- বিশ্লেষণমূলক লেখার কোনো উদাহরণ কি কেউ দিতে পারবে?

(নমুনা উত্তর: মতামতধর্মী যে কোনো লেখা, পাঠক প্রতিক্রিয়া, খেলার উপর মতামত, সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় লেখা, ছক-সারণি-ছবি সম্পর্কে মতামত ইত্যাদি)

- লেখা বিশ্লেষণ করার ব্যাপারে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে বলে পাঠ্যবই ও আমাদের আলোচনায় এসেছে তার সবকিছুর প্রতিফলন কি 'কত কাল ধরে' রচনাতে হয়েছে?
- যদি হয়ে থাকে, কীভাবে প্রতিফলন হয়েছে? যদি না হয়ে থাকে, কোথায় কোথায় হয়নি?

শিক্ষার্থীদের সাথে এ বিষয়ের আলোচনা শেষে নিচের অনুচ্ছেদের বক্তব্য অনুযায়ী বিশ্লেষণমূলক লেখার ধারণা উপস্থাপন করবেন এবং শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবেন। তথ্যসংগ্রহ ও তা বিশ্লেষণ করতে পারাটা একটি জরুরি দক্ষতা। এতে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে একটি সমস্যা বা পরিস্থিতি দেখার সুযোগ তৈরি হয় এবং সে অনুযায়ী সিদ্ধান্ত বা অনুমানে উপনীত হওয়া যায়। বিষয়ভেদে তথ্যবিশ্লেষণ করে তা ভাষায় প্রকাশ করার ক্ষেত্রে কিছু বিষয় বিবেচনায় রাখতে হয়। যেমন: উপাত্তনির্ভর তথ্যপূর্ণ লেখা বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে সাধারণত ব্যক্তিগত মতামতের সুযোগ সীমিত থাকে। তবে তথ্যের ধরনভেদে লেখকের নিজের বোধগম্যতা ও অনুভূতি প্রকাশ পেতে পারে। বিশ্লেষণধর্মী লেখায় বিভিন্ন তথ্যের মধ্যকার সম্পর্ক, তুলনা, সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য প্রকাশ করা যায়। আবার একই লেখার বিশ্লেষণ ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে।

সেশন: ৬-৭

- **দলীয় কাজের মাধ্যমে ছক বিশ্লেষণ করা ও বিশ্লেষণমূলক লেখা প্রস্তুত করা**

১ম ধাপ

বিশ্লেষণমূলক লেখার ধারণা নিয়ে আলোচনা শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সুবিধাজনক সংখ্যক সদস্যের কয়েকটি ছোটো দলে বিভক্ত করবেন এবং পাঠ্যবইয়ের 'উপাত্ত বিশ্লেষণ' অনুশীলনীতে প্রদত্ত ছক ও নমুনা উত্তর অনুযায়ী নতুন করে কমপক্ষে ১০টি বিশ্লেষণমূলক বাক্য রচনা করার নির্দেশ দেবেন। দলীয় কাজ করার জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এ সময়ে শিক্ষক তাদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন, ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা অনুযায়ী তথ্য দিয়ে সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীরা তাদের কাজ শেষ করলে একে একে সকল দল তাদের কাজ উপস্থাপন করবে। শিক্ষার্থীরা কীভাবে দলীয় কাজ করবে ও উপস্থাপন করবে সে-ব্যাপারে শিক্ষক সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- 'উপাত্ত বিশ্লেষণ' অনুশীলনীটিতে যে ছক দেওয়া আছে তা ভালো করে পড়ো। ছকের তথ্য বিশ্লেষণ করে কীভাবে তা বাক্যে প্রকাশ করতে হবে তা নিয়ে ২টি নমুনা বাক্য দেওয়া আছে। এ দুটি নমুনা-বাক্যের মতো করে নতুন অন্তত ১০টি বিশ্লেষণমূলক বাক্য প্রস্তুত করো।
- এ কাজের জন্য তোমাদের সময় ২০-৩০ মিনিট।
- প্রতি দল তাদের উপস্থাপনার জন্য সময় পাবে ২ মিনিট।
- উপস্থাপনার পরপরই একদল অন্য দলকে কাজের উপর মতামত প্রদান করতে পারবে। এজন্য আগে থেকেই কাগজে মতামত লিখে রাখতে পারো। মতামতের প্রদানের সময়ে এটা লক্ষ রাখবে যে বন্ধুরা যে ধরনের বিশ্লেষণমূলক বাক্য তৈরি করেছে তা আসলেই ছকে প্রদত্ত তথ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কি না।
- পূর্বের দল যে ধরনের বাক্য তৈরি করেছে তার চেয়ে ভিন্ন কোনো বাক্য থাকলে শুধু তা তুলে ধরবে। একই বাক্য পুনরাবৃত্তি করবে না।
- উপস্থাপন শেষে প্রস্তুত করা বাক্যগুলোর ভিত্তিতে একটি অনুচ্ছেদ প্রস্তুত করবে।

প্রতি দলের উপস্থাপনা শেষে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষকও তাঁর মতামত প্রদান করতে পারবেন।

ছক থেকে নমুনা বিশ্লেষণমূলক বাক্য

১. ছকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ভারতের ৭টি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে কতগুলো শরণার্থী আশ্রয়কেন্দ্র ছিল এবং কেন্দ্রগুলোতে শরণার্থীর সংখ্যা কত ছিল তা উল্লেখ করা হয়েছে।
২. সবচেয়ে বেশি আশ্রয়কেন্দ্র ছিল পশ্চিমবঙ্গে এবং সংখ্যাটি হলো ৪৯২।
৩. সবচেয়ে বেশি শরণার্থী ছিল পশ্চিমবঙ্গে।
৪. সবচেয়ে কম আশ্রয়কেন্দ্র ছিল উত্তর প্রদেশে এবং সংখ্যাটি হলো ১।
৫. সবচেয়ে কম শরণার্থী ছিল উত্তর প্রদেশে।
৬. পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা সম্মিলিতভাবে বাকি ছয়টি প্রদেশে এর চেয়ে বেশি।
৭. আসামে আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা বিহারের ৩ গুণেরও বেশি ছিল।
৮. আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা বিবেচনায় সবচেয়ে কম শরণার্থী ছিল বিহার প্রদেশে।
৯. ত্রিপুরা রাজ্যে আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গের অর্ধেকের বেশি হলেও শরণার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৫ ভাগের ১ ভাগ।
১০. বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বিভিন্ন প্রদেশে শরণার্থী আশ্রয়কেন্দ্র স্থাপন করে ভারত বন্ধুপ্রতিম প্রতিবেশী দেশ হিসেবে উদাহরণ স্থাপন করেছে।

শিক্ষার্থীদের কাজের জন্য বা মূল্যায়নের জন্য শিক্ষক অনুরূপ আরো সারণি ব্যবহার করতে পারেন।

২য় ধাপ

উপস্থাপনা শেষে প্রস্তুত করা বাক্যগুলোর ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের একটি অনুচ্ছেদ প্রস্তুত নির্দেশনা দেবেন। একাজের জন্য একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। কাজ শেষে জোড়ায় বা ছোটো দলে শিক্ষার্থীরা নিজেদের অনুচ্ছেদগুলো একে অন্যের সাথে শেয়ার করবে এবং মতামত নেবে। মতামত শেষে অনুচ্ছেদে চাইলে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন করতে পারবে। শিক্ষার্থীদের জোড়ায়/ছোটো দলে কাজ চলাকালে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন। প্রয়োজন অনুযায়ী নমুনা অনুচ্ছেদের আলোকে আরো নির্দেশনা, তথ্য কিংবা মতামত দিয়ে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করবেন। তাদের জানিয়ে রাখবেন যে অনুচ্ছেদ প্রস্তুতিতে কোনো দ্বিধা বা জিজ্ঞাসা থাকলে তাকে জানাতে।

নমুনা অনুচ্ছেদ

বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে ভারত ছিল অকৃত্রিম বন্ধু রাষ্ট্র। মুক্তিযুদ্ধকালে ভারত সরকার বাংলাদেশের বিভিন্ন সীমান্তে শরণার্থী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করে দেয়। ভারতের ৭টি প্রদেশে সর্বমোট ৮২৫টি শরণার্থী আশ্রয়কেন্দ্র নির্মিত হয়। পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম, মেঘালয় ও মধ্যপ্রদেশে প্রধান প্রধান আশ্রয়কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। ভারতের বিভিন্ন শরণার্থী আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে প্রায় ১ কোটি মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক শরণার্থী আশ্রয়কেন্দ্র ছিল। পশ্চিমবঙ্গে পর বেশি সংখ্যক শরণার্থী আশ্রয়কেন্দ্র ছিল ত্রিপুরায়। অন্যদিকে মধ্য প্রদেশে ৩টি শরণার্থী আশ্রয়কেন্দ্র ছিল। উত্তর প্রদেশে সবচেয়ে কম সংখ্যক শরণার্থী আশ্রয়কেন্দ্র ছিল। মধ্য প্রদেশের আশ্রয়কেন্দ্রের তুলনায় শরণার্থীর সংখ্যা অধিক ছিল।

ভিন্নমত প্রকাশের সুযোগ আছে এমন নমুনা উত্তরগুলোকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করবেন না। নমুনা উত্তরের আলোকে নির্দিষ্ট কাজ নিয়ে ধারণায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সংযোজন বা বিয়োজন করতে পারবেন। এমনভাবে নির্দেশনা দেবেন যাতে কী ধরনের উত্তর প্রস্তুত করতে হবে তা শিক্ষার্থীরা সহজে বুঝতে পারে এবং কাজের সময়ে নিজেদের বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা ও চিন্তার প্রতিফলন ঘটানোর সুযোগ পায়।

৫ম পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ১৩: কল্পনানির্ভর লেখা

এই শিখন-অভিজ্ঞতায় এমন কিছু কার্যক্রম পরিকল্পনা করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা কল্পনানির্ভর লেখার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারে, অন্যান্য ধরনের লেখার সাথে কল্পনানির্ভর লেখার পার্থক্য করতে পারে, কল্পনানির্ভর লেখা পড়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে পারে এবং এই অভিজ্ঞতার প্রতিফলন হিসেবে নিজেরা কল্পনানির্ভর লেখা প্রস্তুত করতে পারে।

কৌশল : প্রশ্নোত্তর, একক কাজ, দলীয় কাজ, আলোচনা, বিশ্লেষণ, তথ্য অনুসন্ধান, উপস্থাপনা ।
সেশন সংখ্যা : ৮
উপকরণ : পাঠ্যবইয়ের পঞ্চম অধ্যায় ৫ম পরিচ্ছেদ; সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী।

কার্যক্রম:

- কল্পনানির্ভর বিষয়ের ধারণা নিয়ে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা ও মতামত নিয়ে আলোচনা।
- ‘আমড়া ও ক্র্যাব নেবুলা’ রচনাটি পাঠ।
- ‘আমড়া ও ক্র্যাব নেবুলা’ রচনার ধারণা ও বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা।
- ‘আমড়া ও ক্র্যাব নেবুলা’ লেখায় লেখকের বক্তব্যের সাথে নিজের ধারণার মিল-অমিল বিশ্লেষণ করা।
- কল্পনানির্ভর লেখার ধারণা নিয়ে আলোচনা।
- কল্পনানির্ভর লেখার বিষয়বস্তু নির্ধারণ এবং কল্পনানির্ভর লেখা প্রস্তুত করা।

সেশন: ১-২

- **কল্পনানির্ভর বিষয়ের ধারণা নিয়ে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা ও মতামত নিয়ে আলোচনা**
- **‘আমড়া ও ক্র্যাব নেবুলা’ রচনাটি সরব পাঠ**

১ম ধাপ

ক্লাসের শুরুতেই শিক্ষক শিক্ষার্থীদের চোখ বন্ধ করে নিচের কথাগুলো ভাবতে বলবেন। যদি ব্যাপারগুলো আসলেই ঘটত তাহলে তা দেখতে কেমন হতো:

- ধরো আমাদের সবার ঘরে এমন একটা যন্ত্র আছে যেটা চালু করলে একটা দরজামতো তৈরি হয় এবং সে দরজা দিয়ে আমরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে মুহূর্তের মধ্যেই পৌঁছে যেতে পারি! স্কুলে আগে যেমন সবাই হেঁটে বা বিভিন্ন যানবাহনে আসতাম এখন আর সেভাবে না এসে ঐ দরজা দিয়ে আসি !
- আবার এমন একটা যন্ত্র থাকলে কেমন হতো যেটা দিয়ে আমরা বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর ভাষা বুঝতে পারতাম! চিন্তা করো তো মোবাইল ফোনের মতো একটা যন্ত্র হাতে নিয়ে আছ, সেটা যখনই কোনো প্রাণীর দিকে তাক করছো অমনি ঐ প্রাণীর ডাক ভাষায় রূপান্তর করে দিচ্ছে !

কিছু সময় পরে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের চোখ খুলতে বলবেন এবং তাদের মতামত জানতে চাইবেন। তাদের জিজ্ঞাসা করবেন:

- এমন অদ্ভুত ব্যাপার কেউ কখনো দেখেছ কি না? না দেখলেও কোথাও কি শুনেছ কিংবা পড়েছ?
- শুনলে কোথায় শুনেছে বা এমন কী ধরনের লেখা পড়েছ?
- এটা হতে পারে তোমরা বইয়ে পড়েছ, অন্যের মুখে শুনেছ বা টিভি-মোবাইল-ইন্টারনেটে দেখেছ।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে কারো কারো ঠাকুরমার ঝুলি, প্রচলিত ভৌতিক কাহিন, দেশি-বিদেশি রূপকথা, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিন, কমিকস ইত্যাদি পড়ার অভিজ্ঞতা থাকতে পারে বা কার্টুন, কমিকস, সিনেমা, নাটক দেখার অভিজ্ঞতা থাকতে পারে, যেখানে বিভিন্ন ধরনের কাল্পনিক বিষয় আছে। শিক্ষক চেষ্টা করবেন যেন এ ধরনের অভিজ্ঞতাগুলো শিক্ষার্থীরা আলোচনায় শেয়ার করে। যদি শিক্ষার্থীরা বিদেশি সুপারহিরো সিনেমা সম্পর্কে জানে, তবে সে বিষয়গুলো বাস্তব না মিছেমিছি তা জানতে চাইতে পারেন। তবে আলোচনায় যে কোনো ধরনের ধর্মীয় উপকথা চলে এলে, এ-ব্যাপারে সংবেদনশীলতার কথা বিবেচনা করে আলোচনা করবেন। যে ব্যাপারগুলো মানবসৃষ্ট কাল্পনিক ধারণা বলে সাধারণভাবে প্রতিষ্ঠিত শুধুমাত্র তা নিয়ে আলোচনা করবেন।

এভাবে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষক কল্পনানির্ভর লেখা, কার্টুন, কমিকস, সিনেমা, নাটক, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী ইত্যাদি নিয়ে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা ও মতামত নিয়ে আলোচনা করবেন। এরপর উল্লেখ করবেন যে পাঠ্যবইয়ের 'আমড়া ও ক্র্যাব নেবুলা' লেখাটিও অমন একটি কাল্পনিক রচনা।

২য় ধাপ

শিক্ষক পাঠ্যবই থেকে 'আমড়া ও ক্র্যাব নেবুলা' লেখাটি প্রথমে ৫ মিনিট সময়ের মধ্যে যতখানি পারে নীরবে পাঠ করতে বলবেন। এরপর রচনাটির ৫ লাইন করে সবাইকে শব্দ করে পড়ার নির্দেশ দেবেন। সরব পাঠের কাজটি শ্রেণিকক্ষের প্রত্যেক শিক্ষার্থী ৫ লাইন করে পাঠ করে পুরো রচনাটি পড়ে ফেলবে। শিক্ষক লক্ষ রাখবেন যেন সকল শিক্ষার্থী পাঠের কাজে অংশ নিতে পারে। পাঠ শুরুর আগেই শিক্ষক নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- 'আমড়া ও ক্র্যাব নেবুলা' লেখাটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এজন্য সময় ৫ মিনিট। এ সময়ের মধ্যে যতটা পড়া যায়, পড়ো।
- এরপর ক্লাসের সকল শিক্ষার্থী নিজেদের জায়গায় থেকেই 'আমড়া ও ক্র্যাব নেবুলা' রচনাটি ৫ লাইন করে ক্রমান্বয়ে পড়বে। তোমার পাশের বন্ধুটি যে লাইনে এসে পাঠ শেষ করবে তুমি তার পরের লাইন থেকে শুরু করে আরো ৫ লাইন পড়বে।
- জোরে পড়ার চেষ্টা করবে যেন ক্লাসের সবাই তোমার কথা শুনতে পায়।
- এক্ষেত্রে শব্দের প্রমিত উচ্চারণ হচ্ছে কি না, তা একজন পড়ার সময়ে অন্যরা খেয়াল করবে। কোনো মতামত থাকলে তা জানাবে।
- কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে কারো কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে তাও জানাবে।

সরব পাঠের সময়ে শিক্ষার্থীদের প্রমিত উচ্চারণের দিকে শিক্ষক লক্ষ রাখবেন, কোনো উচ্চারণ সঠিক না হলে পুনরায় বলতে বলবেন এবং প্রয়োজন হলে সঠিক উচ্চারণটি বলে দেবেন। শিক্ষার্থীদের জানিয়ে রাখবেন, পাঠের কোনো শব্দের অর্থ বুঝতে সমস্যা হলে তা যেন সে চিহ্নিত করে রাখে। লেখাটিতে যেসব নতুন শব্দ তারা খুঁজে পাবে সেগুলো পাঠ্যবইয়ের 'শব্দের অর্থ' অংশ থেকে পড়তে বলবেন। 'শব্দের অর্থ' অংশে প্রদত্ত শব্দের অর্থের বাইরে আরও কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা আছে কি না, জানতে চাইবেন এবং সেগুলোর অর্থ বুঝতে তাদের সাহায্য করবেন।

সেশন: ৩-৪

- **'আমড়া ও ক্র্যাব নেবুলা' রচনার ধারণা ও বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা**

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি ছোটো দলে বিভক্ত করবেন এবং পাঠ্যবইয়ের 'পড়ে কী বুঝলাম' অনুশীলনীতে প্রদত্ত প্রশ্নগুলো নিয়ে শিক্ষার্থীদের দলে আলোচনা করে উত্তর প্রস্তুত করার নির্দেশ দেবেন।

দলীয় কাজ করার সময়ে শিক্ষক তাদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন, ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন। তবে উত্তর বলে দেবেন না। শিক্ষার্থীরা কীভাবে দলীয় কাজ করবে ও উপস্থাপন করবে সে-ব্যপারে শিক্ষক সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- আমড়া ও ক্র্যাব নেবুলা'র সাথে পাঠ্যবইয়ের অন্যান্য লেখার মূল পার্থক্য কোথায়?
- 'পড়ে কী বুঝলাম' অনুশীলনীতে প্রদত্ত ৫টি নমুনা প্রশ্ন অনুযায়ী কী ধরনের উত্তর হবে তা নিয়ে দলে আলোচনা করবে ও উত্তরগুলো লিখবে। এ কাজ করার জন্য সময় ২০ মিনিট।
- এক্ষেত্রে দলের সদস্যদের থেকে যে কোনো ধরনের মতামত আসুক না কেন তা উত্তরে সংযুক্ত করতে হবে। কোনো ধারণাই বাদ দেওয়া যাবে না।
- প্রতি দল সবকটি প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করলেও শুধুমাত্র ১টি প্রশ্নের উত্তর উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনার জন্য সময় পাবে ২ মিনিট।
- যে প্রশ্নের উপর উপস্থাপন করা হয়েছে, তোমার দল তার চেয়ে ভিন্ন কোনো ধারণা প্রস্তুত করলে হাত তুলে জানাবে ও মুখে বলবে। একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করবে না।
- উপস্থাপনার পরপরই একদল অন্য দলকে কাজের উপর মতামত প্রদান করতে পারবে। এজন্য আগে থেকেই কাগজে মতামত লিখে রাখতে পারো।

প্রতি দলের উপস্থাপনা শেষে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষকও তাঁর মতামত প্রদান করতে পারবেন।

নমুনা উত্তর: 'পড়ে কী বুঝলাম' ('আমড়া ও ক্র্যাব নেবুলা')

প্রশ্ন	উত্তর
ক. 'বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি' বলতে কী বোঝো?	বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারণাকে কেন্দ্র করে লেখা কাল্পনিক গল্পকে 'বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি' বলে।
খ. আগে আর কোন ধরনের কল্পকাহিনি তুমি পড়েছ?	এর আগে আমি রূপকথা, পশুপাখির কাহিনি, দৈত্যদানবের কাহিনি জাতীয় কল্পকাহিনি পড়েছি।
গ. 'আমড়া ও ক্র্যাব নেবুলা' গল্পের কোন কোন ঘটনা কাল্পনিক?	'আমড়া ও ক্র্যাব নেবুলা' গল্পে রঞ্জুর বলা ভালুক ও ময়ূরের ঘটনা, মহাকাশের আগন্তুকের ঘটনা, ফ্লাইং সসার থেকে বিদঘুটে প্রাণীর লেজারগান দিয়ে গুলি করার ঘটনা, রোবটের ঘটনা, এবং ছাদে-আসা ফ্লাইং সসার ও কাঠির মতো মানুষদের ঘটনাগুলো কাল্পনিক।
ঘ. এই গল্পের কোন কোন ঘটনা বাস্তব?	এই গল্পে রঞ্জুর আব্বা, আম্মা ও বোন শিউলিরি সঙ্গে যেসব ঘটনা ঘটে তা বাস্তবের ঘটনা। যেমন রঞ্জুর বাবা-মার সঙ্গে ঘুমানো, শিউলির সঙ্গে একঘরে শুতে দেওয়া, পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথোপকথন, রঞ্জুর চমৎকার চমৎকার গল্পফাঁদা, দোয়াত ভেঙে যাওয়ার ঘটনা, শিউলিকে দেওয়া রঞ্জুর হাতের আমড়া ইত্যাদি।
ঙ. রূপকথার সাথে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনির মিল-অমিল কোথায়?	রূপকথা ও বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনির প্রধান মিল হচ্ছে দুটিই কল্পনা দিয়ে তৈরি। রূপকথার কাহিনিতে থাকে লোকমুখে প্রচলিত নানা চরিত্রের গল্প। যেমন, রাজা-রানি, ড্রাগন, রাক্ষস-খোক্কস, পরী, মৎস্যকন্য, ডাইনি ইত্যাদির গল্প; অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনিতে থাকে উন্নত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর নানা কাহিনি ও চরিত্রের গল্প। যেমন, মহাকাশ অনুসন্ধান, সময়-ভ্রমণ, মহাবিশ্বের জীবন, রোবট, ফ্লাইং সসার ইত্যাদির গল্প। রূপকথা অনেকের সৃষ্টি, কিন্তু বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি ব্যাক্তিবিশেষের সৃষ্টি।

২য় ধাপ

'বলি ও লিখি' অনুশীলনী অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থী অল্প কিছু বাক্যে 'আমড়া ও ক্র্যাব নেবুলা' লেখাটিতে লেখকের মূল বক্তব্য নিজের ভাষায় লিখবে। এ কাজের জন্য শিক্ষক ১০-১৫ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এরপর পূর্বের ছোটো দলে শিক্ষার্থীরা একে অপরের সাথে নিজেদের কাজ শেয়ার করবে এবং নিজেরাই মূল্যায়ন করবে লেখকের মূল বক্তব্য তারা কতটা ভালোভাবে তুলে আনতে পেরেছে। কাজ শুরুর পূর্বে শিক্ষক নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করতে পারেন:

- 'আমড়া ও ক্র্যাব নেবুলা' লেখাটির মূল কাহিনি ১০/১৫ বাক্যের মধ্যে নিজেদের ভাষায় লিখবে।
- এ কাজের জন্য সময় পাবে ১০/১৫ মিনিট।
- লেখা শেষ হলে দলে নিজেদের লেখা শেয়ার করবে। নিজের লেখা দলের সকলকে পড়ে শোনাবে বা দেখাবে এবং অন্যরা তার উপর নিজেদের মতামত দেবে। এভাবে প্রত্যেকেই নিজেদের লেখার উপর অন্যদের মতামত নেবে এবং মতামত গ্রহণ শেষে চাইলে লেখাটি পরিমার্জন করতে পারবে।
- যে কোনো জিজ্ঞাসা বা ভিন্নমত থাকলে আমাকে জানাবে এবং পরিমার্জন শেষে লেখাটি আমার কাছে জমা দেবে।

শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন, তাদের জানিয়ে রাখবেন, কোথাও বুঝতে অসুবিধা হলে তাকে জানাতে এবং সে-অনুযায়ী তিনি সহায়তা করবেন।

সেশন: ৫

- **'আমড়া ও ক্র্যাব নেবুলা' লেখায় লেখকের বক্তব্যের সাথে নিজের ধারণার মিল-অমিল বিশ্লেষণ করা।**

শিক্ষক 'লেখা নিয়ে মতামত' অনুশীলনী অনুযায়ী 'আমড়া ও ক্র্যাব নেবুলা' রচনা থেকে শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে এক বা একাধিক বক্তব্য শনাক্ত করতে বলবেন। শিক্ষক আগেই তাদের জানিয়ে রাখবেন, 'আমড়া ও ক্র্যাব নেবুলা' থেকে এমন বক্তব্য শনাক্ত করতে হবে যার সাথে সে একমত নয় কিংবা যে বক্তব্য সম্পর্কে তার মনে কোনো প্রশ্ন রয়েছে। তারা এমন বক্তব্যও শনাক্ত করতে পারবে যার তথ্য কিংবা ধারণা নিয়ে তার ভিন্নমত বা সন্দেহ রয়েছে। শনাক্তকৃত বক্তব্যের উপরে শিক্ষার্থী নিজের মতো করে তার মতামত প্রস্তুত করবে। এ কাজের উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীরা যেন রচনার যে কোনো বক্তব্য বা লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে নিজের মতের পার্থক্য করতে পারে ও প্রকাশ করতে পারে। কাজটি কীভাবে করতে হবে তা নিয়ে ধারণা পাবার জন্য প্রয়োজনে 'পিরামিড' রচনায় সংশ্লিষ্ট অনুশীলনীতে প্রদত্ত নমুনা উত্তরগুলো তাদের দেখে নিতে বলবেন।
কাজটি তারা কীভাবে করবে এবং উপস্থাপন করবে সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- প্রত্যেকে নিজেদেরকে একজন বিশ্লেষক হিসেবে কল্পনা করো। এখন বিশ্লেষক হিসেবে তোমার কাজ হবে 'আমড়া ও ক্র্যাব নেবুলা' রচনা থেকে কিছু বক্তব্য খুঁজে বের করে সেগুলো সম্পর্কে মতামত প্রস্তুত করা। 'আমড়া ও ক্র্যাব নেবুলা' থেকে এমন বক্তব্য খুঁজে বের করবে যেটির সাথে তুমি একমত নও। এমন বক্তব্য নিয়েও মত প্রকাশ করতে পারো যেটির তথ্য কিংবা ধারণা সম্পর্কে তোমার ভিন্নমত বা সন্দেহ রয়েছে।
- এ কাজটি প্রথমে প্রত্যেকে এককভাবে করবে। এ জন্য সময় পাবে ২০ মিনিট।

- কাজ শেষে একজন একজন করে নিজেদের কাজ উপস্থাপন করবে। রচনাটির যে বক্তব্য নিয়ে তোমার ভিন্নমত আছে তা উল্লেখ করবে ও তোমার মতামত ব্যাখ্যা করবে।
- একজনের উপস্থাপনার সময়ে অন্যরা শুনবে। এক্ষেত্রে উপস্থাপনাটি নিয়ে কারো কোনো মন্তব্য থাকলে তা হাত তুলে জানাবে। প্রত্যেকে লক্ষ রাখবে যেন নিজেদের উপস্থাপনার সময়ে একই বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি না হয়।

একক কাজ চলাকালে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ দেখবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের সহায়তা করবেন। তারা যেন নিজেদের মতো করে রচনাটি সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করতে পারে সে লক্ষ্যে উৎসাহ দেবেন।

সেশন: ৬

- **কল্পনানির্ভর লেখার ধারণা নিয়ে আলোচনা**

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বলবেন যে এই পরিচ্ছেদের নাম যে 'কল্পনানির্ভর লেখা'—তা সবাই নিশ্চয় লক্ষ করেছ। এখন পর্যন্ত বিভিন্ন আলোচনা ও কাজের পরিপ্রেক্ষিতে কল্পনানির্ভর লেখা বলতে তারা কী মনে করে, তা জানতে চাইবেন। আলোচনার সুবিধার্থে নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:

- কল্পনা ও বাস্তবের মধ্যে পার্থক্য কী?
- কল্পনানির্ভর লেখা মানে কি এতে বাস্তবের কিছুই থাকবে না?
- যে কোনো বিষয় নিয়েই কি কল্পনানির্ভর লেখা যেতে পারে?
- কল্পনানির্ভর লেখায় কি ব্যক্তিগত মতামত দেওয়ার সুযোগ থাকে?
- 'আমড়া ও ক্র্যাব নেবুলা' কি কল্পনানির্ভর লেখা? কেন বা কেন নয়?
- কল্পনানির্ভর লেখার ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হয়?

শিক্ষার্থীদের সাথে এ বিষয়ক আলোচনা শেষে পাঠ্যবইয়ের 'বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি' অনুচ্ছেদটি নিরবে পড়তে বলবেন। পড়া শেষ হলে অনুচ্ছেদের কোনো বক্তব্য নিয়ে তাদের জিজ্ঞাসা বা দ্বিমত আছে কি না জানতে চাইবেন। থাকলে তা নিয়ে আলোচনা করবেন।
এরপর নিচের অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কল্পনানির্ভর লেখার ধারণা উপস্থাপন করবেন এবং শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করে সেশন সমাপ্ত করবেন।

কাল্পনিক যে কোনো বিষয় যার অস্তিত্ব বাস্তব জীবনের উদাহরণের সাথে মেলে না তা-ই হলো কল্পনানির্ভর লেখা। এ ধরনের লেখার সাথে অনেক সময়ে বাস্তব জীবনের তথ্য, ঘটনা, বস্তু, প্রাণী ইত্যাদির সম্পর্ক থাকতে পারে আবার বাস্তব-অবাস্তব ধারণার সংমিশ্রণও থাকতে পারে। বিভিন্ন ধরনের রূপকথা, উপকথা, প্রচলিত ভৌতিক কাহিনী, কমিকস, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী ইত্যাদি হলো কাল্পনিক লেখার সুপরিচিত উদাহরণ। আবার কাল্পনিক লেখা নির্ভর বিভিন্ন ধরনের কার্টুন, নাটক, সিনেমাও প্রস্তুত করা হয় (যেমন: হ্যারিপটার, ব্যাটম্যান, সুপারম্যান, স্পাইডারম্যান, হাল্ক, আমড়া ও ক্র্যাব নেবুলা, বিভিন্ন ধরনের কমিকস, দেশি-বিদেশি রূপকথা)।

সেশন: ৭-৮

■ কল্পনানির্ভর লেখার বিষয়বস্তু নির্ধারণ এবং কল্পনানির্ভর লেখা প্রস্তুত-করা

কল্পনানির্ভর লেখার ধারণা বিষয়ক আলোচনার শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি ছোটো দলে বিভক্ত করবেন এবং যে কোনো একটি বিষয়ের উপর কাল্পনিক লেখা প্রস্তুত করার নির্দেশনা দেবেন। শিক্ষার্থীদের বোঝার সুবিধার্থে শিক্ষক নিচের নির্দেশনাগুলো বলবেন:

- প্রথমে দলীয় আলোচনার মাধ্যমে যে কোনো একটি বিষয় নির্ধারণ করবে এবং এর উপর লেখাটি প্রস্তুত করতে থাকবে।
- লেখাটি একেবারেই নতুন করে লিখতে হবে এমন নয়। বরং চাইলে ইতোমধ্যেই জানা কোনো ধরনের কল্পনানির্ভর লেখা, সিনেমা, কমিকস, কার্টুন ইত্যাদি অবলম্বনে নিজেদের ভাষায় ভিন্নভাবে লেখার চেষ্টা করতে পারো ।

দলীয় কাজ করার জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময়ে নির্ধারণ করে দেবেন। এ-সময়ে শিক্ষক তাদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন, ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা অনুযায়ী তথ্য দিয়েও সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীরা তাদের কাজ শেষ করলে একে একে সকল দল তাদের কাজ উপস্থাপন করবে। শিক্ষার্থীরা কীভাবে দলীয় কাজ করবে ও উপস্থাপন করবে সে-ব্যাপারে শিক্ষক সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- এ কাজের জন্য তোমাদের সময় ৩০ মিনিট। (প্রয়োজন হলে দলীয় আলোচনার মাধ্যমে লেখাটি প্রস্তুত করার জন্য পুরো একটি ক্লাস বরাদ্দ করা যেতে পারে।)
- প্রতি দল তাদের উপস্থাপনার জন্য সময় পাবে ২ মিনিট।
- উপস্থাপনার পরপরই একদল অন্য দলকে কাজের উপর মতামত প্রদান করতে পারবে। এজন্য আগে থেকেই কাগজে মতামত লিখে রাখতে পারো।
- পূর্বের দল তাদের প্রশ্নের উত্তরে যে-বিষয়গুলো উপস্থাপন করেছে তার চেয়ে ভিন্ন কোনো পর্যবেক্ষণ থাকলে শুধু তা তুলে ধরবে। একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি করবে না।
- উপস্থাপন শেষে কাগজটি আমার কাছে জমা দেবে।

প্রতি দলের উপস্থাপনা শেষে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি শিক্ষকও তাঁর মতামত প্রদান করতে পারবেন।

মনে রাখবেন: সকল শিক্ষার্থীর জন্য কাল্পনিক রচনা লেখার কাজটি সহজ হবে না। একইসাথে যারা লিখবে, সাহিত্যমান বিবেচনায় তা ভালো রচনা নাও হতে পারে। শিক্ষার্থীদের নিজে নিজে কাল্পনিক রচনা লিখতে দেওয়ার উদ্দেশ্য হলো নিজের কল্পনা ও ভাবনাকে ভাষায় রূপ দেওয়ার কাজে তাদের হাতেখড়ি দেওয়া। তারা যেন নিজে থেকে কাল্পনিক রচনা প্রস্তুত করার চেষ্টা করে এবং চেষ্টা করতে গিয়ে হতাশ না হয়ে পড়ে। তাই, এ কাজের নির্দেশনা প্রদানের সময়ে শিক্ষার্থীদের বয়স, আগ্রহ ও চাহিদা, পারিপার্শ্বিক সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনায় রাখবেন। তারা যে ধরনের লেখাই তৈরি করুক না কেন তাদের উৎসাহ দেবেন। যদি এমনটি ঘটে, যেখানে একজন শিক্ষার্থী চেষ্টা করার পরেও কিছুই প্রস্তুত করতে পারেনি, তবে চেষ্টা করার জন্যই তাকে মূল্যায়ন করবেন। একইসাথে সে যেন নিজে থেকে লেখার চেষ্টা অব্যাহত রাখে, সে ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে যাবেন। তিনি তার অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করবেন, তবে তাদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করা ও প্রকাশ করার সুযোগ যেন ব্যাহত না হয়।

ভিন্নমত প্রকাশের সুযোগ আছে এমন নমুনা উত্তরগুলোকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করবেন না। নমুনা উত্তরের আলোকে নির্দিষ্ট কাজ নিয়ে ধারণায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সংযোজন বা বিয়োজন করতে পারবেন। এমনভাবে নির্দেশনা দেবেন যাতে কী ধরনের উত্তর প্রস্তুত করতে হবে তা শিক্ষার্থীরা সহজে বুঝতে পারে এবং কাজের সময়ে নিজেদের বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা ও চিন্তার প্রতিফলন ঘটানোর সুযোগ পায়।

৬ষ্ঠ অধ্যায়

১ম পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ১৪: কবিতা

এই শিখন-অভিজ্ঞতায় এমন কিছু কার্যক্রম পরিকল্পনা করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা সাহিত্যের অন্যতম রূপ হিসেবে কবিতার সাথে নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সম্পর্ক তৈরি করতে পারে, কবিতার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করতে পারে এবং নিজের কল্পনা ও অনুভূতি কাজে লাগিয়ে কবিতা লিখতে উৎসাহী হয়।

কবিতা পড়ি ১: 'মাঝি'

কৌশল : একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, বিশ্লেষণ, তথ্য অনুসন্ধান, উপস্থাপনা ।
সেশন সংখ্যা : ৬
উপকরণ : বাংলা বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় ১ম পরিচ্ছেদের 'মাঝি' কবিতা; সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী।

কার্যক্রম:

- কবিতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা।
- পাঠ্যবইয়ের 'মাঝি' কবিতা নীরবে ও সরবে পাঠ করা।
- প্রশ্ন করা ও উত্তর খোঁজার মাধ্যমে 'মাঝি' কবিতার বিষয় ও মূলভাব নিয়ে আলোচনা এবং নিজের ভাষায় লেখা।
- নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে 'মাঝি' কবিতার সম্পর্ক তৈরি করা।
- 'মাঝি' কবিতায় কী ধরনের আবেগ প্রকাশ পাচ্ছে তা নিয়ে আলোচনা।
- 'মাঝি' কবিতা থেকে মিল-শব্দ খুঁজে বের করা।

সেশন: ১

- **কবিতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা।**

শিক্ষক প্রশ্নের মাধ্যমে কবিতা পড়া, কবিতা আবৃত্তি, কবিতার বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা জানতে চাইবেন। আলোচনা শুরু করার জন্য শিক্ষক নিচের প্রশ্নগুলো করতে পারেন:

- তোমরা তো পাঠ্যবইয়ে অনেক কবিতা পড়েছ। কিন্তু কেউ কি কখনো কবিতা আবৃত্তি শুনেছ?
- এমন কোনো কবিতা আছে কি না যা তোমার বিশেষভাবে ভালো লেগেছে বা মাঝে মাঝেই মনে চলে আসে?
- কবিতা পড়তে ও আবৃত্তি শুনতে কেমন লাগে?
- কোনো লেখাকে কবিতা বলতে হলে কী কী বৈশিষ্ট্য থাকতে হয়?
- কেউ কি নিজে থেকে কবিতা লিখেছ কখনো?
- তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কি কোনো একটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনাবে?

শিক্ষার্থীরা তাদের মতামত প্রদান করবে। শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে কেউ কবিতা শোনাতে চাইলে সে তা কবিতা শোনাতে পারে। একইসাথে শিক্ষক নিজেও যে কোনো একটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে চেষ্টা করবেন।

সেশন: ২-৩

- **পাঠ্যবইয়ের 'মাঝি' কবিতা নীরবে ও সরবে পাঠ করা।**
- **প্রশ্ন করা ও উত্তর খোঁজার মাধ্যমে 'মাঝি' কবিতার বিষয় ও মূলভাব নিয়ে আলোচনা এবং নিজের ভাষায় লেখা।**

১ম ধাপ

শিক্ষক পাঠ্যবই থেকে 'মাঝি' কবিতাটি শিক্ষার্থীদের প্রথমে নীরবে পড়তে বলবেন। নীরবে পড়া হয়ে গেলে শিক্ষক সরবে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন। তাদের পড়া হলে শিক্ষক নিজে কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাবেন। এক্ষেত্রে সম্ভব হলে শিক্ষক ইউটিউব বা অন্য যে কোনো উৎস থেকে অডিয়ো বা ভিডিয়োর মাধ্যমে কবিতাটির আবৃত্তি শোনাতে পারেন। অন্য বিশেষ কোনো ডিভাইস না থাকলে মোবাইলের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীদের কবিতার আবৃত্তি শোনাতে পারেন।

এরপর শিক্ষার্থীরা সবাই মিলে কবিতাটি আবৃত্তি করবে। কবিতাটি পড়ার সময়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই প্রমিত উচ্চারণের দিকে এবংকবিতার ভাব অনুযায়ী অভিব্যক্তি প্রকাশের দিকে নজর রাখতে হবে। আবৃত্তি শেষে কবিতায় যেসব নতুন শব্দ শিক্ষার্থীরা খুঁজে পাবে সেসব শব্দের অর্থ শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের 'শব্দের অর্থ' অংশ থেকে দেখতে বলবেন এবং প্রয়োজনে বুঝিয়ে দেবেন। বইয়ে দেওয়া শব্দের অর্থের বাইরে আরো কোনো শব্দ অপরিচিত মনে হলে তবে শিক্ষক তাদের সেগুলোর অর্থ জানতে সাহায্য করবেন।

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৫/৬টি দলে ভাগ করে দেবেন। এরপর 'কবিতা বুঝি' অনুশীলনী অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা 'মাঝি' কবিতার বিষয় ও মূলভাব দলে আলোচনা করে এর উপর কয়েকটি প্রশ্ন তৈরি করবে। এ কাজের জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এ সময়ে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন তৈরির সুবিধার জন্য শিক্ষক নিচে দেওয়া নমুনা প্রশ্ন থেকে দু-একটি ধারণা দিতে পারেন:

নমুনা প্রশ্ন ও উত্তর (মাঝি)

প্রশ্ন	উত্তর
ক) 'মাঝি' কবিতায় কবির কোথায় যেতে ইচ্ছে করে?	'মাঝি' কবিতায় কবির নদীর ওপারে যেতে ইচ্ছে করে।
খ) নদীর ওপারে কী আছে?	নদীর ওপারে বাঁশের খুঁটির সঙ্গে ডিঙি নৌকা সারিবদ্ধভাবে বাঁধা রয়েছে। কিষাণেরা লাঙল কাধে করে নদী পার হয়, জেলে নদীতে জাল টেনে মাছ ধরে। গোরু-মহিষ সাঁতরে নিয়ে নদী পার হয় রাখাল। নদীর ওপারে দিনের বেলা মানুষের কোলাহল থাকলেও রাতের বেলা শেয়াল ডাকে ঝাউঘেরা ডাঙায়। কবি শুনেছেন সেই ঝাউডাঙার ভিতরে জলাভূমি আছে, যেখানে চখাচখী পাখির আসর বসে। সেখানকারর শরবনে মানিকজোড় পাখির বাসা রয়েছে, আর কাদায় লেপ্টে আছে কাদাখোঁচা পাখির বিচরণের চিহ্ন। সন্ধেবেলা ঘরের ছাদের উপর দাঁড়িয়ে কবি খেয়াল করেছেন নদীর ওপারের শাদা কাশের বন, যেখানে জোসনা ছড়িয়ে পড়ে।
গ) এ কবিতায় কোন বিষয়টি প্রধান হয়ে ফুটে উঠেছে?	গ্রামবাংলার ছবি এবং কবির অন্তরের ইচ্ছা।
ঘ) বড়ো হয়ে কবি কী হতে চান এবং কেন?	বড়ো হয়ে কবি মাঝি হতে চান। তা হলে কবি সারাবেলা এপার-ওপার নৌকা পারাপার করবেন। তার নৌকাপারাপারের দৃশ্য দেখবে স্নানরত পাড়ার ছেলেমেয়েরা। মাঝিগিরি করে কবি দুপুরবেলা ঘরে ফিরে মায়ের কাছে খাবার চাইবেন। সন্ধেবেলাও কবি ঠিকঠাকমতো ঘরে ফিরবেন। কবি সব সময়ে মায়ের আশে পাশেই থাকতে চান; বাবার মতো কখনো বিদেশ-বিভুইয়ে পড়ে থাকতে চান না। তাই মা যদি রাজি থাকেন তাহলে কবি বড়ো হয়ে খেয়াঘাটের মাঝি হতে চান।
ঙ) এই কবিতায় কবির সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা কার প্রতি প্রকাশিত হয়েছে?	মা ও মাতৃভমির প্রতি।

প্রশ্ন তৈরির কাজ শেষ হলে এক দল অন্য দলকে প্রশ্ন করবে। অন্য দল সেই উত্তর দেবে। প্রতি দল যাতে অন্তত একটি করে প্রশ্ন করতে পারে শিক্ষক তা নিশ্চিত করবেন। এক্ষেত্রে একই প্রশ্ন যেন বার বার না আসে, শিক্ষার্থীদের সে ব্যাপারে জানিয়ে রাখবেন।

২য় ধাপ

প্রশ্ন-উত্তরের ভিত্তিতে কবিতাটি নিয়ে আলোচনা শেষে দু-এক জন শিক্ষার্থীকে কবিতাটির মূলভাব বা মূলকথা সম্পর্কে তার মতামত বলতে বলবেন। এরপর সবাইকে নিজের নিজের মতো খাতায় কিংবা বইয়ের 'বুঝে লিখি' অনুশীলনীর খালি জায়গায় মূলকথা লিখতে দেবেন। লেখার জন্য সময় রাখবেন ২০ মিনিট। নির্দিষ্ট সময় শেষে যে কোনো একজন শিক্ষার্থীকে তার লেখাটি উপস্থাপন করতে বলবেন ও অন্যদের তা শোনার নির্দেশনা দেবেন। শিক্ষার্থীটির উপস্থাপনা নিয়ে অন্য শিক্ষার্থীদের কোনো মতামত থাকলে তা হাত তুলে জানাতে বলবেন। একইভাবে আরো কয়েকজন শিক্ষার্থীকে তাদের লেখাটি উপস্থাপন করার এবং অন্যদের তা নিয়ে মতামত প্রদানের ব্যাপারে উৎসাহিত করবেন।

এই কাজের মূল লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীরা যেন নিজেদের ভাষায় কবিতার বিষয়বস্তু, মূলভাব ও কবির দৃষ্টিভঙ্গি চিহ্নিত করতে পারা এবং তা প্রকাশ করতে পারে।

সেশন: ৪

- **নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে 'মাঝি' কবিতার সম্পর্ক তৈরি করা।**

শিক্ষক 'জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি' অনুশীলনী অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের জীবনের বা চারপাশের কোনো ঘটনার সাথে মাঝি' কবিতার মিল আছে কি না তা জানতে চাইবেন ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলো করতে পারেন:

- 'মাঝি' কবিতার মতো তোমার কি কোথাও যেতে ইচ্ছে করে? এমন হলে কোথায় এবং কেন?
- বড়ো হয়ে তুমি কী হতে চাও? কেন?
- নদী-নালা, সবুজ গাছ-পালা, চাষাবাসের স্থান ইত্যাদি আছে এমন প্রাকৃতিক স্থানে অবস্থান করার ব্যাপারে তোমার কি কোনো অভিজ্ঞতা আছে? থাকলে এমন পরিবেশে তোমার কেমন লাগে? না থাকলে, এমন পরিবেশে গেলে তোমার কেমন লাগবে মনে কর?
- তুমি কি বড়ো হয়ে বিদেশে কাজ করতে চাও? কেন বা কেন নয়?
- বিদেশে কাজ করার ব্যাপারে তোমার মতামত কী?

আলোচনা শেষে শিক্ষার্থীদের একক কাজ হিসেবে কবিতার সাথে নিজের জীবনের বা চারপাশের কোনো ঘটনার মিল আছে কি না তা পাঠ্যবইয়ের 'জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি' অংশের খালি জায়গায় বা খাতায় লিখতে বলবেন।এ কাজের জন্য ১৫-২০ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দেবেন। একক কাজ সম্পন্ন হলে জোড়ায়/ছোটো দলে নিজেদের লেখা দলের সবাইকে পড়ে শোনাবে বা দেখাবে এবং অন্যদের প্রস্তুত করা লেখা সম্পর্কে মতামত দেবে। এভাবে প্রত্যেকেই নিজেদের লেখার উপর অন্যদের মতামত নেবে এবং মতামত গ্রহণ শেষে চাইলে লেখাটি পরিমার্জন করতে পারবে। এ কাজ করার জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এ সময়ে শিক্ষক তাদের সাথে কথা বলবেন, ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন।

কাজ শেষে কয়েকটি দল/জোড়া থেকে একজন শিক্ষার্থীকে তার দল/জোড়ার কাজ সম্পর্কে উপস্থাপন করতে বলবেন। উপস্থাপন শেষে অন্য শিক্ষার্থীরা তার মতামতের সাথে কতটুকু একমত এ-ব্যাপারে শিক্ষক জানতে চাইবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন, নিজের মত দেবেন এবং তারা কবিতার সাথে নিজের জীবনের বা চারপাশের ঘটনার মিল কতটুকু করতে পেরেছে তা সংক্ষেপে বলবেন।

সেশন: ৫

- **'মাঝি' কবিতায় কী ধরনের আবেগ প্রকাশ পাচ্ছে তা নিয়ে আলোচনা।**

'মাঝি' কবিতা পড়ে বা এর ভিন্ন ভিন্ন লাইনে কোন ধরনের আবেগ প্রকাশ পাচ্ছে বলে শিক্ষার্থীদের মনে হচ্ছে সে ব্যাপারে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মতামত জানতে চাইবেন। একই কবিতা বা কবিতার ভিন্ন ভিন্ন লাইন পড়ে একেক শিক্ষার্থী একেক ধরনের আবেগ চিহ্নিত করতে পারে। এই ধরনের ভিন্নতাকে শিক্ষক উৎসাহ দেবেন। শিক্ষার্থীরা কীভাবে কাজটি করবে ও উপস্থাপন করবে সে ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- 'মাঝি' কবিতার ভিন্ন ভিন্ন লাইন পড়ে সে লাইনটিতে কিংবা পুরো কবিতা পড়ে কোন ধরনের আবেগ প্রকাশ পাচ্ছে বলে তুমি মনে কর? প্রত্যেকে পুরো কবিতাটি আরো একবার পড়তে পারো এবং তোমার মতামত খাতায় লিখে রাখো। এ কাজের জন্য সময় ১৫ মিনিট।
- একক কাজ শেষে কয়েকজন তার কাজ উপস্থাপন করবে এবং অন্যরা সহপাঠীর বক্তব্যটি লক্ষ করবে। সহপাঠীর বক্তব্য নিয়ে তোমার কোনো ভিন্নমত থাকলে বা তোমার উত্তরের সাথে না মিললে তা হাত তুলে জানাবে।
- মনে রাখবে যে, আবেগ হলো আমাদের এমন সব মানসিক অবস্থা যেগুলো চোখে দেখা যায় না। যেমন: আনন্দ, খুশি, রাগ, বিরক্তি, দুঃখ, বেদনা, প্রেম, অবাক, বিস্ময়, দুঃশ্চিন্তা, হতাশা ইত্যাদি। আর ভিন্ন ভিন্ন আবেগ যেসব উপায়ে আমরা প্রকাশ করি অর্থাৎ চোখে দেখা যায় সেগুলো হলো আমাদের আচরণ। যেমন: হাসি, কান্না, চোখ বড় করা, লাফালাফি, দৌড়াদৌড়ি, মুখ গোমড়া করা, চিৎকার করা ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীদের জন্য কবিতা থেকে আবেগ শনাক্ত করার কাজের সুবিধার্থে তারা একক কাজটি শুরু করার আগে শিক্ষক নিচের প্রশ্নগুলোর আলোকে তাদের সাথে আলোচনা করবেন:

- 'আমার যেতে ইচ্ছে করে নদীটির ওই পারে'-লাইনে কোন ধরনের আবেগ প্রকাশ পাচ্ছে বলে মনে হয়? আকাঙ্ক্ষা, হতাশা, দুঃখ, আনন্দ কোনটি?
- 'মা, যদি হও রাজি, বড়ো হলে আমি হব খেয়াঘাটের মাঝি' - লাইনে কোন ধরনের আবেগ প্রকাশ পাচ্ছে বলে মনে হয়? প্রার্থনা, প্রতিজ্ঞাবদ্ধতা, আকাঙ্ক্ষা, অভিমান কোনটি?

একক কাজ চলাকালে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ দেখবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের সহায়তা করবেন। তারা যেন নিজেদের মতো করে কবিতা থেকে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের আবেগ শনাক্ত করতে পারে ও ব্যাখ্যা করতে পারে সে লক্ষ্যে উৎসাহ দেবেন।

নোট: 'মাঝি' কবিতায় যে ধরনের আবেগ প্রকাশ পাচ্ছে তার মধ্যে রয়েছে দেশপ্রেম, মাতৃভক্তি, ইচ্ছা, দেশে থাকার ব্যাপারে প্রতিজ্ঞাবদ্ধতা ইত্যাদি।

সেশন: ৬

- **'মাঝি' কবিতা থেকে মিল-শব্দ খুঁজে বের করা।**

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একক কাজের মাধ্যমে পাঠ্যবইয়ের 'মিল-শব্দ খুঁজি' অনুশীলনী অনুযায়ী প্রদত্ত শব্দগুলোর একাধিক মিল-শব্দ নির্ধারণ করার জন্য শিক্ষার্থীদের নির্দেশ দেবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষে একক কাজ সম্পন্ন হলে ছোটো দলে নিজেদের লেখা শেয়ার করবে, দলের সকলকে পড়ে শোনাবে বা দেখাবে এবং অন্যদের প্রস্তুত করা লেখা সম্পর্কে মতামত দেবে। এভাবে প্রত্যেকেই নিজেদের লেখার উপর অন্যদের মতামত নেবে এবং মতামত গ্রহণ শেষে চাইলে লেখাটি পরিমার্জন করতে পারবে। এ কাজ করার জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এ সময়ে শিক্ষক তাদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন, ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- পাঠ্যবইয়ের 'মিল-শব্দ খুঁজি' অনুশীলনী অনুযায়ী প্রদত্ত শব্দগুলোর একাধিক মিল-শব্দ খুঁজে বের করো। প্রথমে এককভাবে কাজটি করবে। এ কাজের জন্য সময় ১৫ মিনিট।
- মিল-শব্দটি অর্থবোধক হতে হবে। অর্থ নেই এমন শব্দ প্রস্তুত করলে তা বিবেচনা করা হবে না।
- একক কাজ শেষে দলে নিজেদের লেখা দলের সকলকে পড়ে শোনাবে বা দেখাবে এবং অন্যদের প্রস্তুত করা লেখা সম্পর্কে মতামত দেবে। এভাবে দলে মিলে ছকটি চূড়ান্ত করবে। এ কাজের জন্য সময় ১০ মিনিট।
- দলীয় কাজ শেষে প্রতি দল তাদের উপস্থাপনার জন্য সময় পাবে ২ মিনিট। প্রতি দল থেকে অন্তত একজন দলের কাজ উপস্থাপন করবে।
- উপস্থাপনার পর অন্য শিক্ষার্থীরা সংক্ষেপে তাদের মতামত প্রদান করতে পারবে।
- পূর্বের দল তাদের উপস্থাপনায় যে-শব্দগুলো বলেছে, তার চেয়ে ভিন্ন কোনো শব্দ থাকলে শুধু তা তুলে ধরবে। একই শব্দের পুনরাবৃত্তি করবে না।

নমুনা উত্তর: মিল-শব্দ খুঁজি (মাঝি)

ক্রম	শব্দ	মিল-শব্দ
১	ছেলে	খেলে, গেলে, জেলে, ঠেলে, তেলে, পেলে, ফেলে, বেলে, মেলে, রেলে, হেলে
২	মেয়ে	খেয়ে, গেয়ে, চেয়ে, ছেয়ে, নেয়ে, ধেয়ে, পেয়ে, বেয়ে, যেয়ে
৩	ঘর	কর, চর, জ্বর, ডর, নর, দর, ধর, পর, বর, ভর, মর, শর, সর
৪	যত	কত, ক্ষত, তত, থতমতো, নত, যত, শত, হত
৫	তখন	কখন, যখন
৬	পার	কার, ক্ষার, চার, ছারখার, তার, ধার, বার, বারবার, ভার, মার, যার, সার
৭	আঁধার	বাধার, সাধার, দাদার, কাঁদার, কাদার, চাঁদার
৮	জাল	কাল, খাল, গাল, চাল, ছাল, ডাল, তাল, থাল, পাল, ফাল, শাল, সাল, হাল
৯	বাঁশ	আঁশ, কাশ, ঘাস, চাস, চাষ, ঠাশ, তাশ, দাস, নাস, পাশ, ফাঁস, মাস, লাশ, শাঁস, হাস
১০	জলা	কলা, গলা, চলা, ছলাকলা, ডলা, তলা দলা, নলা, ফলা, বলা, মলা, শলা
১১	দিন	ঋণ, চিন, জ্বিন, টিন, তিন, তাধিন ধিন, নিন, পিন, বীণ, বিলীন, হীন
১২	আসে	কাশে, ঘাসে, চাষে, তাসে, দাসে, নাশে, পাশে, বাঁশে, ভাসে, মাসে, লাশে, শাঁসে, হাসে

এরপর সময় বিবেচনায় শিক্ষার্থীদের দলে দলে মিল-শব্দ বের করার প্রতিযোগিতামূলক খেলা করার সুযোগ করে দিতে পারেন। প্রথমে প্রতি দল থেকে যে কোনো একটি শব্দ বাছাই করবে। কোন দল কী শব্দ বাছাই করেছে তা একে একে জানাবে ও অন্য দলগুলো তা লিখে রাখবে। এরপর শিক্ষক বলার সাথে সাথেই প্রতি দল সবগুলো শব্দের জন্য আলাদা আলাভাবে মিল-শব্দ বের করার কাজ করবে। এ কাজের জন্য নির্দিষ্ট করে ২-৩ মিনিট সময় থাকবে এবং সময় শেষে কেউ আর নিজেদের লেখা পরিবর্তন বা নতুন শব্দ সংযোজন করতে পারবে না। প্রতিটি শব্দের জন্য যে দল সবচেয়ে বেশি মিল-শব্দ বের করতে পারবে, ঐ শব্দের জন্য সে দল জয়ী হবে।

কবিতা পড়ি ২: 'ময়নামতীর চর'

কৌশল : একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, বিশ্লেষণ, তথ্য অনুসন্ধান, উপস্থাপনা ।

সেশন সংখ্যা : ৪

উপকরণ : বাংলা বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় ১ম পরিচ্ছেদের 'ময়নামতীর চর' কবিতা; সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী।

কার্যক্রম:

- পাঠ্যবইয়ের 'ময়নামতীর চর' কবিতা নীরবে ও সরবে পাঠ করা।
- প্রশ্ন করা ও উত্তর খোঁজার মাধ্যমে 'ময়নামতীর চর' কবিতার বিষয় ও মূলভাব নিয়ে আলোচনা এবং নিজের ভাষায় লেখা।
- নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে 'ময়নামতীর চর' কবিতার সম্পর্ক তৈরি করা।
- 'ময়নামতীর চর' কবিতায় কী ধরনের আবেগ প্রকাশ পাচ্ছে তা নিয়ে আলোচনা।
- 'ময়নামতীর চর' কবিতায় শব্দের পরিবর্তন এবং কবিতাটির 'গদ্যে রূপান্তর' নিয়ে আলোচনা।

সেশন: ৭-৮

- পাঠ্যবইয়ের 'ময়নামতীর চর' কবিতা নীরবে ও সরবে পাঠ করা।
- প্রশ্ন করা ও উত্তর খোঁজার মাধ্যমে 'ময়নামতীর চর' কবিতার বিষয় ও মূলভাব নিয়ে আলোচনা এবং নিজের ভাষায় লেখা।

১ম ধাপ

শিক্ষক পাঠ্যবই থেকে 'ময়নামতীর চর' কবিতাটি শিক্ষার্থীদের প্রথমে নীরবে পড়তে বলবেন। নীরবে পড়া হয়ে গেলে শিক্ষক সরবে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন। তাদের পড়া হলে শিক্ষক নিজে কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাবেন। এক্ষেত্রে সম্ভব হলে শিক্ষক ইউটিউব বা অন্য যে কোনো উৎস থেকে অডিয়ো বা ভিডিয়োর মাধ্যমে কবিতাটির আবৃত্তি শোনাতে পারেন। অন্য বিশেষ কোনো ডিভাইস না থাকলে মোবাইলের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীদের কবিতার আবৃত্তি শোনাতে পারেন।

এরপর শিক্ষার্থীরা সবাই মিলে কবিতাটি আবৃত্তি করবে। কবিতাটি পড়ার সময়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই প্রমিত উচ্চারণের দিকে এবং কবিতার ভাব অনুযায়ী অভিব্যক্তি প্রকাশের দিকে নজর রাখতে হবে। আবৃত্তি শেষে কবিতায় যেসব নতুন শব্দ শিক্ষার্থীরা খুঁজে পাবে সেসব শব্দের অর্থ শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের 'শব্দের অর্থ' অংশ থেকে দেখতে বলবেন এবং প্রয়োজনে বুঝিয়ে দেবেন। বইয়ে দেওয়া শব্দের অর্থের বাইরে আরো কোনো শব্দ অপরিচিত মনে হলে তবে শিক্ষক তাদের সেগুলোর অর্থ জানতে সাহায্য করবেন।

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৫/৬টি দলে ভাগ করে দেবেন। এরপর 'কবিতা বুঝি' অনুশীলনী অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা 'ময়নামতীর চর' কবিতার বিষয় ও মূলভাব দলে আলোচনা করে এর উপর কয়েকটি প্রশ্ন তৈরি করবে। এ কাজের জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এ সময়ে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন তৈরির সুবিধার জন্য শিক্ষক নিচে দেওয়া নমুনা প্রশ্ন থেকে দু-একটি ধারণা দিতে পারেন:

নমুনা প্রশ্ন ও উত্তর (ময়নামতীর চর)

প্রশ্ন	উত্তর
ক) 'ময়নামতীর চর'কবিতায় কবি কীসের বর্ণনা দিয়েছেন?	'ময়নামতীর চর'কবিতায় কবি একটি নদীর চরের বর্ণনা করেছেন। 'ময়নামতীর চর' কবিতায় কবির কোথায় যেতে ইচ্ছে করে?
খ) এ কবিতার প্রধান বিষয় কী?	এ কবিতার প্রধান বিষয় ময়নামতী চরের প্রাত্যহিক চিত্র ও জীবনযাত্রার ছবি।
গ) এ কবিতায় কী কী প্রাণীর উল্লেখ রয়েছে?	এ কবিতায় কুমির, খরশুলা ও দাঁড়িকানা মাছ, গাঙচিল, গোরু, উকুন, বক, শালিক, বরাহ প্রভৃতি পশুপাখি ও প্রাণীর উল্লেখ রয়েছে।
ঘ) আখের খেত পাহারা দিতে চাষিরা কী পদ্ধতি অবলম্বন করেছে?	আখের খেত পাহারা দিতে গিয়ে চাষিরা খেতের কোণায় বাঁশ পুঁতে ঘর তৈরি করেছে। ঘরের ভিতরে বাখারি উপর বিচালির শয্যা বানিয়েছে। প্রবল শীতের মধ্যেও মাঠের মাঝখানে আগুনের মশাল জ্বালিয়ে হাত দিয়ে তালি বাজিয়ে খেত পাহারা দেয়। যাতে রাতের বেলা পদ্মার ওপার থেকে শূকর এসে আখের খেত নষ্ট না করে।

প্রশ্ন তৈরির কাজ শেষ হলে এক দল অন্য দলকে প্রশ্ন করবে। অন্য দল সেই উত্তর দেবে। প্রতি দল যাতে অন্তত একটি করে প্রশ্ন করতে পারে শিক্ষক তা নিশ্চিত করবেন। এক্ষেত্রে একই প্রশ্ন যেন বার বার না আসে, শিক্ষার্থীদের সে ব্যাপারে জানিয়ে রাখবেন।

২য় ধাপ

প্রশ্ন-উত্তরের ভিত্তিতে কবিতাটি নিয়ে আলোচনা শেষে দু-এক জন শিক্ষার্থীকে কবিতাটির মূলভাব বা মূলকথা সম্পর্কে তার মতামত বলতে বলবেন। এরপর সবাইকে নিজের নিজের মতো খাতায় কিংবা বইয়ের 'বুঝে লিখি' অনুশীলনীর খালি জায়গায় মূলকথা লিখতে দেবেন। লেখার জন্য সময় রাখবেন ২০ মিনিট। নির্দিষ্ট সময় শেষে যে কোনো একজন শিক্ষার্থীকে তার লেখাটি উপস্থাপন করতে বলবেন ও অন্যদের তা শোনার নির্দেশনা দেবেন। শিক্ষার্থীটির উপস্থাপনা নিয়ে অন্য শিক্ষার্থীদের কোনো মতামত থাকলে তা হাত তুলে জানাতে বলবেন। একইভাবে আরো কয়েকজন শিক্ষার্থীকে তাদের লেখাটি উপস্থাপন করার এবং অন্যদের তা নিয়ে মতামত প্রদানের ব্যাপারে উৎসাহিত করবেন।

এই কাজের মূল লক্ষ্য হলো, শিক্ষার্থীরা যেন নিজেদের ভাষায় কবিতার বিষয়বস্তু, মূলভাব ও কবির দৃষ্টিভঙ্গি চিহ্নিত করতে পারা এবং তা প্রকাশ করতে পারে।

সেশন: ৯

- **নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে 'ময়নামতীর চর' কবিতার সম্পর্ক তৈরি করা।**

শিক্ষক 'জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি' অনুশীলনী অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের জীবনের বা চারপাশের কোনো ঘটনার সাথে ময়নামতীর চর' কবিতার মিল আছে কি না তা জানতে চাইবেন ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলো করতে পারেন:

- তুমি কি কখনো চর দেখেছ? তোমার দেখা চরটি কেমন? না দেখলে, চর বলতে তোমার মনে কী ধরনের চিত্র ভাসে?
- কবির মতো তুমিও কি কখনো চারপাশের পরিবেশ ও জীবনযাত্রা কখনো নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছ? তোমার পর্যবেক্ষণে কী কী দেখেছ? না দেখে থাকলে দেখার চেষ্টা করে সে অভিজ্ঞতার কথা লিখ।

আলোচনা শেষে শিক্ষার্থীদের একক কাজ হিসেবে কবিতার সাথে নিজের জীবনের বা চারপাশের কোনো ঘটনার মিল আছে কি না তা পাঠ্যবইয়ের 'জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি' অংশের খালি জায়গায় বা খাতায় লিখতে বলবেন।এ কাজের জন্য ১৫-২০ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দেবেন। একক কাজ সম্পন্ন হলে জোড়ায়/ছোটো দলে নিজেদের লেখা দলের সবাইকে পড়ে শোনাবে বা দেখাবে এবং অন্যদের প্রস্তুত করা লেখা সম্পর্কে মতামত দেবে। এভাবে প্রত্যেকেই নিজেদের লেখার উপর অন্যদের মতামত নেবে এবং মতামত গ্রহণ শেষে চাইলে লেখাটি পরিমার্জন করতে পারবে। এ কাজ করার জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এ সময়ে শিক্ষক তাদের সাথে কথা বলবেন, ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন।

কাজ শেষে কয়েকটি দল/জোড়া থেকে একজন শিক্ষার্থীকে তার দল/জোড়ার কাজ সম্পর্কে উপস্থাপন করতে বলবেন। উপস্থাপন শেষে অন্য শিক্ষার্থীরা তার মতামতের সাথে কতটুকু একমত এ ব্যাপারে শিক্ষক জানতে চাইবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন, নিজের মত দেবেন এবং তারা কবিতার সাথে নিজের জীবনের বা চারপাশের ঘটনার মিল কতটুকু করতে পেরেছে তা সংক্ষেপে বলবেন।

সেশন: ১০

- **'ময়নামতীর চর' কবিতায় কোন ধরনের আবেগ প্রকাশ পাচ্ছে তা নিয়ে আলোচনা।**
- **'ময়নামতীর চর' কবিতায় শব্দের পরিবর্তন এবং কবিতাটির 'গদ্যে রূপান্তর' নিয়ে আলোচনা।**

১ম ধাপ

'ময়নামতীর চর' কবিতা পড়ে এতে কোন ধরনের আবেগ প্রকাশ পাচ্ছে বলে শিক্ষার্থীদের মনে হচ্ছে সে ব্যাপারে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মতামত জানতে চাইবেন। একই কবিতা পড়ে একেক শিক্ষার্থী একেক ধরনের আবেগ চিহ্নিত করতে পারে। এই ধরনের ভিন্নতাকে শিক্ষক উৎসাহ দেবেন। শিক্ষার্থীরা কীভাবে কাজটি করবে ও উপস্থাপন করবে সে ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- 'ময়নামতীর চর' পুরো কবিতা পড়ে এতে কোন ধরনের আবেগ প্রকাশ পাচ্ছে বলে তুমি মনে কর? প্রত্যেকে পুরো কবিতাটি আরো একবার পড়তে পারো এবং তোমার মতামত খাতায় লিখে রাখো। এ কাজের জন্য সময় ১০ মিনিট।

- একক কাজ শেষে কয়েকজন তার কাজ উপস্থাপন করবে এবং অন্যরা সহপাঠীর বক্তব্যটি লক্ষ করবে। সহপাঠীর বক্তব্য নিয়ে তোমার কোনো ভিন্নমত থাকলে বা তোমার উত্তরের সাথে না মিললে তা হাত তুলে জানাবে।
- মনে রাখবে যে, আবেগ হলো আমাদের এমন সব মানসিক অবস্থা যেগুলো চোখে দেখা যায় না। যেমন: আনন্দ, খুশি, রাগ, বিরক্তি, দুঃখ, বেদনা, প্রেম, অবাক, বিস্ময়, দুঃশ্চিন্তা, হতাশা ইত্যাদি। আর ভিন্ন ভিন্ন আবেগ যেসব উপায়ে আমরা প্রকাশ করি অর্থাৎ চোখে দেখা যায় সেগুলো হলো আমাদের আচরণ। যেমন: হাসি, কান্না, চোখ বড়ো করা, লাফালাফি, দৌড়াদৌড়ি, মুখ গোমড়া করা, চিৎকার করা ইত্যাদি।

একক কাজ চলাকালে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ দেখবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের সহায়তা করবেন। তারা যেন নিজেদের মতো করে কবিতা থেকে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের আবেগ শনাক্ত করতে পারে ও ব্যাখ্যা করতে পারে সে লক্ষ্যে উৎসাহ দেবেন।

নোট: 'ময়নামতীর চর' কবিতায় মূলত প্রকৃতিপ্রেম প্রকাশ পাচ্ছে।

২য় ধাপ

পাঠ্যবই থেকে 'কবিতায় শব্দের পরিবর্তন' ছক এবং 'কবিতাকে গদ্যে রূপান্তর' অনুচ্ছেদটি শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে নীরবে পড়ার নির্দেশনা দেবেন। পাঠ শেষে ছক এবং অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তু নিয়ে তাদের কোনো জিজ্ঞাসা বা দ্বিমত থাকলে তা উল্লেখ করতে বলবেন এবং এ নিয়ে আলোচনা করবেন। একইসাথে প্রদত্ত ছকের বাইরে শব্দের প্রমিত রূপ ব্যবহার হয়নি এমন আর কোনো শব্দ কবিতার মধ্যে শিক্ষার্থীরা খুঁজে পেয়েছে কি না জানতে চাইবেন এবং সেগুলোর প্রমিত রূপ নিয়ে আলোচনা করবেন।

কবিতা পড়ি ৩: 'নোলক'

কৌশল : একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, বিশ্লেষণ, তথ্য অনুসন্ধান, উপস্থাপনা ।

সেশন সংখ্যা : ৭

উপকরণ : বাংলা বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় ১ম পরিচ্ছেদের 'নোলক' কবিতা; সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী, দড়ি, আঠা।

কার্যক্রম:

- পাঠ্যবইয়ের 'নোলক' কবিতা নীরবে ও সরবে পাঠ করা।
- প্রশ্ন করা ও উত্তর খোঁজার মাধ্যমে 'নোলক' কবিতার বিষয় ও মূলভাব নিয়ে আলোচনা এবং নিজের ভাষায় লেখা।
- নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে 'নোলক' কবিতার সম্পর্ক তৈরি করা।
- 'নোলক' কবিতায় কোন ধরনের আবেগ প্রকাশ পাচ্ছে তা নিয়ে আলোচনা।
- কবিতার বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করা।
- নিজের কল্পনা ও অনুভূতি দিয়ে কবিতা লেখা।
- কবিতার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নিজের লেখা কবিতা যাচাই করা।

সেশন: ১১-১২

- **পাঠ্যবইয়ের 'নোলক' কবিতা নীরবে ও সরবে পাঠ করা।**
- **প্রশ্ন করা ও উত্তর খোঁজার মাধ্যমে 'নোলক' কবিতার বিষয় ও মূলভাব নিয়ে আলোচনা এবং নিজের ভাষায় লেখা।**

১ম ধাপ

শিক্ষক পাঠ্যবই থেকে 'নোলক' কবিতাটি শিক্ষার্থীদের প্রথমে নীরবে পড়তে বলবেন। নীরবে পড়া হয়ে গেলে শিক্ষক সরবে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে কবিতাটি আবৃত্তি করতে বলবেন। তাদের পড়া হলে শিক্ষক নিজে কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনাবেন। এক্ষেত্রে সম্ভব হলে শিক্ষক ইউটিউব বা অন্য যে কোনো উৎস থেকে অডিয়ো বা ভিডিয়োর মাধ্যমে কবিতাটির আবৃত্তি শোনাতে পারেন। অন্য বিশেষ কোনো ডিভাইস না-থাকলে মোবাইলের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীদের কবিতার আবৃত্তি শোনাতে পারেন।

এরপর শিক্ষার্থীরা সবাই মিলে কবিতাটি আবৃত্তি করবে। কবিতাটি পড়ার সময়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই প্রমিত উচ্চারণের দিকে এবংকবিতার ভাব অনুযায়ী অভিব্যক্তি প্রকাশের দিকে নজর রাখতে হবে। আবৃত্তি শেষে কবিতায় যেসব নতুন শব্দ শিক্ষার্থীরা খুঁজে পাবে সেসব শব্দের অর্থ শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের 'শব্দের অর্থ' অংশ থেকে দেখতে বলবেন এবং প্রয়োজনে বুঝিয়ে দেবেন। বইয়ে দেওয়া শব্দের অর্থের বাইরে আরো কোনো শব্দ অপরিচিত মনে হলে তবে শিক্ষক তাদের সেগুলোর অর্থ জানতে সাহায্য করবেন।

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৫/৬টি দলে ভাগ করে দেবেন। এরপর 'কবিতা বুঝি' অনুশীলনী অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা 'নোলক' কবিতার বিষয় ও মূলভাব দলে আলোচনা করে এর উপর কয়েকটি প্রশ্ন তৈরি করবে। এ কাজের জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এ সময়ে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন তৈরির সুবিধার জন্য শিক্ষক নিচে দেওয়া নমুনা প্রশ্ন থেকে দু-একটি ধারণা দিতে পারেন:

নমুনা প্রশ্ন ও উত্তর (নোলক)

প্রশ্ন	উত্তর
ক) 'নোলক' কবিতার মূলভাব কী?	নোলক কবিতার মূল ভাব মা ও মাতৃভূমির প্রতি অনুরাগ ও ভালোবাসা।
খ) 'মায়ের সোনার নোলক'কবি কোথায় খুঁজে বেড়ান?	'মায়ের সোনার নোলক' কবি সারা বাংলাদেশে খুঁজে বেড়ান।
গ) এ কবিতায় বাংলাদেশের কোন নিসর্গ-প্রকতির বর্ণনা আছে?	এ কবিতায় বাংলাদেশের নদীনালা, সবুজ বন, পাখপাখালি, পাহাড়, আকাশ ও অন্ধকার রাতের বর্ণনা রয়েছে।
ঘ) 'নোলক'বলতে লেখক কী বোঝাতে চেয়েছেন?	নোলক বলতে লেখক এখানে আমাদের ঐতিহ্যকে বোঝাতে চেয়েছেন।
ঙ) কবি মায়ের গয়না ছাড়া ঘরে ফিরে যেতে চান না কেন?	নোলক বা গয়না মায়ের অতি প্রিয় বস্তু। সেটা হারিয়ে গেছে, তাই মায়ের মুখ আজ অলংকারহীন, মলিন। কবির দায়িত্ব হচ্ছে মায়ের সেই হারিয়ে যওয়া অলংকার খুঁজে বের করা। কারণ মায়ের মুখের লাবণ্য ও মাকে খুশি করার জন্য গয়না খুব প্রয়োজন। তাই কবি গয়না ছাড়া ঘরে ফিরে যেতে চান না।

প্রশ্ন তৈরির কাজ শেষ হলে এক দল অন্য দলকে প্রশ্ন করবে। অন্য দল সেই উত্তর দেবে। প্রতি দল যাতে অন্তত একটি করে প্রশ্ন করতে পারে শিক্ষক তা নিশ্চিত করবেন। এক্ষেত্রে একই প্রশ্ন যেন বার বার না আসে, শিক্ষার্থীদের সে ব্যাপারে জানিয়ে রাখবেন।

২য় ধাপ

প্রশ্ন-উত্তরের ভিত্তিতে কবিতাটি নিয়ে আলোচনা শেষে দু-এক জন শিক্ষার্থীকে কবিতাটির মূলভাব বা মূলকথা সম্পর্কে তার মতামত বলতে বলবেন। এরপর সবাইকে নিজের নিজের মতো খাতায় কিংবা বইয়ের 'বুঝে লিখি' অনুশীলনীর খালি জায়গায় মূলকথা লিখতে দেবেন। লেখার জন্য সময় রাখবেন ২০ মিনিট। নির্দিষ্ট সময় শেষে যে কোনো একজন শিক্ষার্থীকে তার লেখাটি উপস্থাপন করতে বলবেন ও অন্যদের তা শোনার নির্দেশনা দেবেন। শিক্ষার্থীটির উপস্থাপনা নিয়ে অন্য শিক্ষার্থীদের কোনো মতামত থাকলে তা হাত তুলে জানাতে বলবেন। একইভাবে আরো কয়েকজন শিক্ষার্থীকে তাদের লেখাটি উপস্থাপন করার এবং অন্যদের তা নিয়ে মতামত প্রদানের ব্যাপারে উৎসাহিত করবেন।

এই কাজের মূল লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীরা যেন নিজেদের ভাষায় কবিতার বিষয়বস্তু, মূলভাব ও কবির দৃষ্টিভঙ্গি চিহ্নিত করতে পারা এবং তা প্রকাশ করতে পারে।

সেশন: ১৩

- **নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে 'নোলক' কবিতার সম্পর্ক তৈরি করা।**

শিক্ষক 'জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি' অনুশীলনী অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের জীবনের বা চারপাশের কোনো ঘটনার সাথে নোলক' কবিতার মিল আছে কি না তা জানতে চাইবেন ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলো করতে পারেন:

- তোমার প্রিয় বা দরকারি যে কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা করো? জিনিসটি যদি হারিয়ে যায় তবে তোমার কেমন লাগবে?
- যদি সত্যি সত্যি তোমার মায়ের পছন্দের কোনো কিছু হারিয়ে যায় তুমি কী করবে?
- আমাদের এমন কী কী ঐতিহ্য আছে যা হারিয়ে যাচ্ছে বলে তুমি মনে কর? সেগুলো ফিরিয়ে আনা কেন গুরুত্বপূর্ণ মনে কর? যদি তাই মনে কর, তবে এ ব্যাপারে কী করা যেতে পারে?

আলোচনা শেষে শিক্ষার্থীদের একক কাজ হিসেবে কবিতার সাথে নিজের জীবনের বা চারপাশের কোনো ঘটনার মিল আছে কি না তা পাঠ্যবইয়ের 'জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি' অংশের খালি জায়গায় বা খাতায় লিখতে বলবেন।এ কাজের জন্য ১৫-২০ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দেবেন। একক কাজ সম্পন্ন হলে জোড়ায়/ছোটো দলে নিজেদের লেখা দলের সবাইকে পড়ে শোনাবে বা দেখাবে এবং অন্যদের প্রস্তুত করা লেখা সম্পর্কে মতামত দেবে। এভাবে প্রত্যেকেই নিজেদের লেখার উপর অন্যদের মতামত নেবে এবং মতামত গ্রহণ শেষে চাইলে লেখাটি পরিমার্জন করতে পারবে। এ কাজ করার জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এ সময়ে শিক্ষক তাদের সাথে কথা বলবেন, ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন।

কাজ শেষে কয়েকটি দল/জোড়া থেকে একজন শিক্ষার্থীকে তার দল/জোড়ার কাজ সম্পর্কে উপস্থাপন করতে বলবেন। উপস্থাপন শেষে অন্য শিক্ষার্থীরা তার মতামতের সাথে কতটুকু একমত এ-ব্যাপারে শিক্ষক জানতে চাইবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন, নিজের মত দেবেন এবং তারা কবিতার সাথে নিজের জীবনের বা চারপাশের ঘটনার মিল কতটুকু করতে পেরেছে তা সংক্ষেপে বলবেন।

সেশন: ১৪

- **'নোলক' কবিতায় কোন ধরনের আবেগ প্রকাশ পাচ্ছে তা নিয়ে আলোচনা।**

১ম ধাপ

'নোলক' কবিতা পড়ে এতে কোন ধরনের আবেগ প্রকাশ পাচ্ছে বলে শিক্ষার্থীদের মনে হচ্ছে সে ব্যাপারে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মতামত জানতে চাইবেন। একই কবিতা পড়ে একেক শিক্ষার্থী একেক ধরনের আবেগ চিহ্নিত করতে পারে। এই ধরনের ভিন্নতাকে শিক্ষক উৎসাহ দেবেন। শিক্ষার্থীরা কীভাবে কাজটি করবে ও উপস্থাপন করবে সে ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- 'নোলক' কবিতার ভিন্ন ভিন্ন লাইন পড়ে সে লাইনটিতে কিংবা পুরো কবিতা পড়ে কোন ধরনের আবেগ প্রকাশ পাচ্ছে বলে তুমি মনে কর? প্রত্যেকে পুরো কবিতাটি আরো একবার পড়তে পারো এবং তোমার মতামত খাতায় লিখে রাখো। এ কাজের জন্য সময় ১৫ মিনিট।
- একক কাজ শেষে কয়েকজন তার কাজ উপস্থাপন করবে এবং অন্যরা সহপাঠীর বক্তব্যটি লক্ষ করবে। সহপাঠীর বক্তব্য নিয়ে তোমার কোনো ভিন্নমত থাকলে বা তোমার উত্তরের সাথে না মিললে তা হাত তুলে জানাবে।
- মনে রাখবে যে, আবেগ হলো আমাদের এমন সব মানসিক অবস্থা যেগুলো চোখে দেখা যায় না। যেমন: আনন্দ, খুশি, রাগ, বিরক্তি, দুঃখ, বেদনা, প্রেম, অবাক, বিস্ময়, দুঃশ্চিন্তা, হতাশা ইত্যাদি। আর ভিন্ন ভিন্ন আবেগ যেসব উপায়ে আমরা প্রকাশ করি অর্থাৎ চোখে দেখা যায় সেগুলো হলো আমাদের আচরণ। যেমন: হাসি, কান্না, চোখ বড় করা, লাফালাফি, দৌড়াদৌড়ি, মুখ গোমড়া করা, চিৎকার করা ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীদের জন্য কবিতা থেকে আবেগ শনাক্ত করার কাজের সুবিধার্থে তারা একক কাজটি শুরু করার আগে শিক্ষক নিচের প্রশ্নগুলোর আলোকে তাদের সাথে আলোচনা করবেন:

- 'হাত দিও না আমার শরীর ভরা বোয়াল মাছে/ বলল কেঁদে তিতাস নদী হরিণবেড়ের বাঁকে'-এতে কোন ধরনের আবেগ প্রকাশ পাচ্ছে বলে মনে হয়? দুঃখ, হতাশা, অভিমান কোনটি?
- 'বনের কাছে এই মিনতি, ফিরিয়ে দেবে ভাই'-লাইনে কোন ধরনের আবেগ প্রকাশ পাচ্ছে বলে মনে হয়? প্রার্থনা, আকুতি, আকাঙ্ক্ষা কোনটি?

একক কাজ চলাকালে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ দেখবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের সহায়তা করবেন। তারা যেন নিজেদের মতো করে কবিতা থেকে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের আবেগ শনাক্ত করতে পারে ও ব্যাখ্যা করতে পারে সে লক্ষ্যে উৎসাহ দেবেন।

নোট: 'নোলক' কবিতায় মূলত মাতৃভূমির প্রতি অনুরাগ ও ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। একইসাথে প্রকৃতিপ্রেম এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি লেখকের মুগ্ধতাও দেখা গিয়েছে।

সেশন: ১৫

■ কবিতার বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করা।

এই সেশনে শিক্ষক 'তালে তালে পড়ি' অনুশীলনী অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের 'নোলক' কবিতাটি হাতে তালি দিয়ে দিয়ে পড়তে বলবেন। তালগুলো কোথায় কোথায় পড়ছে দেখতে বলবেন। এই কাজের জন্য শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের 'তালে তালে পড়ি' অংশটি অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের তাল দিয়ে কবিতা পড়ায় সহযোগিতা করবেন।

এরপর শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের 'কবিতার বৈশিষ্ট্য খুঁজি' ছক অনুযায়ী দলীয় আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে ছড়ার বৈশিষ্ট্য খোঁজার কাজ দেবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দেবেন। দলে বসে শিক্ষার্থীরা আলোচনা করে ছড়ার বৈশিষ্ট্যগুলো ছকের হ্যাঁ বা না ঘরে টিক চিহ্ন দিয়ে নির্ধারণ করে রাখবে । দলগত কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেবেন। শিক্ষক লক্ষ রাখবেন যেন শ্রেণিকক্ষের প্রত্যেক শিক্ষার্থী দলগত কাজে অংশগ্রহণ করে। দলগত কাজ শেষ হয়ে গেলে যে কোনো একটি দল থেকে একজন বা দুইজন শিক্ষার্থী উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনার অন্য দলের শিক্ষার্থীদের এ-ব্যাপারে ভিন্নমত থাকলে বা তাদের উত্তরের সাথে না মিললে হাত তুলে পরে জানাতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা শেষে নমুনা উত্তরের আলোকে তাদের সাথে আলোচনা করে সেশন সমাপ্ত করবেন।

নমুনা উত্তর: কবিতার বৈশিষ্ট্য খুঁজি

ক্রম	প্রশ্ন	হ্যাঁ	না
১	লাইনের শেষে কি মিল-শব্দ আছে?	✓	
২	পড়ার সময়ে কি তাল রক্ষা করতে হয়?	✓	
৩	লাইনগুলোতে শব্দসংখ্যা কি সমান?	✓	
৪	সুর করে গাওয়া হয় কি?		✓
৫	এটি কি পদ্য-ভাষায় লেখা?	✓	
৬	এটি কি গদ্য-ভাষায় লেখা?		✓
৭	এখানে কোনো কাহিনি পাওয়া যায়?		✓
৮	এখানে কোনো চরিত্র আছে কি?		✓
৯	এখানে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে কি না?		✓
১০	এটি একাধিক অনুচ্ছেদে ভাগ করা কি না?		✓
১১	এর মধ্যে কোনো সংলাপ আছে কি না?		✓
১২	এটি অভিনয় করা যায় কি না?		✓

এবার শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের 'কবিতা কী' অংশটুকু শিক্ষার্থীদের পড়তে দেবেন এবং তাদের এ বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে তা নিয়ে আলোচনা করবেন। মোট কথা, কবিতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যেন একটি কার্যকর ধারণা লাভ করে তা শিক্ষক নিশ্চিত করার চেষ্টা করবেন।

সেশন: ১৬-১৭

- **নিজের কল্পনা ও অনুভূতি দিয়ে কবিতা লেখা।**
- **কবিতার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নিজের লেখা যাচাই করা।**

শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে এককভাবে কবিতা লেখার ব্যাপারে নির্দেশনা দেবেন। শিক্ষার্থীদের প্রথমেই বইয়ে কবিতা লেখার জন্য প্রদত্ত ফাঁকা স্থানে কবিতা না লিখে আগে খাতায় কবিতা লেখার নির্দেশ দেবেন। কবিতা লেখার বিষয় নির্বাচনে শিক্ষার্থীরা তাদের নিজের জীবন ও চারপাশের যে কোনো ব্যক্তি, বিষয় বা ঘটনা নিয়ে লিখতে পারে। নমুনা নির্দেশনা:

- নিজে নিজে কবিতা লেখার জন্য তোমাদের সময় ২০ মিনিট। (প্রয়োজন হলে শিক্ষক পুরো একটি ক্লাস কবিতা লেখার জন্য বরাদ্দ করতে পারেন এবং পরবর্তী ক্লাসে উপস্থাপনার কাজ করতে পারেন)
- লেখার সময়ে কবিতা তাল বা শব্দের মিল হতেই হবে এমন নয়। তবে চেষ্টা করো যেন মিল করা যায়।
- যে কোনো বিষয়ের উপর নিজেরা কবিতা লিখতে পারো।
- এটা দীর্ঘ বা ছোটো যে কোনো আকারের হতে পারে। তবে চেষ্টা করবে লেখাটি যেন অন্তত চার লাইনের হয়।

লেখা শেষ হলে শিক্ষার্থীরা ছোটো ছোটো দলে একে অপরের সাথে নিজেদের লেখা কবিতা নিয়ে আলোচনা করবে, নিজের লেখা অন্যকে পড়ে শোনাবে এবং অন্যদের লেখা সম্পর্কে মতামত দেবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন, তাদের জানিয়ে রাখবেন কোথাও বুঝতে না পারলে তাকে জানাতে এবং সে-অনুযায়ী তিনি সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের কাজের সুবিধার্থে শিক্ষক নিচের নির্দেশনাগুলো দেবেন

- লেখা শেষ হলে ছোটো দলে নিজেদের লেখা কবিতাটি সবাইকে পড়ে শোনাবে বা দেখাবে এবং অন্যদের প্রস্তুত করা লেখা সম্পর্কে মতামত দেবে। এভাবে প্রত্যেকেই নিজেদের লেখার উপর অন্যদের মতামত নেবে এবং মতামত গ্রহণ শেষে চাইলে লেখাটি পরিমার্জন করতে পারবে।
- দলে আলোচনা শেষে প্রতি দল থেকে কয়েকজন করে নিজেদের প্রস্তুত করা কবিতা পড়ে শোনাবে। সময় থাকলে শিক্ষক চেষ্টা করবেন যেন প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজের লেখা কবিতা আবৃত্তি করতে পারে।
- উপস্থাপনার পর অন্য শিক্ষার্থীরা সংক্ষেপে তাদের মতামত প্রদান করতে পারবে।
- প্রত্যেকে নিজের লেখা কবিতা চূড়ান্ত করে ক্লাসের দেয়ালে টাঙাবে যেন সবাই পড়তে পারে।

এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের লেখা কবিতা নিয়ে শিক্ষক তার মতামত দিতে পারবেন। একইসাথে উপস্থাপনা শেষে লেখাগুলো কয়েকদিনের জন্য শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে টাঙিয়ে রেখে প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখতে হবে ।

মনে রাখবেন: কবিতা লেখার কাজটি সহজ নয়। ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের লেখা মান-বিবেচনায় যথেষ্ট ভালো নাও হতে পারে। শিক্ষার্থীদের নিজে নিজে কবিতা লিখতে দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য-যে কোনো ঘটনা/ব্যক্তি/বস্তু/বিষয় নিয়ে নিজের আবেগ-অনুভূতি কবিতায় প্রকাশ করার হাতেখড়ি দেওয়া। তারা যেন নিজে থেকে কবিতা লেখার চেষ্টা করে এবং চেষ্টা করতে গিয়ে হতাশ না হয়ে পড়ে সেটিই এ কাজের মূল লক্ষ্য। তাই, এ কাজের নির্দেশনা প্রদানের সময়ে শিক্ষার্থীদের বয়স, আগ্রহ ও চাহিদা, পারিপার্শ্বিক সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনায় রাখবেন। তারা যে ধরনের কবিতা লিখুক না কেন, শিক্ষক হিসেবে তাদের উৎসাহ দেবেন। যদি এমনটি ঘটে, যেখানে একজন শিক্ষার্থী চেষ্টা করার পরেও কিছুই তৈরি করতে পারেনি, তবে চেষ্টা করার জন্যই তাকে মূল্যায়ন করবেন। একইসাথে সে যেন নিজে থেকে লেখার চেষ্টা অব্যাহত রাখে, সে ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে যাবেন। শিক্ষক তাঁর অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করবেন, তবে তাদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করা ও প্রকাশ করার সুযোগ যেন ব্যাহত না হয়।

ভিন্নমত প্রকাশের সুযোগ আছে এমন নমুনা উত্তরগুলোকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করবেন না। নমুনা উত্তরের আলোকে নির্দিষ্ট কাজ নিয়ে ধারণায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সংযোজন বা বিয়োজন করতে পারবেন। এমনভাবে নির্দেশনা দেবেন যাতে কী ধরনের উত্তর প্রস্তুত করতে হবে তা শিক্ষার্থীরা সহজে বুঝতে পারে এবং কাজের সময়ে নিজেদের বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা ও চিন্তার প্রতিফলন ঘটানোর সুযোগ পায়।

২য় পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ১৫: ছড়া

এই শিখন-অভিজ্ঞতায় এমন কিছু কার্যক্রম পরিকল্পনা করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা সাহিত্যের অন্যতম রূপ হিসেবে ছড়ার সঙ্গে নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সম্পর্ক তৈরি করতে পারে এবং ছড়ার বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করতে পারে।

কৌশল : একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, বিশ্লেষণ, তথ্য অনুসন্ধান, উপস্থাপনা ।
সেশন সংখ্যা : ৮
উপকরণ : বাংলা বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় ২য় পরিচ্ছেদের 'ঢাকাই ছড়া' লেখা; সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী।

কার্যক্রম:

- ছড়া সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা।
- পাঠ্যবইয়ের 'ঢাকাই ছড়া' লেখা নীরবে ও সরবে পাঠ করা।
- প্রশ্ন করা ও উত্তর খোঁজার মাধ্যমে 'ঢাকাই ছড়া' লেখার বিষয় ও মূলভাব নিয়ে আলোচনা এবং নিজের ভাষায় লেখা।
- নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে 'ঢাকাই ছড়া' লেখার সম্পর্ক তৈরি করা।
- 'ঢাকাই ছড়া' লেখায় কোন ধরনের আবেগ প্রকাশ পাচ্ছে তা নিয়ে আলোচনা।
- 'ঢাকাই ছড়া' লেখা থেকে মিল-শব্দ খুঁজে বের করা।
- 'ঢাকাই ছড়া' লেখা থেকে শব্দের রূপের পরিবর্তন শনাক্ত করা।
- 'ঢাকাই ছড়া' লেখাটি তালে তালে পড়া।
- ছড়ার বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করা।

সেশন: ১

- **ছড়া সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা।**
- **পাঠ্যবইয়ের 'ঢাকাই ছড়া' লেখা নীরবে ও সরবে পাঠ করা।**

শিক্ষক প্রশ্নের মাধ্যমে ছড়া পড়া, আবৃত্তি করা, ছড়ার বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা জানতে চাইবেন। আলোচনা শুরু করার জন্য শিক্ষক নিচের প্রশ্নগুলো করতে পারেন:

- ছড়া আর কবিতার মধ্যে মিল ও অমিল কোথায়?
- এর আগে কখনো ছড়া পড়েছ? পড়ে থাকলে সেটি কী নিয়ে?
- কোনো লেখাকে ছড়া বলতে হলে কী কী বৈশিষ্ট্য থাকতে হয়?
- কেউ কি নিজে থেকে ছড়া লিখেছ কখনো? লিখে থাকলে সে অভিজ্ঞতা নিয়ে বলো।

এ-পর্যায়ে শিক্ষক নিজে থেকে ছড়া সম্পর্কে কোনো মতামত দেবেন না। শুধুমাত্র শিক্ষার্থীদের নিজেদের মতো করে ছড়া সম্পর্কে মত প্রকাশের সুযোগ করে দেবেন। শিক্ষার্থীদের সাথে ছড়ার ধারণা নিয়ে আলোচনা শিক্ষক পাঠ্যবই থেকে 'ঢাকাই ছড়া' লেখাটি শিক্ষার্থীদের প্রথমে নীরবে পড়তে বলবেন। নীরবে পড়া হয়ে গেলে শিক্ষক সরবে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে ছড়াটি আবৃত্তি করতে বলবেন। তাদের পড়া হলে শিক্ষক নিজে ছড়াটি আবৃত্তি করে শোনাবেন। এক্ষেত্রে সম্ভব হলে শিক্ষক ইউটিউব বা অন্য যে কোনো উৎস থেকে অডিয়ো বা ভিডিয়োর মাধ্যমে ছড়াটির আবৃত্তি শোনাতে পারেন। অন্য বিশেষ কোনো ডিভাইস না-থাকলে মোবাইলের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীদের ছড়ার আবৃত্তি শোনাতে পারেন। এরপর শিক্ষার্থীরা সবাই মিলে ছড়াটি আবৃত্তি করবে। ছড়াটি পড়ার সময়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই প্রমিত উচ্চারণের দিকে এবংছড়ার ভাব অনুযায়ী অভিব্যক্তি প্রকাশের দিকে নজর রাখতে হবে। আবৃত্তি শেষে ছড়ায় যেসব নতুন শব্দ শিক্ষার্থীরা খুঁজে পাবে সেসব শব্দের অর্থ শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের 'শব্দের অর্থ' অংশ থেকে দেখতে বলবেন এবং প্রয়োজনে বুঝিয়ে দেবেন। বইয়ে দেওয়া শব্দের অর্থের বাইরে আরো কোনো শব্দ অপরিচিত মনে হলে তবে শিক্ষক তাদের সেগুলোর অর্থ জানতে সাহায্য করবেন।

সেশন: ২-৩

- **প্রশ্ন করা ও উত্তর খোঁজার মাধ্যমে 'ঢাকাই ছড়া' লেখার বিষয় ও মূলভাব নিয়ে আলোচনা এবং নিজের ভাষায় লেখা।**

১ম ধাপ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৫/৬টি দলে ভাগ করে দেবেন। এরপর 'ছড়া বুঝি' অনুশীলনী অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা 'ঢাকাই ছড়া' লেখার বিষয় ও মূলভাব দলে আলোচনা করে এর উপর কয়েকটি প্রশ্ন তৈরি করবে। এ কাজের জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এ সময়ে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন তৈরির সুবিধার জন্য শিক্ষক নিচে দেওয়া নমুনা প্রশ্ন থেকে দু-একটি ধারণা দিতে পারেন:

নমুনা প্রশ্ন ও উত্তর (ঢাকাই ছড়া)

প্রশ্ন	উত্তর
ক) 'ঢাকাই ছড়া' লেখায় পদ্মাপারে কবি আসছেন কীভাবে? কত সময় লেগেছিল আসতে?	কবি পদ্মাপারে বিমানে এসেছেন। তাঁর সময় লেগেছিল আধঘণ্টা।
খ) এ ছড়ায় পদ্মা নদীকে কার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?	ছড়ায় পদ্মা নদীকে সিন্ধুর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।
গ) কবির শ্রবণ ও নয়ন জুড়ায় কীসে?	কবির শ্রবণ জুড়ায় বাংলা ভাষায় এবং নয়ন জুড়ায় বন্ধুদের দর্শনে।
ঘ) খান সেনা ও টিক্কাখান কে বা কারা?	খান সেনা বলতে ১৯৭১ সালেল মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানি সৈন্যকে বুঝাতো এবং টিক্কা খান ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ইস্টার্ন কমান্ডের অধিনায়ক।
ঙ) 'ঢাকাই ছড়া' লেখার প্রধান বিষয় কী?	১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালিদের বিজয়ের পর কবির কলকাতা থেকে ঢাকায় ভ্রমণ 'ঢাকাই ছড়া'র প্রধান বিষয়। বিমানের যাত্রাপথ, নদ-নদী, প্রাকৃতিক দৃশ্য, নতুন ঢাকার বর্ণিল রূপ, বাংলাভাষা ও বন্ধুদের প্রতি আবেগ, একাত্তরের নারকীয় হত্যাকান্ড ও বাঙালির জয় এবং নতুন সাহিত্য রচনার পটভূমি ছড়াটিতে উপজীব্য হয়ে উঠেছে।

প্রশ্ন তৈরির কাজ শেষ হলে এক দল অন্য দলকে প্রশ্ন করবে। অন্য দল সেই উত্তর দেবে। প্রতি দল যাতে অন্তত একটি করে প্রশ্ন করতে পারে শিক্ষক তা নিশ্চিত করবেন। এক্ষেত্রে একই প্রশ্ন যেন বার বার না আসে, শিক্ষার্থীদের সে ব্যাপারে জানিয়ে রাখবেন।

২য় ধাপ

প্রশ্ন-উত্তরের ভিত্তিতে ছড়াটি নিয়ে আলোচনা শেষে দু-এক জন শিক্ষার্থীকে ছড়াটির মূলভাব বা মূলকথা সম্পর্কে তার মতামত বলতে বলবেন। এরপর সবাইকে নিজের নিজের মতো খাতায় কিংবা বইয়ের 'বুঝে লিখি' অনুশীলনীর খালি জায়গায় মূলকথা লিখতে দেবেন। লেখার জন্য সময় রাখবেন ২০ মিনিট। নির্দিষ্ট সময় শেষে যে কোনো একজন শিক্ষার্থীকে তার লেখাটি উপস্থাপন করতে বলবেন ও অন্যদের তা শোনার নির্দেশনা দেবেন। শিক্ষার্থীটির উপস্থাপনা নিয়ে অন্য শিক্ষার্থীদের কোনো মতামত থাকলে তা হাত তুলে জানাতে বলবেন। একইভাবে আরো কয়েকজন শিক্ষার্থীকে তাদের লেখাটি উপস্থাপন করার এবং অন্যদের তা নিয়ে মতামত প্রদানের ব্যাপারে উৎসাহিত করবেন।

এই কাজের মূল লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীরা যেন নিজেদের ভাষায় ছড়ার বিষয়বস্তু, মূলভাব ও কবির দৃষ্টিভঙ্গি চিহ্নিত করতে পারা এবং তা প্রকাশ করতে পারে।

সেশন: ৪

- **নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে 'ঢাকাই ছড়া' লেখার সম্পর্ক তৈরি করা।**

শিক্ষক 'জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি' অনুশীলনী অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের জীবনের বা চারপাশের কোনো ঘটনার সাথে ঢাকাই ছড়া' ছড়ার মিল আছে কি না তা জানতে চাইবেন ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলো করতে পারেন:

- এমন কি কোনো স্থান আছে যে ওখানে যাবার জন্য সেই জায়াগাটি তোমাকে ডাকে?
- ছড়াকার বলেছেন যে বাংলা ভাষায় তার মন জুড়ায়। তোমার কীসে মন জুড়ায়?
- দৈনন্দিন জীবনের কথা-বার্তা, লেখা, আড্ডা ইত্যাদি কাজে যদি বাংলার ব্যবহার বন্ধ হয়ে যায় তোমার কেমন লাগবে?

আলোচনা শেষে শিক্ষার্থীদের একক কাজ হিসেবে ছড়ার সাথে নিজের জীবনের বা চারপাশের কোনো ঘটনার মিল আছে কি না তা পাঠ্যবইয়ের 'জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি' অংশের খালি জায়গায় বা খাতায় লিখতে বলবেন। এ কাজের জন্য ১৫-২০ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দেবেন। একক কাজ সম্পন্ন হলে জোড়ায়/ছোটো দলে নিজেদের লেখা দলের সবাইকে পড়ে শোনাবে বা দেখাবে এবং অন্যদের প্রস্তুত করা লেখা সম্পর্কে মতামত দেবে। এভাবে প্রত্যেকেই নিজেদের লেখার উপর অন্যদের মতামত নেবে এবং মতামত গ্রহণ শেষে চাইলে লেখাটি পরিমার্জন করতে পারবে। এ কাজ করার জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এ সময়ে শিক্ষক তাদের সাথে কথা বলবেন, ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন।

কাজ শেষে কয়েকটি দল/জোড়া থেকে একজন শিক্ষার্থীকে তার দল/জোড়ার কাজ সম্পর্কে উপস্থাপন করতে বলবেন। উপস্থাপন শেষে অন্য শিক্ষার্থীরা তার মতামতের সাথে কতটুকু একমত এ-ব্যাপারে শিক্ষক জানতে চাইবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন, নিজের মত দেবেন এবং তারা ছড়ার সাথে নিজের জীবনের বা চারপাশের ঘটনার মিল কতটুকু করতে পেরেছে তা সংক্ষেপে বলবেন।

সেশন: ৫

- **'ঢাকাই ছড়া' লেখায় কোন ধরনের আবেগ প্রকাশ পাচ্ছে তা নিয়ে আলোচনা।**

'ঢাকাই ছড়া' লেখা পড়ে এতে কোন ধরনের আবেগ প্রকাশ পাচ্ছে বলে শিক্ষার্থীদের মনে হচ্ছে সে ব্যাপারে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মতামত জানতে চাইবেন। একই ছড়া পড়ে একেক শিক্ষার্থী একেক ধরনের আবেগ চিহ্নিত করতে পারে। এই ধরনের ভিন্নতাকে শিক্ষক উৎসাহ দেবেন। শিক্ষার্থীরা কীভাবে কাজটি করবে ও উপস্থাপন করবে সে ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- 'ঢাকাই ছড়া' লেখার ভিন্ন ভিন্ন লাইন পড়ে সে লাইনটিতে কিংবা পুরো ছড়া পড়ে কোন ধরনের আবেগ প্রকাশ পাচ্ছে বলে তুমি মনে কর? প্রত্যেকে পুরো ছড়াটি আরো একবার পড়তে পারো এবং তোমার মতামত খাতায় লিখে রাখো। এ কাজের জন্য সময় ১৫ মিনিট।
- একক কাজ শেষে কয়েকজন তার কাজ উপস্থাপন করবে এবং অন্যরা সহপাঠীর বক্তব্যটি লক্ষ করবে। সহপাঠীর বক্তব্য নিয়ে তোমার কোনো ভিন্নমত থাকলে বা তোমার উত্তরের সাথে না মিললে তা হাত তুলে জানাবে।
- মনে রাখবে যে, আবেগ হলো আমাদের এমন সব মানসিক অবস্থা যেগুলো চোখে দেখা যায় না। যেমন: আনন্দ, খুশি, রাগ, বিরক্তি, দুঃখ, বেদনা, প্রেম, অবাক, বিস্ময়, দুঃশ্চিন্তা, হতাশা ইত্যাদি।

আর ভিন্ন ভিন্ন আবেগ যেসব উপায়ে আমরা প্রকাশ করি অর্থাৎ চোখে দেখা যায় সেগুলো হলো আমাদের আচরণ। যেমন: হাসি, কান্না, চোখ বড় করা, লাফালাফি, দৌড়াদৌড়ি, মুখ গোমড়া করা, চিৎকার করা ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীদের জন্য ছড়া থেকে আবেগ শনাক্ত করার কাজের সুবিধার্থে তারা একক কাজটি শুরু করার আগে শিক্ষক নিচের প্রশ্নগুলোর আলোকে তাদের সাথে আলোচনা করবেন:

- 'ডাকল আমায় পদ্মাপার'-এখানে কোন ধরনের আবেগ প্রকাশ পাচ্ছে বলে মনে হয়? ইচ্ছা, আকুলতা, মনের টান কোনটি?
- 'কোথায় গেল পাকিস্তান, খান সেনা আর টিক্কা খান'-এতে কোন ধরনের আবেগ প্রকাশ পাচ্ছে বলে মনে হয়? গর্ব, অবজ্ঞা, দুঃশ্চিন্তা, ভয় কোনটি?
- 'এই কি সেই পদ্মা নদী, সিন্ধুসম যার অবধি?'-লাইনে কোন ধরনের আবেগ প্রকাশ পাচ্ছে বলে মনে হয়? বিস্ময়, অনিশ্চয়তা, ভয় কোনটি?

একক কাজ চলাকালে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ দেখবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের সহায়তা করবেন। তারা যেন নিজেদের মতো করে ছড়া থেকে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের আবেগ শনাক্ত করতে পারে ও ব্যাখ্যা করতে পারে সে লক্ষ্যে উৎসাহ দেবেন।

নোট: 'ঢাকাই ছড়া' লেখায় মূলত বাংলা ভাষার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে। একইসাথে মুক্তিযুদ্ধ ও মহান বিজয়ে লেখকের গর্ব এবং বাংলা লেখনীর ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদের প্রকাশ ঘটেছে।

সেশন: ৬-৭

- **'ঢাকাই ছড়া' লেখা থেকে মিল-শব্দ খুঁজে বের করা।**
- **'ঢাকাই ছড়া' লেখা থেকে শব্দের রূপের পরিবর্তন শনাক্ত করা।**
- **'ঢাকাই ছড়া' লেখাটি তালে তালে পড়া।**

১ম ধাপ

এরপর শিক্ষক একক কাজের মাধ্যমে পাঠ্যবইয়ের 'খেয়াল করি' অনুশীলনীর প্রথম ধাপ (১. মিল-শব্দগুলো নিচে লেখো) অনুযায়ী ছড়া থেকে কিছু মিল-শব্দ নির্ধারণ করার জন্য শিক্ষার্থীদের নির্দেশ দেবেন। শিক্ষার্থীরা কীভাবে কাজটি করবে ও উপস্থাপন করবে সে ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- পাঠ্যবইয়ের '১.মিল-শব্দগুলো নিচে লেখো' অনুশীলনী অনুযায়ী প্রদত্ত ছড়া থেকে লাইনের শেষে মিল-শব্দগুলো শনাক্ত করো।
- প্রত্যেকে পুরো ছড়াটি আরো একবার পড়তে পারো এবং তারপর মিল-শব্দগুলো তোমার খাতায় বা বইয়ের নির্ধারিত স্থানে লিখে রাখো। এ কাজের জন্য সময় ১৫ মিনিট।
- একক কাজ শেষে কয়েকজন তার কাজ উপস্থাপন করবে এবং অন্যরা সহপাঠীর বক্তব্যটি লক্ষ করবে। সহপাঠীর বক্তব্য নিয়ে তোমার কোনো ভিন্নমত থাকলে বা তোমার উত্তরের সাথে না মিললে তা হাত তুলে জানাবে।

একক কাজ চলাকালে শিক্ষক তাদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন, ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং নমুনা উত্তরের আলোকে প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন।

নমুনা উত্তর: মিল-শব্দ (ঢাকাই ছড়া)

ব্যাপার-পদ্মাপার	নদী-অবধি	আশা-ভাষা	বাজার-পাঁজার
পাড়ি-ঝকমারি	রেখা-দেখা	দর্শনে-হর্ষণে	মানসক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্র
ছাড়া-তাড়া	শহর-বহর	দিকে-লিখে	লিখা-আখ্যায়িকা
চাই-ঠাঁই	এসে-দেশে	পাকিস্তান-টিক্কা খান	সম্প্রদায়-লেখার দায়

২য় ধাপ

শিক্ষক একক কাজের মাধ্যমে পাঠ্যবইয়ের 'খেয়াল করি' অনুশীলনীর দ্বিতীয় ধাপ ('২. পরিবর্তিত শব্দগুলো নিচে লেখো') অনুযায়ী ছড়ায় যেসব শব্দের প্রমিত রূপ ব্যবহার হয়নি এমন শব্দগুলো শিক্ষার্থীদের খুঁজে বের করতে বলবেন। একইসাথে শনাক্তকৃত শব্দগুলোকে প্রমিত রূপে পরিবর্তন করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা কীভাবে কাজটি করবে এবং তা উপস্থাপন করবে সে ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- পাঠ্যবইয়ের '২. পরিবর্তিত শব্দগুলো নিচে লেখো' অনুশীলনী অনুযায়ী প্রদত্ত ছড়া এমন শব্দগুলো শনাক্ত করো যেগুলোর প্রমিত রূপ ব্যবহার হয়নি । শব্দগুলো শনাক্ত করে প্রমিত রূপে পরিবর্তন করো।
- প্রত্যেকে পুরো ছড়াটি আরো একবার পড়তে পারো এবং তারপর শব্দগুলো তোমার খাতা বা বইয়ের নির্ধারিত স্থানে লিখে রাখো। এ কাজের জন্য সময় ১৫ মিনিট।
- একক কাজ শেষে কয়েকজন তার কাজ উপস্থাপন করবে এবং অন্যরা সহপাঠীর বক্তব্যটি লক্ষ করবে। সহপাঠীর বক্তব্য নিয়ে তোমার কোনো ভিন্নমত থাকলে বা তোমার উত্তরের সাথে না মিললে তা হাত তুলে জানাবে।

একক কাজ চলাকালে শিক্ষক তাদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন, ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং নমুনা উত্তরের আলোকে প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন।

নমুনা উত্তর: পরিবর্তিত-শব্দ (ঢাকাই ছড়া)

আমায়-আমাকে

পেলেম-পেলাম

বিমানেতে-বিমানে

গেলেম-গেলাম

বাতায়ন-জানালা

অবধি-ব্যাপ্তি

নাও-নৌকা

বাদে-পরে

শ্রবণ-কান

দর্শনে-দেখে

হর্ষ-আনন্দ

লিখা-লেখা

৩য় ধাপ

একক কাজের মাধ্যমে পাঠ্যবইয়ের 'খেয়াল করি' অনুশীলনীর তৃতীয় ধাপ ('৩. কোথায় কোথায় তাল পড়ছে দাগ দিয়ে দেখাও।') অনুযায়ী ছড়ায় যেসব জায়গায় তাল পড়ছে তা শিক্ষার্থীদের খুঁজে বের করতে বলবেন ও পেন্সিল দিয়ে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে দাগ দিতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা কীভাবে কাজটি করবে ও উপস্থাপন করবে সে ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- পাঠ্যবইয়ের '৩. কোথায় কোথায় তাল পড়ছে দাগ দিয়ে দেখাও' অনুশীলনী অনুযায়ী প্রদত্ত ছড়ায় যেসব জায়গায় তাল পড়ছে তা শনাক্ত করো এবং তালগুলো পেন্সিল দিয়ে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে দাগ দিয়ে দেখাও ।
- এ কাজের জন্য সময় ১৫ মিনিট।
- একক কাজ শেষে কয়েকজন তার কাজ উপস্থাপন করবে এবং অন্যরা সহপাঠীর বক্তব্যটি লক্ষ করবে। সহপাঠীর বক্তব্য নিয়ে তোমার কোনো ভিন্নমত থাকলে বা তোমার উত্তরের সাথে না মিললে তা হাত তুলে জানাবে।

একক কাজ চলাকালে শিক্ষক তাদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন, ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং নমুনা উত্তরের আলোকে প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন।

নমুনা উত্তর: ছড়ায় তাল নির্ধারণ ('ঢাকাই ছড়া')

/অবশেষে /পেলেম ছাড়া /বিমানেতে /ওঠার তাড়া। /পেয়ে গেলেম /যেমন চাই /বাতায়নের /ধারেই ঠাঁই। /এই কি সেই /পদ্মা নদী /সিন্ধুসম /যার অবধি? /আঁকাবাঁকা /জলের রেখা /পালতোলা নাও /যায় যে দেখা।	/একটু বাদে /এ কোন্ শহর /ঢাকা নাকি? /বেশ তো বহর! /বিমান যখন /থামল এসে /পৌঁছে গেলাম /ভিন্ন দেশে। /মোদের গরব /মোদের আশা /শ্রবণ জুড়ায় /বাংলা ভাষা। /বন্ধুজনের /দর্শনে /নয়ন জুড়ায় /হর্ষণে।	/বাংলা লিপি /দিকে দিকে /জয়ের চিহ্ন /গেছে লিখে। /কোথায় গেল /পাকিস্তান /খান সেনা আর /টিক্কা খান। /রাজার বাগ আর /রায়ের বাজার /বধ্যভূমি /ইটের পাঁজার। /মেলে দেখি /মানসনেত্র /কারবালা কি /কুরুক্ষেত্র।	/একেই ঘিরে /হবে লিখা /মহান কত /আখ্যায়িকা। /নতুন লেখক /সম্প্রদায় /নেবেন এসে /লেখার দায়।

সেশন: ৮

- **ছড়ার বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করা।**

এই সেশনে শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের 'ছড়ার বৈশিষ্ট্য খুঁজি' ছক অনুযায়ী দলীয় আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে ছড়ার বৈশিষ্ট্য খোঁজার কাজ দেবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দেবেন। দলে বসে শিক্ষার্থীরা আলোচনা করে ছড়ার বৈশিষ্ট্যগুলো ছকের হ্যাঁ বা না ঘরে টিক চিহ্ন দিয়ে নির্ধারণ করে রাখবে । দলগত কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেবেন। শিক্ষক লক্ষ রাখবেন যেন শ্রেণিকক্ষের প্রত্যেক শিক্ষার্থী দলগত কাজে অংশগ্রহণ করে। দলগত কাজ শেষ হয়ে গেলে যে কোনো একটি দল থেকে একজন বা দুইজন শিক্ষার্থী উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনার অন্য দলের শিক্ষার্থীদের এ ব্যাপারে ভিন্ন মত থাকলে বা তাদের উত্তরের সাথে না মিললে হাত তুলে পরে জানাতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা শেষে নমুনা উত্তরের আলোকে তাদের সাথে আলোচনা করবেন।

এরপর শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের 'কবিতা ও ছড়ার সম্পর্ক' এবং 'ছড়া কী' অনুচ্ছেদ দুইটি শিক্ষার্থীদের পড়তে দেবেন এবং তাদের এ-বিষয়ে কোনো প্রশ্ন থাকলে তা নিয়ে আলোচনা করবেন। মোট কথা, ছড়া সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যেন একটি কার্যকর ধারণা লাভ করে তা শিক্ষক নিশ্চিত করার চেষ্টা করবেন।

নমুনা উত্তর: ছড়ার বৈশিষ্ট্য খুঁজি

ক্রম	প্রশ্ন	হ্যাঁ	না
১	লাইনের শেষে কি মিল-শব্দ আছে?	✓	
২	পড়ার সময়ে কি তাল রক্ষা করতে হয়?	✓	
৩	লাইনগুলোতে শব্দসংখ্যা কি সমান?	✓	
৪	সুর করে গাওয়া হয় কি?		✓
৫	এটি কি পদ্য-ভাষায় লেখা?	✓	
৬	এটি কি গদ্য-ভাষায় লেখা?		✓
৭	এখানে কোনো কাহিনি পাওয়া যায়?		✓
৮	এখানে কোনো চরিত্র আছে কি?		✓
৯	এখানে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে কি না?		✓
১০	এটি একাধিক অনুচ্ছেদে ভাগ করা কি না?		✓
১১	এর মধ্যে কোনো সংলাপ আছে কি না?		✓
১২	এটি অভিনয় করা যায় কি না?		✓

৩য় পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা-১৬: গান

এই শিখন অভিজ্ঞতায় কার্যক্রমগুলো এমনভাবে সাজানো আছে যেন শিক্ষার্থীরা সাহিত্যের অন্যতম ধারা হিসেবে গানের বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারে, গান ও কবিতার মধ্যে মিল-অমিল বের করতে পারে এবং নিজেরা গান অনুশীলন করতে পারে।

কৌশল : একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, বিশ্লেষণ, উপস্থাপনা ।

সেশন সংখ্যা : ৪

উপকরণ : বাংলা বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় ৩য় পরিচ্ছেদ (গান); সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী; অডিয়ো।

কার্যক্রম:

- গান শোনা ও গান গাওয়া
- প্রশ্ন করা ও উত্তর খোঁজার মাধ্যমে 'মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম' গানের বিষয় ও মূলভাব নিয়ে আলোচনা এবং নিজের ভাষায় লেখা।
- গানের বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করা

সেশন: ১

- **গান শোনা ও গান গাওয়া।**

শিক্ষক শুরুতে শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চাইবেন তারা গান শুনেছে কি না। কোনো গান তাদের মনে পড়ছে কি না। শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে কেউ গান শোনাতে চাইলে শিক্ষক তাকে শোনাতে বলবেন, শিক্ষার্থীরা চাইলে কোরাসে গান গাইতে পারে। শিক্ষক নিজে থেকেও শিক্ষার্থীদের গান শোনাতে পারেন। এরপর শিক্ষক পাঠ্যবই থেকে 'মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম' গানটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে যদি কেউ জেনে থাকে তবে তাকে বা তাদেরকে গানটি গেয়ে শোনাতে অনুরোধ করবেন। যদি তিনি গানটি জেনে থাকেন তবে তিনি নিজেও গানটি গেয়ে শোনাতে পারেন। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা যেভাবেই গানটি গেয়ে শোনাক না কেন, শিক্ষক উৎসাহ দেবেন এবং তাদের সাথে অংশগ্রহণ করবেন। সম্ভব হলে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ইউটিউব বা অন্য যে কোনো উৎস থেকে অডিয়ো বা ভিডিয়োর মাধ্যমে গানটি শোনাতে পারেন। অন্য বিশেষ কোনো ডিভাইস না থাকলে মোবাইলের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীদের গানটি শোনাতে পারেন।গান শোনার পর শিক্ষার্থীরা আবার সুর ও তাল মেনে দলগতভাবে গানটি নিজে গাওয়ার চেষ্টা করবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের এ ব্যাপারে উৎসাহিত করবেন এবং সহযোগিতা করবেন। তবে শিক্ষার্থীদের কাউকে জোর করা যাবে না।

মনে রাখবেন: এ কাজে গান ভালোভাবে গাইতে পারাটা মুখ্য নয়, বরং সাহিত্যের ধারা হিসেবে গান সম্পর্কে পরিচিত হওয়াটাই মূল লক্ষ্য। অনেক শিক্ষার্থী আছে যারা চমৎকার গান গাইতে পারে কিন্তু দ্বিধা, সংকোচ, ভয় বা লজ্জার কারণে সবার সামনে আসতে পারে না। শিক্ষকের উৎসাহে শ্রেণিকক্ষে এমন আয়োজনের ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে যেমন কণ্ঠশিল্পী বেরিয়ে আসবে তেমনি শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাসও বাড়বে। পরবর্তী সময়ে তাকে বা তাদের বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান গাওয়ানো যেতে পারে। আবার অনেক শিক্ষার্থী আছে যারা গান গাওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী হবে না বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে চাইবে না। তাদেরকে জোর করা যাবে না।

গান গাওয়া শেষ হলে যেসব নতুন শব্দ শিক্ষার্থীরা খুঁজে পাবে সেসব শব্দের অর্থ শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের 'শব্দের অর্থ' অংশ থেকে দেখতে বলবেন এবং প্রয়োজনে বুঝিয়ে দেবেন।বইয়ে দেওয়া শব্দের অর্থের বাইরে আরো কোনো শব্দ অপরিচিত মনে হলে তবে শিক্ষক তাদের সেগুলোর অর্থ জানতে সাহায্য করবেন।

সেশন: ২-৩

- **প্রশ্ন করা ও উত্তর খোঁজার মাধ্যমে 'মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম' গানের বিষয় ও মূলভাব নিয়ে আলোচনা এবং নিজের ভাষায় লেখা।**

১ম ধাপ

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৫/৬টি দলে ভাগ করে দেবেন। 'গান বুঝি' অনুশীলনী অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা গানের বিষয় ও মূলভাব দলে আলোচনা করে এর উপর কয়েকটি প্রশ্ন তৈরি করবে। এ কাজের জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এ সময়ে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন তৈরির সুবিধার জন্য শিক্ষক নিচে দেওয়া নমুনা প্রশ্ন থেকে দু-একটি ধারণা দিতে পারেন:

নমুনা প্রশ্ন ও উত্তর (মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম)

প্রশ্ন	উত্তর
ক) 'মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম'এটি গান না কবিতা?	'মোরা ঝঞ্ঝার মতো উদ্দাম'একটি গান।
খ) এই গানে কাদেরকে উদ্দাম ও চঞ্চল বলা হয়েছে?	কবি নবীন প্রাণ কিশোর-তরুণদের উদ্দাম ও চঞ্চল বলেছেন।
গ) এ গানে কোন বিষয়টি প্রধান হয়ে ফুটে উঠেছে?	নবীন কিশোর-তরুণদের প্রাণ-ধর্ম ও প্রাণ-চাঞ্চল্যের বিষয়টি এ গানে প্রধান হয়ে ফুটে উঠেছে।
ঘ) কিশোর-তরুণদের বৈশিষ্ট্যগুলো কী?	কিশোর-তরুণেরা ঝড়ের মতো বাধাহীন, এবং ঝরনার মতো চঞ্চল। তারা বিধাতার মতো ভয়হীন, এবং প্রকৃতির মতো সহজ। আকাশের মতো বিশাল, মরুভূমির বেদুইনের মতো চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। তারা রাজার আইনের অধীন নয়, তারা বাধাহীন, এবং জন্ম থেকেই স্বাধীন। সিন্ধু নদীর জোয়ারের মতো তারা উত্তাল, মাঠের মতো উদার, পাহাড়ের মতো অটল এবং স্বাধীনচেতা আকাশের পাখি। সব সময়ে হাসি আর গানে উচ্ছল, এবং সাগরের মতো কলকল। চঞ্চল চিত্তে শুধুই চলমানা তাদের ধর্ম।

প্রশ্ন তৈরির কাজ শেষ হলে এক দল অন্য দলকে প্রশ্ন করবে। অন্য দল সেই উত্তর দেবে। প্রতি দল যাতে অন্তত একটি করে প্রশ্ন করতে পারে শিক্ষক তা নিশ্চিত করবেন। এক্ষেত্রে একই প্রশ্ন যেন বার বার না আসে, শিক্ষার্থীদের সে ব্যাপারে জানিয়ে রাখবেন।

২য় ধাপ

প্রশ্ন-উত্তরের ভিত্তিতে ছড়াটি নিয়ে আলোচনা শেষে দু-এক জন শিক্ষার্থীকে গানটির মূলভাব বা মূলকথা সম্পর্কে তার মতামত বলতে বলবেন। এরপর সবাইকে নিজের নিজের মতো খাতায় কিংবা বইয়ের 'বুঝে লিখি' অনুশীলনীর খালি জায়গায় মূলকথা লিখতে দেবেন। লেখার জন্য সময় রাখবেন ২০ মিনিট। নির্দিষ্ট সময় শেষে যে কোনো একজন শিক্ষার্থীকে তার লেখাটি উপস্থাপন করতে বলবেন ও অন্যদের তা শোনার নির্দেশনা দেবেন। শিক্ষার্থীটির উপস্থাপনা নিয়ে অন্য শিক্ষার্থীদের কোনো মতামত থাকলে তা হাত তুলে জানাতে বলবেন। একইভাবে আরো কয়েকজন শিক্ষার্থীকে তাদের

লেখাটি উপস্থাপন করার এবং অন্যদের তা নিয়ে মতামত প্রদানের ব্যাপারে উৎসাহিত করবেন। এই কাজের মূল লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীরা যেন নিজেদের ভাষায় গানের বিষয়বস্তু, মূলভাব ও গীতিকারের দৃষ্টিভঙ্গি চিহ্নিত করতে পারা এবং তা প্রকাশ করতে পারে।

সেশন: ৪

■ গানের বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করা।

এই সেশনে শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের 'গানের বৈশিষ্ট্য খুঁজি' ছক অনুযায়ী দলীয় আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে গানের বৈশিষ্ট্য খোঁজার কাজ দেবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দেবেন। দলে বসে শিক্ষার্থীরা আলোচনা করে ছড়ার বৈশিষ্ট্যগুলো ছকের হ্যাঁ বা না ঘরে টিক চিহ্ন দিয়ে নির্ধারণ করে রাখবে । দলগত কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেবেন। শিক্ষক লক্ষ রাখবেন যেন শ্রেণিকক্ষের প্রত্যেক শিক্ষার্থী দলগত কাজে অংশগ্রহণ করে। দলগত কাজ শেষ হয়ে গেলে যে কোনো একটি দল থেকে একজন বা দুইজন শিক্ষার্থী উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনার অন্য দলের শিক্ষার্থীদের এ ব্যাপারে ভিন্ন মত থাকলে বা তাদের উত্তরের সাথে না মিললে হাত তুলে পরে জানাতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা শেষে নমুনা উত্তরের আলোকে তাদের সাথে আলোচনা সমাপ্ত করবেন। আলোচনা শেষে পাঠ্যবইয়ের 'গান কী' অনুচ্ছেদটি শিক্ষার্থীদের নীরবে পড়তে বলবেন। 'গান কী' অনুচ্ছেদ নিয়ে শিক্ষার্থীদের কোনো জিজ্ঞাসা বা ভিন্নমত থাকলে শিক্ষক তা নিয়েও আলোচনা করবেন। অর্থাৎ, গান সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যেন একটি কার্যকর ধারণা লাভ করে তা শিক্ষক নিশ্চিত করার চেষ্টা করবেন।

নমুনা উত্তর: গানের বৈশিষ্ট্য খুঁজি

ক্রম	প্রশ্ন	হ্যাঁ	না
১	লাইনের শেষে কি মিল-শব্দ আছে?	✓	
২	পড়ার সময়ে কি তাল রক্ষা করতে হয়?	✓	
৩	লাইনগুলোতে শব্দসংখ্যা কি সমান?	✓	
৪	সুর করে গাওয়া হয় কি?	✓	
৫	এটি কি পদ্য-ভাষায় লেখা?	✓	
৬	এটি কি গদ্য-ভাষায় লেখা?		✓
৭	এখানে কোনো কাহিনি পাওয়া যায়?		✓
৮	এখানে কোনো চরিত্র আছে কি?		✓
৯	এখানে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে কি না?		✓
১০	এটি একাধিক অনুচ্ছেদে ভাগ করা কি না?		✓
১১	এর মধ্যে কোনো সংলাপ আছে কি না?		✓
১২	এটি অভিনয় করা যায় কি না?		✓

৪র্থ পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা-১৭: গল্প

এই শিখন-অভিজ্ঞতায় এমন কিছু কার্যক্রম পরিকল্পনা করা হয়েছে যেন শিক্ষার্থীরা সাহিত্যের নমুনা হিসেবে গল্পের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারে, নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে গল্পের সম্পর্ক তৈরি করতে, গল্প পড়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে পারে এবং এই অভিজ্ঞতার প্রতিফলন হিসেবে নিজেরা গল্প লিখতে পারে।

কৌশল : একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, বিশ্লেষণ, তথ্য অনুসন্ধান, উপস্থাপনা ।
সেশন সংখ্যা : ১৩
উপকরণ : বাংলা বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় ৩য় পরিচ্ছেদ ('তোলপাড়' এবং 'আষাঢ়ের এক রাতে' গল্প); সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী; সাদা কাগজ, আঠা।

কার্যক্রম:

গল্প পড়ি ১

- গল্প সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা।
- পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত 'তোলপাড়' গল্প নীরবে ও সরবে পাঠ করা ।
- প্রশ্ন করা ও উত্তর খোঁজার মাধ্যমে 'তোলপাড়' গল্পের বিষয় ও মূলভাব নিয়ে আলোচনা এবং নিজের ভাষায় লেখা।
- 'তোলপাড়' গল্পের সাথে নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সম্পর্ক তৈরি করা।
- 'তোলপাড়' গল্পে কোন ধরনের আবেগ প্রকাশ পাচ্ছে তা নিয়ে আলোচনা।

গল্প পড়ি ২

- পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত 'আষাঢ়ের এক রাতে' গল্প নীরবে ও সরবে পাঠ করা।
- প্রশ্ন করা ও উত্তর খোঁজার মাধ্যমে 'আষাঢ়ের এক রাতে' গল্পের বিষয় ও মূলভাব নিয়ে আলোচনা এবং নিজের ভাষায় লেখা।
- 'আষাঢ়ের এক রাতে' গল্পের সাথে নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সম্পর্ক তৈরি করা।
- 'আষাঢ়ের এক রাতে' গল্পে কোন ধরনের আবেগ প্রকাশ পাচ্ছে তা নিয়ে আলোচনা।
- গল্পের বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করতে পারা।
- নিজের কল্পনা ও অনুভূতি দিয়ে যে কোনো বিষয়ে গল্প লেখা।
- গল্পের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নিজের লেখা যাচাই করা।

গল্প পড়ি ১

সেশন: ১

- **গল্প সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা নিয়ে আলোচনা।**
- **পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত 'তোলপাড়' গল্প নীরবে ও সরবে পাঠ করা।**

১ম ধাপ

শিক্ষক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে গল্প পাঠ, শোনা, রচনা করার ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে চাইবেন। আলোচনার সুবিধার্থে শিক্ষক নিচের প্রশ্নগুলো করবেন:

- তোমরা তো পাঠ্যবইয়ে অনেক গল্প পড়েছ। কিন্তু কেউ কি কখনো নিজে গল্প লিখেছ বা পরিচিত কাউকে গল্প লিখতে দেখেছ?
- এমন কি কোনো গল্প আছে যা তোমার বিশেষভাবে ভালো লেগেছে বা মাঝে মাঝেই মনে চলে আসে?

- গল্প পড়তে কি ভালো লাগে? কেন লাগে, কিংবা কেন লাগে না?
- কোনো লেখাকে গল্প বলতে হলে কী কী বৈশিষ্ট্য থাকতে হয়?
- গল্পের সাথে কবিতার মিল ও অমিল কী?

শিক্ষার্থীরা তাদের মতামত প্রদান করবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে কারো পাঠ্যবইয়ের বাইরের গল্প পড়া থাকলে বা গল্প লেখার অভিজ্ঞতা থাকলে, সে-ব্যাপারে বলার জন্য উৎসাহ দেবেন।

২য় ধাপ

শিক্ষক পাঠ্যবই থেকে 'তোলপাড়' গল্পটি প্রথমে ৫ মিনিট সময়ের মধ্যে যতখানি পারে নীরবে পাঠ করতে বলবেন। শিক্ষক পাঠ্যবই থেকে গল্পটির কয়েক লাইন করে সবাইকে শব্দ করে পড়ার নির্দেশ দেবেন। এভাবে শিক্ষার্থীদের দিয়ে কয়েক লাইন করে করে পুরো রচনাটি পাঠ সম্পন্ন করতে হবে। শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থী সংখ্যা বিবেচনায় পুরো লেখাটি একাধিকবার পাঠ হতে পারে। শিক্ষক লক্ষ রাখবেন যেন সকল শিক্ষার্থী সরবে পাঠের কাজে অংশ নিতে পারে। তবে সময় বিবেচনায় সকল শিক্ষার্থীকে সরব পাঠে অংশগ্রহণ করানো সম্ভব না হলে, যারা অংশগ্রহণ করতে পারেনি তাদেরকে পরবর্তী পাঠে সুযোগ দেবেন এবং তা জানিয়ে রাখবেন। পাঠ শুরুর আগেই শিক্ষক নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- 'তোলপাড়' গল্পটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এ জন্য সময় ৫ মিনিট। পুরো গল্প এ সময়ের মধ্যে পড়া শেষ করতে না পারলেও সমস্যা নেই।
- এরপর ক্লাসের সব শিক্ষার্থী নিজেদের জায়গায় থেকেই 'তোলপাড়' গল্পটি ৩ লাইন করে ক্রমান্বয়ে পড়বে। তোমার পাশের বন্ধুটি যে লাইনে এসে পাঠ শেষ করবে তুমি তার পরের লাইন থেকে শুরু করে আরো ৩ লাইন পড়বে।
- জোরে পড়ার চেষ্টা করবে যেন ক্লাসের সবাই তোমার কথা শুনতে পায়।
- এক্ষেত্রে শব্দের প্রমিত উচ্চারণ হচ্ছে কি না, তা একজন পড়ার সময়ে অন্যরা খেয়াল করবে। কোনো মতামত থাকলে তা জানাবে।
- কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে কারো কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে তাও জানাবে। চেষ্টা করব আমরা সবাই যেন সরব পাঠে অংশ নেই, তাই গল্পটি কয়েকবার করে আমরা পাঠ করতে পারি।

সরব পাঠের সময়ে শিক্ষার্থীদের প্রমিত উচ্চারণের দিকে শিক্ষক লক্ষ রাখবেন, কোনো উচ্চারণ সঠিক না হলে পুনরায় বলতে বলবেন এবং প্রয়োজন হলে সঠিক উচ্চারণটি বলে দেবেন। শিক্ষার্থীদের জানিয়ে রাখবেন যে পাঠের কোনো শব্দের অর্থ বুঝতে সমস্যা হলে সেগুলো চিহ্নিত করে রাখতে। লেখাটিতে যেসব নতুন শব্দ তারা খুঁজে পাবে সেগুলো পাঠ্যবইয়ের 'শব্দের অর্থ' অংশ থেকে পড়তে বলবেন। 'শব্দের অর্থ' অংশে প্রদত্ত শব্দের অর্থের বাইরে আরও কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা আছে কি না জানতে চাইবেন এবং সেগুলোর অর্থ বুঝতে তাদের সাহায্য করবেন।

সেশন: ২-৩

- **প্রশ্ন করা ও উত্তর খোঁজার মাধ্যমে 'তোলপাড়' গল্পের বিষয় ও মূলভাব নিয়ে আলোচনা এবং নিজের ভাষায় লেখা।**

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৫/৬টি দলে ভাগ করে দেবেন। এরপর 'গল্প বুঝি' অনুশীলনী অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা 'তোলপাড়' গল্পের বিষয় ও মূলভাব দলে আলোচনা করে এর উপর কয়েকটি প্রশ্ন তৈরি করবে। এ কাজের জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এ সময়ে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন তৈরির সুবিধার জন্য শিক্ষক নিচে দেওয়া নমুনা প্রশ্ন থেকে দু-একটি ধারণা দিতে পারেন:

নমুনা প্রশ্ন ও উত্তর (তোলপাড়)

প্রশ্ন	উত্তর
ক) 'তোলপাড়' গল্পটি কোন সময়ের প্রেক্ষাপটে রচিত?	গল্পটি মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে রচিত।
খ) পঁচিশে মার্চের রাতে কী ঘটেছিল?	পঁচিশে মার্চের রাতে পাঞ্জাবি বাহিনী ঢাকায় গণহত্যা চালিয়েছিল। যাকে যেখানে জীবন্ত পাচ্ছিল, গুলি করে হত্যা করছিল।
গ) পলায়নরত মানুষদের সাবু কীভাবে সাহায্য করছিল?	পলায়নরত মানুষের সাবু মুড়ি খাইয়ে ও পানি দিয়ে সাহায্য করেছিল।
ঘ) 'তোলপাড়' গল্পটির প্রধান বিষয় কী?	পঁচিশে মার্চের গণহত্যা শুরু হলে ঢাকার মানুষ যখন ঢাকা ছেড়ে পালাতে শুরু করে নানা দুর্দশা ও সংকটে পড়ে তা-ই গল্পের প্রধান বিষয়।
ঙ) সাবুর বুকে তোলপাড় শুরু হয়ে যায় কেন?	পাঞ্জাবি মিলিটারির মোকাবেলা করার জন্য সাবুর বুকে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। কেননা ওরা জানোয়ার, ওরা বাংলাদেশের মানুষের প্রতি জুলুম করেছে; যাকে যেখানে পাচ্ছে গুলি করে হত্যা করে হত্যা করছে। ভীত হয়ে, প্রাণের মায়ায় নারী-পুরুষ-বৃদ্ধ সকলে ঘরহীন হয়ে পালাচ্ছে অজানার উদ্দেশ্যে। তাই ক্রোধে ও আক্রোশে সাবুর বুকে তোলপাড় শুরু হয়।
চ) এ গল্পের প্রধান চরিত্র কোনটি এবং কেন?	এ গল্পের প্রধান চরিত্র কিশোর সাবু। গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সে-ই আছে। এবং তার চোখ দিয়েই গল্পটি বর্ণনা করা হয়।

প্রশ্ন তৈরির কাজ শেষ হলে এক দল অন্য দলকে প্রশ্ন করবে। অন্য দল সেই উত্তর দেবে। প্রতি দল যাতে অন্তত একটি করে প্রশ্ন করতে পারে শিক্ষক তা নিশ্চিত করবেন। এক্ষেত্রে একই প্রশ্ন যেন বার বার না আসে, শিক্ষার্থীদের সে ব্যাপারে জানিয়ে রাখবেন।

২য় ধাপ

প্রশ্ন-উত্তরের ভিত্তিতে গল্পটি নিয়ে আলোচনা শেষে দু-এক জন শিক্ষার্থীকে গল্পের মূলভাব বা মূলকথা সম্পর্কে তার মতামত বলতে বলবেন। এরপর সবাইকে নিজের নিজের মতো খাতায় কিংবা বইয়ের 'বুঝে লিখি' অনুশীলনীর খালি জায়গায় মূলকথা লিখতে দেবেন। লেখার জন্য সময় রাখবেন ২০ মিনিট। নির্দিষ্ট সময় শেষে যে কোনো একজন শিক্ষার্থীকে তার লেখাটি উপস্থাপন করতে বলবেন ও অন্যদের তা শোনার নির্দেশনা দেবেন। শিক্ষার্থীটির উপস্থাপনা নিয়ে অন্য শিক্ষার্থীদের কোনো মতামত থাকলে তা হাত তুলে জানাতে বলবেন। একইভাবে আরো কয়েকজন শিক্ষার্থীকে তাদের লেখাটি উপস্থাপন করার এবং অন্যদের তা নিয়ে মতামত প্রদানের ব্যাপারে উৎসাহিত করবেন। এই কাজের মূল লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীরা যেন নিজেদের ভাষায় গল্পের বিষয়বস্তু, মূলভাব ও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি চিহ্নিত করতে পারা এবং তা প্রকাশ করতে পারে।

সেশন: ৪

- **'তোলপাড়' গল্পের সাথে নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সম্পর্ক তৈরি করা।**

শিক্ষক 'জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি' অনুশীলনী অনুযায়ী 'তোলপাড়' গল্পের সাথে শিক্ষার্থীদের জীবনের বা চারপাশের কোনো ঘটনার মিল আছে কি না, তা জানতে চাইবেন ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলো করতে পারেন:

- এমন কি কোনো ঘটনা আছে যা তোমার মনে তোলপাড় তৈরি করেছিল? থাকলে ঘটনাটি কী?
- তুমি কি কখনো অন্যকে সাহায্য করেছ? অন্যকে সাহায্য করলে মনে কী ধরনের বোধ তৈরি হয়?

- ‘তোলপাড়’ গল্পের মতো আমাদের দেশে যদি আবারো যুদ্ধ শুরু হয়, তুমি কী করবে?
- তোমার যখন অনেক রাগ হয় তখন তুমি কী কর?

এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একক কাজ দেবেন। শিক্ষার্থীরা গল্পের সাথে নিজের জীবনের বা চারপাশের কোনো ঘটনার মিল আছে কি না তা পাঠ্যবইয়ের ‘জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি’ অংশের খালি জায়গায় লিখবে। একক কাজ সম্পন্ন হলে ছোটো দলে ভাগ হয়ে নিজেদের লেখা সবাইকে পড়ে শোনাবে বা দেখাবে এবং অন্যদের প্রস্তুত করা লেখা সম্পর্কে মতামত দেবে। এভাবে প্রত্যেকেই নিজেদের লেখার উপর অন্যদের মতামত নেবে এবং মতামত গ্রহণ শেষে চাইলে লেখাটি পরিমার্জন করতে পারবে। এ কাজ করার জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এ সময়ে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন।কাজ শেষে প্রতি দল থেকে অন্তত একজন শিক্ষার্থীকে তার নিজের ও দলের অন্যদের কাজ সম্পর্কে উপস্থাপন করতে বলবেন উপস্থাপন শেষে অন্য শিক্ষার্থীরা তার মতামতের সাথে কতটুকু একমত এ-ব্যাপারে শিক্ষক জানতে চাইবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন, নিজের মতামত দেবেন এবং তারা গল্পের সাথে নিজের জীবনের বা চারপাশের ঘটনার মিল কতটুকু করতে পেরেছে তা সংক্ষেপে বলবেন।

সেশন: ৫

- **‘তোলপাড়’ গল্পে কোন ধরনের আবেগ প্রকাশ পাচ্ছে তা নিয়ে আলোচনা।**

‘তোলপাড়’ গল্প পড়ে এতে কোন ধরনের আবেগ প্রকাশ পাচ্ছে বলে শিক্ষার্থীদের মনে হচ্ছে সে-ব্যাপারে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মতামত জানতে চাইবেন। একই গল্প পড়ে একেক শিক্ষার্থী একেক ধরনের আবেগ চিহ্নিত করতে পারে। এই ধরনের ভিন্নতাকে শিক্ষক উৎসাহ দেবেন। শিক্ষার্থীরা কীভাবে কাজটি করবে এবং উপস্থাপন করবে সে ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- ‘তোলপাড়’ গল্পের ভিন্ন ভিন্ন লাইন পড়ে সে লাইনটিতে কিংবা পুরো গল্প পড়ে কোন ধরনের আবেগ প্রকাশ পাচ্ছে বলে তুমি মনে করো? প্রত্যেকে পুরো গল্পটি আরো একবার পড়তে পারো এবং তোমার মতামত খাতায় লিখে রাখো। এ কাজের জন্য সময় ১৫ মিনিট।
- একক কাজ শেষে কয়েকজন তার কাজ উপস্থাপন করবে এবং অন্যরা সহপাঠীর বক্তব্যটি লক্ষ করবে। সহপাঠীর বক্তব্য নিয়ে তোমার কোনো ভিন্নমত থাকলে বা তোমার উত্তরের সাথে না মিললে তা হাত তুলে জানাবে।
- মনে রাখবে যে, আবেগ হলো আমাদের এমন সব মানসিক অবস্থা যেগুলো চোখে দেখা যায় না। যেমন: আনন্দ, খুশি, রাগ, বিরক্তি, দুঃখ, বেদনা, প্রেম, অবাক, বিস্ময়, দুঃশ্চিন্তা, হতাশা ইত্যাদি। আর ভিন্ন ভিন্ন আবেগ যেসব উপায়ে আমরা প্রকাশ করি অর্থাৎ চোখে দেখা যায় সেগুলো হলো আমাদের আচরণ। যেমন: হাসি, কান্না, চোখ বড়ো করা, লাফালাফি, দৌড়াদৌড়ি, মুখ গোমড়া করা, চিৎকার করা ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীদের জন্য ছড়া থেকে আবেগ শনাক্ত করার কাজের সুবিধার্থে তারা একক কাজটি শুরু করার আগে শিক্ষক নিচের প্রশ্নগুলোর আলোকে তাদের সাথে আলোচনা করবেন:

- ‘কস কী, হাজার হাজার?’- এখানে কোন ধরনের আবেগ প্রকাশ পাচ্ছে বলে মনে হয়? জিজ্ঞাসা, বিস্ময়, অবিশ্বাস-কোনটি?
- ‘মুখ দিয়ে কথা তাড়াতাড়ি বের করে দিতে চাইলেও পারে না। কারণ, শরীর থরথর কাঁপছে। হাতে মুঠি বারবার শক্ত হয়।’-এখানে কোন ধরনের আবেগ প্রকাশ পাচ্ছে বলে মনে হয়? উত্তেজনা, রাগ, ভয়-কোনটি?
- ‘সমস্ত কাফেলা নীরব। নারীদের মধ্যে একজন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না শুরু করেছিল।’- এখানে কোন ধরনের আবেগ প্রকাশ পাচ্ছে বলে মনে হয়? ভয়, বেদনা, কষ্ট-কোনটি?

- ‘খাকি উর্দি পরা কতগুলো সিপাই তার সামনে। আর সে তাদের লাথি মেরে মেরে ফুটবলের মতো গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে।- এখানে কোন ধরনের আবেগ প্রকাশ পাচ্ছে বলে মনে হয়? রাগ, আক্রোশ, ঘৃণা- কোনটি?

একক কাজ চলাকালে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ দেখবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের সহায়তা করবেন। তারা যেন নিজেদের মতো করে ছড়া থেকে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের আবেগ শনাক্ত করতে পারে এবং ব্যাখ্যা করতে পারে সে লক্ষ্যে উৎসাহ দেবেন।

নোট: ‘তোলপাড়’ গল্পে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে পাঞ্জাবি সেনাদের অত্যাচারের ফলে মানুষের মধ্যে যেসব কষ্ট, হতাশা, হাহাকার, রাগ, আক্রোশ, ঘৃণা তৈরি হয়েছিল তা লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন। একইসাথে হানাদার বাহিনীর অত্যাচার রুখে দাঁড়ানোর জন্য মানুষের মধ্যে যে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাতৈরি হয়েছিল তাও দেখানো হয়েছে।

গল্প পড়ি ২

সেশন: ৬

- **পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত ‘আষাঢ়ের এক রাতে’ গল্প নীরবে ও সরবে পাঠ করা।**

শিক্ষক পাঠ্যবই থেকে ‘আষাঢ়ের এক রাতে’ গল্পটি প্রথমে ৫ মিনিট সময়ের মধ্যে যতখানি পারে নীরবে পাঠ করতে বলবেন। শিক্ষক পাঠ্যবই থেকে গল্পটির কয়েক লাইন করে সবাইকে শব্দ করে পড়ার নির্দেশ দেবেন। এভাবে শিক্ষার্থীদের দিয়ে কয়েক লাইন করে করে পুরো রচনাটি পাঠ সম্পন্ন করতে হবে। শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থী সংখ্যা বিবেচনায় পুরো লেখাটি একাধিকবার পাঠ হতে পারে। শিক্ষক লক্ষ রাখবেন যেন সকল শিক্ষার্থী সরবে পাঠের কাজে অংশ নিতে পারে। তবে সময় বিবেচনায় সকল শিক্ষার্থীকে সরব পাঠে অংশগ্রহণ করানো সম্ভব না হলে, যারা অংশগ্রহণ করতে পারেনি তাদেরকে পরবর্তী পাঠে সুযোগ দেবেন এবং তা জানিয়ে রাখবেন। পাঠ শুরুর আগেই শিক্ষক নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- ‘আষাঢ়ের এক রাতে’ গল্পটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এ জন্য সময় ৫ মিনিট। পুরো গল্প এ সময়ের মধ্যে পড়া শেষ করতে না পারলেও সমস্যা নেই।
- এরপর ক্লাসের সব শিক্ষার্থী নিজেদের জায়গায় থেকেই ‘আষাঢ়ের এক রাতে’ গল্পটি ৩ লাইন করে ক্রমান্বয়ে পড়বে। তোমার পাশের বন্ধুটি যে লাইনে এসে পাঠ শেষ করবে তুমি তার পরের লাইন থেকে শুরু করে আরো ৩ লাইন পড়বে।
- জোরে পড়ার চেষ্টা করবে যেন ক্লাসের সবাই তোমার কথা শুনতে পায়।
- এক্ষেত্রে শব্দের প্রমিত উচ্চারণ হচ্ছে কি না, তা একজন পড়ার সময়ে অন্যরা খেয়াল করবে। কোনো মতামত থাকলে তা জানাবে।
- কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে কারো কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে তাও জানাবে। চেষ্টা করব আমরা সবাই যেন সরব পাঠে অংশ নেই, তাই গল্পটি কয়েকবার করে আমরা পাঠ করতে পারি।

সরব পাঠের সময়ে শিক্ষার্থীদের প্রমিত উচ্চারণের দিকে শিক্ষক লক্ষ রাখবেন, কোনো উচ্চারণ সঠিক না হলে পুনরায় বলতে বলবেন এবং প্রয়োজন হলে সঠিক উচ্চারণটি বলে দেবেন। শিক্ষার্থীদের জানিয়ে রাখবেন যে পাঠের কোনো শব্দের অর্থ বুঝতে সমস্যা হলে সেগুলো চিহ্নিত করে রাখতে। লেখাটিতে যেসব নতুন শব্দ তারা খুঁজে পাবে সেগুলো পাঠ্যবইয়ের ‘শব্দের অর্থ’ অংশ থেকে পড়তে বলবেন। ‘শব্দের অর্থ’ অংশে প্রদত্ত শব্দের অর্থের বাইরে আরও কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা আছে কি না জানতে চাইবেন এবং সেগুলোর অর্থ বুঝতে তাদের সাহায্য করবেন।

সেশন: ৭-৮

- **প্রশ্ন করা ও উত্তর খোঁজার মাধ্যমে 'আষাঢ়ের এক রাতে' গল্পের বিষয় ও মূলভাব নিয়ে আলোচনা এবং নিজের ভাষায় লেখা।**

১ম ধাপ

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৫/৬টি দলে ভাগ করে দেবেন। এরপর 'গল্প বুঝি' অনুশীলনী অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা 'আষাঢ়ের এক রাতে' গল্পের বিষয় ও মূলভাব দলে আলোচনা করে এর উপর কয়েকটি প্রশ্ন তৈরি করবে। এ কাজের জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এ সময়ে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন তৈরির সুবিধার জন্য শিক্ষক নিচে দেওয়া নমুনা প্রশ্ন থেকে দু-একটি ধারণা দিতে পারেন:

নমুনা প্রশ্ন ও উত্তর ('আষাঢ়ের এক রাতে')

প্রশ্ন	উত্তর
ক) আষাঢ়ের এক রাতে' গল্পটি কোন প্রেক্ষাপটে রচিত?	গল্পটি গ্রামের প্রেক্ষাপটে রচিত।
খ) এ গল্পের মূল বিষয়বস্তু কী?	বর্ষা রাতে মৌরী বিলে কয়েকজন কিশোরের মাছধরার ঘটনা।
গ) আবু নৌকার খোলের মধ্যে ঢুকে লুকিয়ে শুয়েছিল কেন?	আবু ছোটো বলে রাতের বেলা তাকে মাছ ধরতে বিলে নেওয়া হবে না বলে চুপি চুপি গিয়ে নৌকার খোলের মধ্যে ঢুকে লুকিয়ে শুয়েছিল।
ঘ) আবু ছাড়া আর কে কে বিলে মাছ ধরতে গিয়েছিল?	আবুর ভাই সাজেদ, বিপুল, বায়েজিদ ও তিনু বিলে মাছ ধরতে গিয়েছিল।
ঙ) মাছ ধরতে সাজেদরা কী কী জিনিস সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল?	মাছ ধরতে সাজেদরা সাথে নিয়েছিল কয়েক রকম জাল, হেরিকেন, মাছ আনার বড়ো বড়ো খালুই, রাতের খাবার ও অতিরিক্ত দুটো বৈঠা।
চ) আবুর মাছ ধরার সরঞ্জাম কী কী ছিল?	বড়শি ও তেলাপোকার টোপ।
ছ) আবুর বোয়াল দেখে সাজেদদের বিশ্বাস হতে চায়নি কেন?	সাজেদরা বয়সে বড়ো হয়েও মাছ ধরতে পারেনি, আর আবু তো ছোটো মানুষ। তাই আবুর বোয়ায় দেখে তাদের বিশ্বাস হতে চায়নি। এছাড়া ছোটো এই মৌরী বিলে এত বড়ো বোয়ালই-বা আসবে কোথা থেকে?
জ) এ গল্পের প্রধান চরিত্র কোনটি এবং কেন?	গল্পের প্রধান চরিত্র আবু। গল্পের মূল ঘটনা আবুকে নিয়েই তাইসে প্রধান চরিত্র।

প্রশ্ন তৈরির কাজ শেষ হলে এক দল অন্য দলকে প্রশ্ন করবে। অন্য দল সেই উত্তর দেবে। প্রতি দল যাতে অন্তত একটি করে প্রশ্ন করতে পারে শিক্ষক তা নিশ্চিত করবেন। এক্ষেত্রে একই প্রশ্ন যেন বার বার না আসে, শিক্ষার্থীদের সে ব্যাপারে জানিয়ে রাখবেন।

২য় ধাপ

প্রশ্ন ও উত্তরের ভিত্তিতে গল্পটি নিয়ে আলোচনা শেষে দু-এক জন শিক্ষার্থীকে গল্পের মূলভাব বা মূলকথা সম্পর্কে তার মতামত বলতে বলবেন। এরপর সবাইকে নিজের নিজের মতো খাতায় কিংবা বইয়ের 'বুঝে

লিখি' অনুশীলনীর খালি জায়গায় মূলকথা লিখতে দেবেন। লেখার জন্য সময় রাখবেন ২০ মিনিট। নির্দিষ্ট সময় শেষে যে কোনো একজন শিক্ষার্থীকে তার লেখাটি উপস্থাপন করতে বলবেন ও অন্যদের তা শোনার নির্দেশনা দেবেন। শিক্ষার্থীটির উপস্থাপনা নিয়ে অন্য শিক্ষার্থীদের কোনো মতামত থাকলে তা হাত তুলে জানাতে বলবেন। একইভাবে আরো কয়েকজন শিক্ষার্থীকে তাদের লেখাটি উপস্থাপন করার এবং অন্যদের তা নিয়ে মতামত প্রদানের ব্যাপারে উৎসাহিত করবেন। এই কাজের মূল লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীরা যেন নিজেদের ভাষায় গল্পের বিষয়বস্তু, মূলভাব ও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি চিহ্নিত করতে পারা এবং তা প্রকাশ করতে পারে।

সেশন: ৯

- **'আষাঢ়ের এক রাতে' গল্পের সাথে নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সম্পর্ক তৈরি করা।**

শিক্ষক 'জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি' অনুশীলনী অনুযায়ী 'আষাঢ়ের এক রাতে' গল্পের সাথে শিক্ষার্থীদের জীবনের বা চারপাশের কোনো ঘটনার মিল আছে কি না তা জানতে চাইবেন ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলো করতে পারেন:

- তুমি কি কখনো রাত জেগে বাইরে ঘোরাঘুরি করতে বা গল্প করার কথা চিন্তা করেছ? কেন বা কেন নয়?
- আবুর মতো রাত জেগে কোথা ঘোরাঘুরি করার, গল্প করার কোনো অভিজ্ঞতা আছে? থাকলে সেটা কী?
- তুমি কি কখনো বড়শি বা জাল দিয়ে মাছ ধরা দেখেছ বা নিজে ধরেছ? সে অভিজ্ঞতাটি কেমন?
- 'আষাঢ়ের এক রাতে' গল্পের ঘটনার মতো তুমি কি আবুর মতো গভীর রাতে বাইরে ঘোরাঘুরি করতে পারবে? ভয় লাগবে কি তোমার?
- তোমার জীবনে কি এমন কোনো ঘটনা আছে যেখানে তোমার উপর প্রত্যাশা রাখা হয়নি বা কম ছিল, কিন্তু তারপরেও কাজটি তুমি সফলভাবে করতে পেরেছিলে?

এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একক কাজ দেবেন। শিক্ষার্থীরা গল্পের সাথে নিজের জীবনের বা চারপাশের কোনো ঘটনার মিল আছে কি না তা পাঠ্যবইয়ের 'জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি' অংশের খালি জায়গায় লিখবে। একক কাজ সম্পন্ন হলে ছোটো দলে ভাগ হয়ে নিজেদের লেখা সবাইকে পড়ে শোনাবে বা দেখাবে এবং অন্যদের প্রস্তুত করা লেখা সম্পর্কে মতামত দেবে। এভাবে প্রত্যেকেই নিজেদের লেখার উপর অন্যদের মতামত নেবে এবং মতামত গ্রহণ শেষে চাইলে লেখাটি পরিমার্জন করতে পারবে। এ কাজ করার জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এ সময়ে শিক্ষক তাদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন, ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন।

কাজ শেষে প্রতি দল থেকে অন্তত একজন শিক্ষার্থীকে তার নিজের ও দলের অন্যদের কাজ সম্পর্কে উপস্থাপন করতে বলবেন উপস্থাপন শেষে অন্য শিক্ষার্থীরা তার মতামতের সাথে কতটুকু একমত এ ব্যাপারে শিক্ষক জানতে চাইবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন, নিজের মতামত দেবেন এবং তারা কবিতার সাথে নিজের জীবনের বা চারপাশের ঘটনার মিল কতটুকু করতে পেরেছে তা সংক্ষেপে বলবেন।

সেশন: ১০

- **'আষাঢ়ের এক রাতে' গল্পে কোন ধরনের আবেগ প্রকাশ পাচ্ছে তা নিয়ে আলোচনা।**

'আষাঢ়ের এক রাতে' গল্প পড়ে এতে কোন ধরনের আবেগ প্রকাশ পাচ্ছে বলে শিক্ষার্থীদের মনে হচ্ছে সে ব্যাপারে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মতামত জানতে চাইবেন। একই গল্প পড়ে একেক শিক্ষার্থী একেক ধরনের আবেগ চিহ্নিত করতে পারে। এই ধরনের ভিন্নতাকে শিক্ষক উৎসাহ দেবেন। শিক্ষার্থীরা কীভাবে কাজটি করবে ও উপস্থাপন করবে সে ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- ‘আষাঢ়ের এক রাতে’ গল্পের ভিন্ন ভিন্ন লাইন পড়ে সে লাইনটিতে কিংবা পুরো গল্প পড়ে কোন ধরনের আবেগ প্রকাশ পাচ্ছে বলে তুমি মনে করো? প্রত্যেকে পুরো গল্পটি আরো একবার পড়তে পারো এবং তোমার মতামত খাতায় লিখে রাখো। এ কাজের জন্য সময় ১৫ মিনিট।
- একক কাজ শেষে কয়েকজন তার কাজ উপস্থাপন করবে এবং অন্যরা সহপাঠীর বক্তব্যটি লক্ষ করবে। সহপাঠীর বক্তব্য নিয়ে তোমার কোনো ভিন্নমত থাকলে বা তোমার উত্তরের সাথে না মিললে তা হাত তুলে জানাবে।
- মনে রাখবে যে, আবেগ হরলা আমাদের এমন সব মানসিক অবস্থা যেগুলো চোখে দেখা যায় না। যেমন: আনন্দ, খুশি, রাগ, বিরক্তি, দুঃখ, বেদনা, প্রেম, অবাক, বিস্ময়, দুঃশ্চিন্তা, হতাশা ইত্যাদি। আর ভিন্ন ভিন্ন আবেগ যেসব উপায়ে আমরা প্রকাশ করি অর্থাৎ চোখে দেখা যায় সেগুলো হলো আমাদের আচরণ। যেমন: হাসি, কান্না, চোখ বড়ো করা, লাফালাফি, দৌড়াদৌড়ি, মুখ গোমড়া করা, চিৎকার করা ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীদের জন্য ছড়া থেকে আবেগ শনাক্ত করার কাজের সুবিধার্থে তারা একক কাজটি শুরু করার আগে শিক্ষক নিচের প্রশ্নগুলোর আলোকে তাদের সাথে আলোচনা করবেন:

- ‘দাদা মেরো না আমাকে। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি মাছ ধরার জন্য।’- এখানে কোন ধরনের আবেগ প্রকাশ পাচ্ছে বলে মনে হয়? ইচ্ছা, আকুতি, অনুনয়- কোনটি?
- ‘বেশ থাক। বড়ো মাছ তোকেই ধরে না নিয়ে যায় দেখিস।’- এখানে কোন ধরনের আবেগ প্রকাশ পাচ্ছে বলে মনে হয়? অবজ্ঞা, গর্ব, তাচ্ছিল্য- কোনটি?
- ‘‘পানি থেকে। আর আমি ধরেছি!’- এখানে কোন ধরনের আবেগ প্রকাশ পাচ্ছে বলে মনে হয়? আত্মবিশ্বাস, গর্ব, অহংকার, নিশ্চয়তা- কোনটি?

একক কাজ চলাকালে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ দেখবেন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের সহায়তা করবেন। তারা যেন নিজেদের মতো করে ছড়া থেকে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের আবেগ শনাক্ত করতে পারে ও ব্যাখ্যা করতে পারে সে লক্ষ্যে উৎসাহ দেবেন।

নোট: ‘আষাঢ়ের এক রাতে’ গল্পে মূলত কিশোরমনের শখ পূরণের ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। এছাড়াও গল্পে বিভিন্ন ঘটনায় চরিত্রদের দৃঢ়তা, বিস্ময়, অবজ্ঞা, হুমকি ইত্যাদি নানা ধরনের আবেগ প্রকাশ পেয়েছে। একইসাথে গল্পের শেষে নিজে নিজে মাছ ধরতে পারায় আবুর মধ্যে গর্ব ও আত্মবিশ্বাস লক্ষ করা গিয়েছে।

সেশন: ১১

- **গল্পের বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করা।**

এই সেশনে শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের ‘গল্পের বৈশিষ্ট্য খুঁজি’ ছক অনুযায়ী দলীয় আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে গল্পের বৈশিষ্ট্য খোঁজার কাজ দেবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দেবেন। দলে বসে শিক্ষার্থীরা আলোচনা করে ছড়ার বৈশিষ্ট্যগুলো ছকের হ্যাঁ বা না ঘরে টিক চিহ্ন দিয়ে নির্ধারণ করে রাখবে । দলগত কাজের জন্য সময়ে নির্ধারণ করে দেবেন। শিক্ষক লক্ষ রাখবেন যেন শ্রেণিকক্ষের প্রত্যেক শিক্ষার্থী দলগত কাজে অংশগ্রহণ করে। দলগত কাজ শেষ হয়ে গেলে যে কোনো একটি দল থেকে একজন বা দুইজন শিক্ষার্থী উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনার অন্য দলের শিক্ষার্থীদের এ ব্যাপারে ভিন্ন মত থাকলে বা তাদের উত্তরের সাথে না মিললে হাত তুলে পরে জানাতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা শেষে নমুনা উত্তরের আলোকে তাদের সাথে আলোচনা করবেন। আলোচনা শেষে পাঠ্যবইয়ের ‘গল্প কী’ অনুচ্ছেদটি শিক্ষার্থীদের নীরবে পড়তে বলবেন। ‘গল্প কী’ অনুচ্ছেদ নিয়ে শিক্ষার্থীদের কোনো জিজ্ঞাসা বা ভিন্নমত থাকলে শিক্ষক তা নিয়েও আলোচনা করবেন। অর্থাৎ, গল্প সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যেন একটি কার্যকর ধারণা লাভ করে তা শিক্ষক নিশ্চিত করার চেষ্টা করবেন।

নমুনা উত্তর: গল্পের বৈশিষ্ট্য খুঁজি

ক্রম	প্রশ্ন	হ্যাঁ	না
১	লাইনের শেষে কি মিল-শব্দ আছে?		✓
২	পড়ার সময়ে কি তাল রক্ষা করতে হয়?		✓
৩	লাইনগুলোতে শব্দসংখ্যা কি সমান?		✓
৪	সুর করে গাওয়া হয় কি?		✓
৫	এটি কি পদ্য-ভাষায় লেখা?		✓
৬	এটি কি গদ্য-ভাষায় লেখা?	✓	
৭	এখানে কোনো কাহিনি পাওয়া যায়?	✓	
৮	এখানে কোনো চরিত্র আছে কি?	✓	
৯	এখানে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে কি না?		✓
১০	এটি একাধিক অনুচ্ছেদে ভাগ করা কি না?		✓
১১	এর মধ্যে কোনো সংলাপ আছে কি না?	✓	
১২	এটি অভিনয় করা যায় কি না?	✓	

শিক্ষকের জন্য নোট: গল্পের বৈশিষ্ট্য

গল্প সাধারণত আয়তনে ছোটো হয়। গল্পে একটি বিষয় থাকে, কাহিনি থাকে। সেই কাহিনিকে প্রকাশ করার জন্য কিছু চরিত্র থাকে। চরিত্র মানুষ হতে পারে, আবার জীবজন্তু বা অন্য কিছুও হতে পারে। সবগুলো চরিত্রের মধ্যে আবার একটি বা দুটি চরিত্রের গুরুত্ব বেশি থকে। গল্পের ঘটনা আমাদের জীবন থেকে নেওয়া হয়। যাঁরা গল্প লেখেন, তাঁদের গল্পকার বলে। গল্প গদ্য ভাষায় লেখা হয়। তবে গল্পের চরিত্র প্রয়োজনে কথা বলতে পারে। তাই বর্ণনামূলক ভাষার গদ্যে লেখা হলেও গল্পে সংলাপ থাকে। গল্পের মানুষেরা যখন কথা বলে একে 'সংলাপ' বলে। আমরা গল্প পড়ে আনন্দ পাই, কারণ গল্পে জীবনের ছবি ফুটে ওঠে। আর গল্পের কাহিনির ভিতর দিয়ে গল্পকার অনেক সময়ে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা তুলে ধরার চেষ্টা করেন। সেটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। গল্প আমাদের কল্পনা ও অনুভূতিকে জাগিয়ে তোলে। বিভিন্ন রকম গল্প হয়: নির্দিষ্ট ব্যক্তি, বস্তু, প্রাণী; ভ্রমণ অভিজ্ঞতা, আমাদের চারপাশের জানা বা দেখা কাহিনি, ঐতিহাসিক ঘটনা, কল্পনার বিষয় নিয়ে বানানো কাহিনি ইত্যাদি।

সেশন: ১২-১৩

- **নিজের কল্পনা ও অনুভূতি দিয়ে যে কোনো বিষয়ে গল্প লেখা।**
- **গল্পের বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী নিজের লেখা যাচাই করা।**

শিক্ষক একক কাজ হিসেবে শিক্ষার্থীদের একটি গল্প লিখতে দেবেন। গল্প লেখার প্রাথমিক কাজটি তারা ক্লাসে বসে করতে পারে বা বাড়ি থেকেও করে নিয়ে আসতে পারবে। শিক্ষার্থীরা এককভাবে যে কোনো বিষয় নিয়ে গল্প লেখার চেষ্টা করবে। এ কাজ করার জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এ সময়ে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- নিজে নিজে গল্প লেখার জন্য তোমাদের সময় ২০ মিনিট। (প্রয়োজন হলে শিক্ষক পুরো একটি ক্লাস গল্প লেখার জন্য বরাদ্ধ করতে পারেন এবং পরবর্তী ক্লাসে উপস্থাপনার কাজ করতে পারেন)
- তোমরা নিজেদের মতো করে যা মনে হয় তা নিয়ে গল্প লিখবে। এবার তোমরা নতুন করে একটি গল্প লিখতে পারো বা পূর্বের লেখা কোনো গল্প থেকে থাকলে সেটিও পরিমার্জন করতে পারো।

- যে কোনো বিষয়ের উপর নিজেরা এই গল্প লিখতে পারো।
- গল্পটি এক পৃষ্ঠা বা সর্বোচ্চ দুই পৃষ্ঠার মধ্যে লিখতে হবে। চাইলে তোমরা পাঠ্যবইয়ের 'গল্প লিখি' অংশের ফাঁকা জায়গায় গল্পটি লিখতে পারো।
- লেখা শেষে পাঠ্যবইয়ের 'যাচাই করি' অনুশীলনী অনুযায়ী তোমার লেখা গল্পের বৈশিষ্ট্য খাতায় বা বইয়ের ফাঁকা স্থানে লিখবে।

লেখা শেষ হলে শিক্ষার্থীরা ছোটো ছোটো দলে একে অপরের সাথে নিজেদের লেখা গল্প নিয়ে আলোচনা করবে, নিজের গল্প অন্যকে পড়ে শোনাবে, পড়তে দেবে এবং অন্যদের লেখা গল্প সম্পর্কে মতামত দেবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন, তাদের জানিয়ে রাখবেন কোথাও বুঝতে না পারলে তাকে জানাতে এবং সে-অনুযায়ী তিনি সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের কাজের সুবিধার্থে শিক্ষক নিচের নির্দেশনাগুলো দেবেন:

- লেখা শেষ হলে ছোটো দলে নিজেদের লেখা গল্প দলের সবাইকে পড়ে শোনাবে বা দেখাবে এবং অন্যদের প্রস্তুত করা গল্প সম্পর্কে মতামত দেবে। এভাবে প্রত্যেকেই নিজের লেখাটিতে গল্পের বৈশিষ্ট্য কতটুকু এসেছে সে-ব্যাপারে অন্যদের মতামত নেবে এবং মতামত গ্রহণ শেষে চাইলে লেখাটি পরিমার্জন করতে পারবে।
- দলের সদ্যদের লেখাটি নিয়ে মতামত দেওয়ার সময়ে যা বিষয়গুলো লক্ষ রাখবে তা হলো: এতে কাহিনি, চরিত্র, সংলাপ ইত্যাদি আছে কি না, গদ্য ভাষায় লেখা হয়েছে কি না, অনুচ্ছেদ আছে কি না ইত্যাদি।
- দলে আলোচনা শেষে প্রতি দল থেকে কয়েকজন করে নিজেদের লেখা গল্প আমরা পড়ে শোনাব। (সময় বিবেচনায় শিক্ষক চেষ্টা করবেন যেন প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজেদের লেখা গল্প অংশবিশেষ হলেও উপস্থাপন করে)
- উপস্থাপনার পর অন্য শিক্ষার্থীরা সংক্ষেপে তাদের মতামত প্রদান করতে পারবে।
- নিজেদের লেখা গল্পটি চূড়ান্ত করে ক্লাসের দেয়ালে টাঙাবে যেন সবাই পড়তে পারে।

এপর্যায়ে শিক্ষার্থীদের লেখা গল্প নিয়ে শিক্ষক তার মতামত দিতে পারবেন। একইসাথে উপস্থাপনা শেষে লেখাগুলো কয়েকদিনের জন্য শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে টাঙিয়ে রেখে প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখতে হবে ।

মনে রাখবেন: শিক্ষার্থীর জন্য গল্প লেখার কাজটি সহজ নয়। সাহিত্যমান বিবেচনায় তাদের লেখা ভালো নাও হতে পারে। শিক্ষার্থীদের নিজে নিজে গল্প লিখতে দেওয়ার উদ্দেশ্য- নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে যে কোনো ঘটনা/পর্যবেক্ষণ/অনুভূতি গল্পের কাঠামোয় রূপ দেওয়ার কাজে তাদের হাতেখড়ি দেওয়া। তারা যেন নিজে থেকে গল্প লেখার চেষ্টা করে এবং চেষ্টা করতে গিয়ে হতাশ না হয়ে পড়ে, সেটিই এ কাজের মূল লক্ষ্য। তাই, এ কাজের নির্দেশনা দেওয়ার সময়ে শিক্ষার্থীদের বয়স, আগ্রহ ও চাহিদা, পারিপার্শ্বিক সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনায় রাখবেন। তারা যে ধরনের লেখাই তৈরি করুক না কেন, তাদের উৎসাহ দেবেন। যদি এমনটি ঘটে, যেখানে একজন শিক্ষার্থী চেষ্টা করার পরেও কিছুই প্রস্তুত করতে পারেনি, তবে চেষ্টা করার জন্যই তাকে মূল্যায়ন করবেন। একইসাথে সে যেন নিজে থেকে লেখার চেষ্টা অব্যাহত রাখে, সে ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে যাবেন। তিনি তার অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করবেন, তবে তাদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করা ও প্রকাশ করার সুযোগ যেন ব্যাহত না হয়।

ভিন্নমত প্রকাশের সুযোগ আছে এমন নমুনা উত্তরগুলোকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করবেন না। নমুনা উত্তরের আলোকে নির্দিষ্ট কাজ নিয়ে ধারণায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রয়োজনীয় সংযোজন বা বিয়োজন করতে পারবেন। এমনভাবে নির্দেশনা দেবেন যাতে কী ধরনের উত্তর প্রস্তুত করতে হবে তা শিক্ষার্থীরা সহজে বুঝতে পারে এবং কাজের সময়ে নিজেদের বৈচিত্র্যময় অভিজ্ঞতা ও চিন্তার প্রতিফলন ঘটানোর সুযোগ পায়।

৫ম পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা ১৮: : প্রবন্ধ

এই শিখন-অভিজ্ঞতায় এমন কিছু কার্যক্রম পরিকল্পনা করা হয়েছে যেন শিক্ষার্থীরা সাহিত্যের নমুনা হিসেবে প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারে, প্রবন্ধ পড়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে পারে এবং এই অভিজ্ঞতার প্রতিফলন হিসেবে নিজেরা যে কোনো ধরনের প্রবন্ধ লিখতে পারে।

কৌশল : একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, বিশ্লেষণ, তথ্য অনুসন্ধান, উপস্থাপনা ।

সেশন সংখ্যা : ৬

উপকরণ : বাংলা বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় ৫ম পরিচ্ছেদ (‘বাংলা নববর্ষ’ প্রবন্ধ); সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী।

কার্যক্রম:

- পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত ‘বাংলা নববর্ষ’ প্রবন্ধ নীরবে ও সরবে পাঠ করা।
- প্রশ্ন করা ও উত্তর খোঁজার মাধ্যমে ‘বাংলা নববর্ষ’ প্রবন্ধের বিষয় ও মূলভাব নিয়ে আলোচনা এবং নিজের ভাষায় লেখা।
- প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করতে পারা।
- দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে যে কোনো বিষয়ে প্রবন্ধ প্রস্তুত করা
- প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নিজের লেখা যাচাই করা।

সেশন: ১

- **পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত ‘বাংলা নববর্ষ’ প্রবন্ধ নীরবে ও সরবে পাঠ করা।**

শিক্ষক পাঠ্যবই থেকে ‘বাংলা নববর্ষ’ প্রবন্ধটি প্রথমে ৫ মিনিট সময়ের মধ্যে যতখানি পারে নীরবে পাঠ করতে বলবেন। শিক্ষক পাঠ্যবই থেকে প্রবন্ধটির কয়েক লাইন করে সবাইকে শব্দ করে পড়ার নির্দেশ দেবেন। এভাবে শিক্ষার্থীদের দিয়ে কয়েক লাইন করে করে পুরো রচনাটি পাঠ সম্পন্ন করতে হবে। শ্রেণিকক্ষের শিক্ষার্থী সংখ্যা বিবেচনায় পুরো লেখাটি একাধিকবার পাঠ হতে পারে। শিক্ষক লক্ষ রাখবেন যেন সকল শিক্ষার্থী সরবে পাঠের কাজে অংশ নিতে পারে। তবে সময় বিবেচনায় সকল শিক্ষার্থীকে সরব পাঠে অংশগ্রহণ করানো সম্ভব না হলে, যারা অংশগ্রহণ করতে পারেনি তাদেরকে পরবর্তী পাঠে সুযোগ দেবেন এবং তা জানিয়ে রাখবেন। পাঠ শুরুর আগেই শিক্ষক নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করবেন:

- ‘বাংলা নববর্ষ’ প্রবন্ধটি প্রথমে নীরবে পড়ো। এজন্য সময় ৫ মিনিট। পুরো প্রবন্ধ এ সময়ের মধ্যে পড়া শেষ করতে না পারলেও সমস্যা নেই।
- এরপর ক্লাসের সব শিক্ষার্থী নিজেদের জায়গায় থেকেই ‘বাংলা নববর্ষ’ প্রবন্ধটি ৩ লাইন করে ক্রমান্বয়ে পড়বে। তোমার পাশের বন্ধুটি যে লাইনে এসে পাঠ শেষ করবে তুমি তার পরের লাইন থেকে শুরু করে আরো ৩ লাইন পড়বে।
- জোরে পড়ার চেষ্টা করবে যেন ক্লাসের সবাই তোমার কথা শুনতে পায়।
- এক্ষেত্রে শব্দের প্রমিত উচ্চারণ হচ্ছে কি না, তা একজন পড়ার সময়ে অন্যরা খেয়াল করবে। কোনো মতামত থাকলে তা জানাবে।
- কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে কারো কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে তাও জানাবে। চেষ্টা করব আমরা সবাই যেন সরব পাঠে অংশ নেই, তাই প্রবন্ধটি কয়েকবার করে আমরা পাঠ করতে পারি।

সরব পাঠের সময়ে শিক্ষার্থীদের প্রমিত উচ্চারণের দিকে শিক্ষক লক্ষ রাখবেন, কোনো উচ্চারণ সঠিক না হলে পুনরায় বলতে বলবেন এবং প্রয়োজন হলে সঠিক উচ্চারণটি বলে দেবেন। শিক্ষার্থীদের জানিয়ে রাখবেন যে পাঠের কোনো শব্দের অর্থ বুঝতে সমস্যা হলে সেগুলো চিহ্নিত করে রাখতে। লেখাটিতে যেসব নতুন শব্দ তারা খুঁজে পাবে সেগুলো পাঠ্যবইয়ের 'শব্দের অর্থ' অংশ থেকে পড়তে বলবেন। 'শব্দের অর্থ' অংশে প্রদত্ত শব্দের অর্থের বাইরে আরও কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা আছে কি না জানতে চাইবেন এবং সেগুলোর অর্থ বুঝতে তাদের সাহায্য করবেন।

সেশন: ২-৩

- **প্রশ্ন করা ও উত্তর খোঁজার মাধ্যমে 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের বিষয় ও মূলভাব নিয়ে আলোচনা এবং নিজের ভাষায় লেখা।**

১ম ধাপ

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৫/৬টি দলে ভাগ করে দেবেন। এরপর 'প্রবন্ধ বুঝি' অনুশীলনী অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধের বিষয় ও মূলভাব দলে আলোচনা করে এর উপর কয়েকটি প্রশ্ন তৈরি করবে। এ কাজের জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এ সময়ে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন তৈরির সুবিধার জন্য শিক্ষক নিচে দেওয়া নমুনা প্রশ্ন থেকে দু-একটি ধারণা দিতে পারেন:

নমুনা প্রশ্ন ও উত্তর ('বাংলা নববর্ষ')

প্রশ্ন	উত্তর
ক) বাংলা নববর্ষ কোন মাসের কোন তারিখে উদযাপন করা হয়?	বাংলা সনের বৈশাখ মাসের পয়লা তারিখে বাংলা নববর্ষ উদ্যাপন করা হয়
খ) পাকিস্তানি আমলে বাংলা নববর্ষ পালন করতে দেওয়া হয়নি কেন?	পাকিস্তানি আদর্শের পরিপন্থী বলে সে আমলে বাংলা নববর্ষ পালন করতে দেওয়া হয়নি।
গ) বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাসে ১৯৫৪ সাল গুরুত্বপূর্ণ কেন?	১৯৫৪ সালে পূর্ববাংলার যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক বাংলা নববর্ষে ছুটি ঘোষণা করেন এবং দেশবাসীকে নববর্ষের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। সেটা ছিল বাঙালির এক তাৎপর্যপূর্ণ বিজয়ের দিন। তাই বাঙালি সংস্কৃতির ইতিহাসে ১৯৫৪ সাল এত গুরুত্বপূর্ণ।
ঘ) নববর্ষ উদ্‌যাপনে ছায়ানটের ভূমিকা কী ছিল?	পাকিস্তানি আমলে সরকারিভাবে বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপিত হয়নি; কিন্তু বেসরকারিভাবে উদ্‌যাপিত হয়েছে প্রবল আগ্রহ ও গভীরতর উৎসাহ-উদ্দীপনায়। এর মধ্যে সবচেয়ে সুসংগঠিত এবং সুপরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করে সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছায়ানট। ১৯৬৭ সাল থেকে রমনার বটমূলে ছায়ানট নববর্ষের উৎসব শুরু করে।
ঙ) ঢাকার নববর্ষ উৎসবের দ্বিতীয় আকর্ষণ কী এবং কেন?	ঢাকার নববর্ষ উৎসবের দ্বিতীয় প্রধান আকর্ষণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের ছাত্রছাত্রীদের বর্ণাঢ্য মঙ্গল শোভাযাত্রা। এই শোভাযাত্রায় মুখোশ, কার্টুনসহ যেসব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতীকধর্মী চিত্র বহন করা হয় তাতে আবহমান বাঙালিত্বের পরিচয় এবং সমকালীন সমাজ-রাজনীতির সমালোচনাও থাকে।

প্রশ্ন	উত্তর
চ) নববর্ষে পুন্যাহ অনুষ্ঠান কী?	বাংলা সন চালু হওয়ার পর নববর্ষ উদ্‌যাপনে নানা আনুষ্ঠানিকতা যুক্ত হয়। নবাব এবং জমিদারেরা চালু করেন 'পুণ্যাহ' অনুষ্ঠান। পয়লা বৈশাখে প্রজারা নবাব বা জমিদারবাড়িতে আমন্ত্রিত হতেন, তাদের মিষ্টিমুখ করানো হতো। পান-সুপারিরও আয়োজন থাকত। তবে তার মূল উদ্দেশ্য ছিল খাজনা আদায়। মুর্শিদাবাদের নবাবেরা এ অনুষ্ঠান করতেন। বাংলার জমিদারেরাও করতেন এ অনুষ্ঠান। জমিদারি উঠে যাওয়ায় তা এখন লুপ্ত হয়েছে।
ছ) নববর্ষে বৈশাখী মেলায় কী কী বিনোদনের ব্যবস্থা ছিল?	বৈশাখী মেলায় বিভিন্ন বিনোদনমূলক ব্যবস্থার মধ্যে ছিল কবিগান, কীর্তন, যাত্রা, গম্ভীরা গান, পুতুল নাচ, নাগরদোলাসহ নানা আনন্দ-আয়োজন।
জ) বৈসাবি উৎসব কী ?	পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি এলাকায়ও নববর্ষের উৎসব হয়। নানা আনন্দময় ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্য দিয়ে তারা বৈসুব, সাংগ্রাই ও বিজু তিনটিকে একত্র করে 'বৈসাবি' নামে উৎসব করে।
ঝ) নববর্ষ আমাদের জীবনে এত গুরুত্বপূর্ণ কেন?	নববর্ষ সকল দেশের, সকল জাতির আনন্দ উৎসবের দিন। শুধু আনন্দ উচ্ছ্বাস নয়, সকল মানুষের জন্য কল্যাণ কামনারও দিন। আমরাও সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি ও কল্যাণের প্রত্যাশা নিয়ে মহা ধুমধামের সঙ্গে আমাদের নববর্ষ উৎসব উদ্যাপন করি। একে অন্যকে বলি, শুভ নববর্ষ। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বাংলা নববর্ষ আমাদের জীবনের এক মহামিলনের দিন। তাই নববর্ষ আমাদের জীবনে এত গুরুত্বপূর্ণ

প্রশ্ন তৈরির কাজ শেষ হলে এক দল অন্য দলকে প্রশ্ন করবে। অন্য দল সেই উত্তর দেবে। প্রতি দল যাতে অন্তত একটি করে প্রশ্ন করতে পারে শিক্ষক তা নিশ্চিত করবেন। এক্ষেত্রে একই প্রশ্ন যেন বার বার না আসে, শিক্ষার্থীদের সে ব্যাপারে জানিয়ে রাখবেন।

২য় ধাপ

প্রশ্ন-উত্তরের ভিত্তিতে প্রবন্ধটি নিয়ে আলোচনা শেষে দু-এক জন শিক্ষার্থীকে প্রবন্ধের মূলভাব বা মূলকথা সম্পর্কে তার মতামত বলতে বলবেন। এরপর সবাইকে নিজের নিজের মতো খাতায় কিংবা বইয়ের 'বুঝে লিখি' অনুশীলনীর খালি জায়গায় মূলকথা লিখতে দেবেন। লেখার জন্য সময় রাখবেন ২০ মিনিট। নির্দিষ্ট সময় শেষে যে কোনো একজন শিক্ষার্থীকে তার লেখাটি উপস্থাপন করতে বলবেন ও অন্যদের তা শোনার নির্দেশনা দেবেন। শিক্ষার্থীটির উপস্থাপনা নিয়ে অন্য শিক্ষার্থীদের কোনো মতামত থাকলে তা হাত তুলে জানাতে বলবেন। একইভাবে আরো কয়েকজন শিক্ষার্থীকে তাদের লেখাটি উপস্থাপন করার এবং অন্যদের তা নিয়ে মতামত প্রদানের ব্যাপারে উৎসাহিত করবেন। এই কাজের মূল লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীরা যেন নিজেদের ভাষায় প্রবন্ধের বিষয়বস্তু, মূলভাব ও লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি চিহ্নিত করতে পারা এবং তা প্রকাশ করতে পারে।

সেশন: ৪

■ প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করা।

এই সেশনে শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের 'প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য খুঁজি' ছক অনুযায়ী দলীয় আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য খোঁজার কাজ দেবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দেবেন। দলে বসে শিক্ষার্থীরা আলোচনা করে ছড়ার বৈশিষ্ট্যগুলো ছকের হ্যাঁ বা না ঘরে টিক চিহ্ন দিয়ে নির্ধারণ করে রাখবে । দলগত কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেবেন। শিক্ষক লক্ষ রাখবেন যেন শ্রেণিকক্ষের প্রত্যেক শিক্ষার্থী দলগত কাজে অংশগ্রহণ করে। দলগত কাজ শেষ হয়ে গেলে যে কোনো একটি দল থেকে একজন বা দুইজন শিক্ষার্থী উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনার অন্য দলের শিক্ষার্থীদের এ ব্যাপারে ভিন্ন মত থাকলে বা তাদের উত্তরের সাথে না মিললে হাত তুলে পরে জানাতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা শেষে নমুনা উত্তরের আলোকে তাদের সাথে আলোচনা করবেন।

আলোচনা শেষে পাঠ্যবইয়ের 'প্রবন্ধ কী' অনুচ্ছেদটি শিক্ষার্থীদের নীরবে পড়তে বলবেন। 'প্রবন্ধ কী' অনুচ্ছেদ নিয়ে শিক্ষার্থীদের কোনো জিজ্ঞাসা বা ভিন্নমত থাকলে শিক্ষক তা নিয়েও আলোচনা করবেন। অর্থাৎ, প্রবন্ধ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যেন একটি কার্যকর ধারণা লাভ করে তা শিক্ষক নিশ্চিত করার চেষ্টা করবেন।

নমুনা উত্তর: প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য খুঁজি

ক্রম	প্রশ্ন	হ্যাঁ	না
১	লাইনের শেষে কি মিল-শব্দ আছে?		✓
২	পড়ার সময়ে কি তাল রক্ষা করতে হয়?		✓
৩	লাইনগুলোতে শব্দসংখ্যা কি সমান?		✓
৪	সুর করে গাওয়া হয় কি?		✓
৫	এটি কি পদ্য-ভাষায় লেখা?		✓
৬	এটি কি গদ্য-ভাষায় লেখা?	✓	
৭	এখানে কোনো কাহিনি পাওয়া যায়?		✓
৮	এখানে কোনো চরিত্র আছে কি?		✓
৯	এখানে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে কি না?	✓	
১০	এটি একাধিক অনুচ্ছেদে ভাগ করা কি না?	✓	
১১	এর মধ্যে কোনো সংলাপ আছে কি না?		✓
১২	এটি অভিনয় করা যায় কি না?		✓

সেশন: ৫-৬

- **দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে যে কোনো বিষয়ে প্রবন্ধ প্রস্তুত করা**
- **প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য-অনুযায়ী নিজের লেখা যাচাই করা।**

শিক্ষক একক কাজ হিসেবে শিক্ষার্থীদের একটি প্রবন্ধ লিখতে দেবেন। প্রবন্ধ লেখার প্রাথমিক কাজটি তারা ক্লাসে বসে করতে পারে বা বাড়ি থেকেও করে নিয়ে আসতে পারবে। শিক্ষার্থীরা এককভাবে যে কোনো বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লেখার চেষ্টা করবে। এ কাজ করার জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এ সময়ে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- নিজে নিজে প্রবন্ধ লেখার জন্য তোমাদের সময় ২০ মিনিট। (প্রয়োজন হলে শিক্ষক পুরো একটি ক্লাস প্রবন্ধ লেখার জন্য বরাদ্ধ করতে পারেন এবং পরবর্তী ক্লাসে উপস্থাপনার কাজ করতে পারেন)
- তোমরা নিজেদের মতো করে যা মনে হয় তা নিয়ে প্রবন্ধ লিখবে। এবার তোমরা নতুন করে একটি প্রবন্ধ লিখতে পারো বা পূর্বের লেখা কোনো প্রবন্ধ থেকে থাকলে সেটিও পরিমার্জন করতে পারো।
- যে কোনো বিষয়ের উপর নিজেরা এই প্রবন্ধ লিখতে পারো।
- প্রবন্ধটি এক পৃষ্ঠা বা সর্বোচ্চ দুই পৃষ্ঠার মধ্যে লিখতে হবে। চাইলে তোমরা পাঠ্যবইয়ের 'প্রবন্ধ লিখি' অংশের ফাঁকা জায়গায় প্রবন্ধটি লিখতে পারো।
- লেখা শেষে পাঠ্যবইয়ের 'যাচাই করি' অনুশীলনী অনুযায়ী তোমার লেখা প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য খাতায় বা বইয়ের ফাঁকা স্থানে লিখবে।

লেখা শেষ হলে শিক্ষার্থীরা ছোটো ছোটো দলে একে অপরের সাথে নিজেদের লেখা প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করবে, নিজের প্রবন্ধ অন্যকে পড়ে শোনাবে, পড়তে দেবে এবং অন্যদের লেখা প্রবন্ধ সম্পর্কে মতামত দেবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন, তাদের জানিয়ে রাখবেন কোথাও বুঝতে না পারলে তাকে জানাতে এবং সে-অনুযায়ী তিনি সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের কাজের সুবিধার্থে শিক্ষক নিচের নির্দেশনাগুলো দেবেন:

- লেখা শেষ হলে ছোটো দলে নিজেদের লেখা প্রবন্ধ দলের সবাইকে পড়ে শোনাবে বা দেখাবে এবং অন্যদের প্রস্তুত করা প্রবন্ধ সম্পর্কে মতামত দেবে। এভাবে প্রত্যেকেই নিজের লেখাটিতে প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য কতটুকু এসেছে সে-ব্যাপারে অন্যদের মতামত নেবে এবং মতামত গ্রহণ শেষে চাইলে লেখাটি পরিমার্জন করতে পারবে।
- দলের সদ্যদের লেখাটি নিয়ে মতামত দেওয়ার সময়ে যা বিষয়গুলো লক্ষ রাখবে তা হলো: এতে কাহিনি, চরিত্র, সংলাপ ইত্যাদি আছে কি না, গদ্য ভাষায় লেখা হয়েছে কি না, অনুচ্ছেদ আছে কি না ইত্যাদি।
- দলে আলোচনা শেষে প্রতি দল থেকে কয়েকজন করে নিজেদের লেখা প্রবন্ধ আমরা পড়ে শোনাব। (সময় বিবেচনায় শিক্ষক চেষ্টা করবেন যেন প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজেদের লেখা প্রবন্ধ অংশবিশেষ হলেও উপস্থাপন করে)
- উপস্থাপনার পর অন্য শিক্ষার্থীরা সংক্ষেপে তাদের মতামত প্রদান করতে পারবে।
- নিজেদের লেখা প্রবন্ধটি চূড়ান্ত করে ক্লাসের দেয়ালে টাঙাবে যেন সবাই পড়তে পারে।

এ-পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের লেখা প্রবন্ধ নিয়ে শিক্ষক তার মতামত দিতে পারবেন। একইসাথে উপস্থাপনা শেষে লেখাগুলো কয়েকদিনের জন্য শ্রেণিকক্ষের দেয়ালে টাঙিয়ে রেখে প্রদর্শনের ব্যবস্থা রাখতে হবে ।
নোট: শিক্ষক 'বাংলা নববর্ষ' প্রবন্ধ থেকে নির্দিষ্ট কিছু ঘটনা, স্থান বা উপকরণ বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করে এ-সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের তথ্য সংগ্রহ করে আলোচনার মাধ্যমে প্রবন্ধ প্রস্তুত করতে বলতে পারেন। বিষয়গুলো হতে পারে: পাকিস্তান আমল, পূর্ববাংলা, যুক্তফ্রন্ট সরকার, ছায়ানট, রমনা বটমূল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মঙ্গল শোভাযাত্রা, সম্রাট আকবর, হিজরি সন, পুণ্যাহ, জমিদারি প্রথা, হালখাতা, বৈশাখী মেলা, মহামুনির বৌদ্ধপূর্ণিমা মেলা, নেকমরদের মেলা, কবিগান, কীর্তন, যাত্রা, গম্ভীরা গান, পুতুল নাচ, জব্বারের বলী খেলা, বৈসাবি, রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলসংগীত, লোকসংগীত ইত্যাদি। এক্ষেত্রে একাধিক শিক্ষার্থী একই বিষয়ের উপর প্রবন্ধ লিখতে পারে। তবে শিক্ষার্থীরা যদি অন্য যে কোনো বিষয় নিয়ে প্রবন্ধ লিখতে চায় সে-ব্যাপারেও শিক্ষক উৎসাহ দেবেন। অন্য বিষয়গুলো হতে পারে: ক্রিকেট খেলা, আমার গ্রাম, বাংলাদেশের ফল/ফুল/গাছপালা, জাতীয় পশু, বিশুদ্ধ খাবার পানি, খেলাধুলা ও শারীরিক সুস্থতা, বন্ধুত্ব ইত্যাদি।

মনে রাখবেন: সকল শিক্ষার্থীর জন্য প্রবন্ধ লেখার কাজটি সহজ হবে না। একইসাথে যারা লিখবে, সাহিত্যমান বিবেচনায় তা ভালো রচনা নাও হতে পারে। শিক্ষার্থীদের নিজে নিজে প্রবন্ধ লিখতে দেওয়ার উদ্দেশ্য-নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে যে কোনো ঘটনা/পর্যবেক্ষণ/অনুভূতি/বিষয়কে প্রবন্ধের আকারে লেখার হাতেখড়ি দেওয়া। তারা যেন নিজে থেকে প্রবন্ধ লেখার চেষ্টা করে এবং চেষ্টা করতে গিয়ে হতাশ না হয়ে পড়ে সেটিই এ কাজের মূল লক্ষ্য। তাই, এ কাজের নির্দেশনা প্রদানের সময়ে শিক্ষার্থীদের বয়স, আগ্রহ ও চাহিদা, পারিপার্শ্বিক সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনায় রাখবেন। তারা যে ধরনের লেখাই তৈরি করুক না কেন, তাদের উৎসাহ দেবেন। যদি এমনটি ঘটে, যেখানে একজন শিক্ষার্থী চেষ্টা করার পরেও কিছুই প্রস্তুত করতে পারেনি, তবে চেষ্টা করার জন্যই তাকে মূল্যায়ন করবেন। একইসাথে সে যেন নিজে থেকে লেখার চেষ্টা অব্যাহত রাখে, সে ব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে দেবেন। তিনি তার অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করবেন, তবে তাদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করা ও প্রকাশ করার সুযোগ যেন ব্যাহত না হয়।

৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা-১৯: নাটক

এই শিখন-অভিজ্ঞতায় এমন কিছু কার্যক্রম পরিকল্পনা করা হয়েছে যেন শিক্ষার্থীরা সাহিত্যের নমুনা হিসেবে নাটকের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারে, নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সঙ্গে নাটকের সম্পর্ক তৈরি করতে, নাটক পড়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করতে পারে এবং এই অভিজ্ঞতার প্রতিফলন হিসেবে নিজেরা নাটক অভিনয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারে।

কৌশল : একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, বিশ্লেষণ, তথ্য অনুসন্ধান, উপস্থাপনা, অভিনয়।

সেশন সংখ্যা : ৭

উপকরণ : বাংলা বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ (‘সেই ছেলেটি’ নাটক); সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী।

কার্যক্রম:

- পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত ‘সেই ছেলেটি’ নাটক নীরবে পাঠ করা
- পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত ‘সেই ছেলেটি’ নাটকের বিষয়, চরিত্রায়নও মূলভাব চিহ্নিত করে নিজের ভাষায় উপস্থাপন করা
- ‘সেই ছেলেটি’ নাটকের সাথে নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সম্পর্ক তৈরি করা
- নাটকের বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করা।
- সংলাপ নির্ভর কথোপকথন প্রস্তুত করা।
- অভিনয়ের মাধ্যমে ‘সেই ছেলেটি’ নাটক উপস্থাপন করা

সেশন: ১ -২

- **পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত ‘সেই ছেলেটি’ নাটক নীরবে পাঠ করা**
- **পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত ‘সেই ছেলেটি’ নাটকের বিষয়, চরিত্রায়ন ও মূলভাব চিহ্নিত করে নিজের ভাষায় উপস্থাপন করা**

১ম ধাপ

শিক্ষক পাঠ্যবই থেকে ‘সেই ছেলেটি’ নাটকটি প্রত্যেককে নীরবে পাঠ করতে বলবেন। এ কাজের জন্য তাদের ১৫-২০ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দেবেন। শিক্ষার্থীদের জানিয়ে রাখবেন যে পাঠের কোনো শব্দের অর্থ বুঝতে সমস্যা হলে সেগুলো চিহ্নিত করে রাখতে। লেখাটিতে যেসব নতুন শব্দ তারা খুঁজে পাবে, সেগুলো পাঠ্যবইয়ের ‘শব্দের অর্থ’ অংশ থেকে পড়তে বলবেন। ‘শব্দের অর্থ’ অংশের বাইরে আরও কোনো শব্দের অর্থ নিয়ে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা আছে কি না জানতে চাইবেন এবং সেগুলোর অর্থ বুঝতে তাদের সাহায্য করবেন।

২য় ধাপ

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ৫/৬টি দলে ভাগ করে দেবেন। এরপর ‘নাটক বুঝি’ অনুশীলনী অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা ‘সেই ছেলেটি’ নাটকের বিষয়, চরিত্র ও মূলভাব দলে আলোচনা করে এর উপর কয়েকটি প্রশ্ন তৈরি করবে। এ কাজের জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এ সময়ে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন তৈরির সুবিধার জন্য শিক্ষক নিচে দেওয়া নমুনা প্রশ্ন থেকে দু-একটি ধারণা দিতে পারেন:

নমুনা প্রশ্ন ও উত্তর ('সেই ছেলেটি')

প্রশ্ন	উত্তর
ক) 'সেই ছেলেটি' নাটকের ঘটনাটি শহরের নাকি গ্রামের?	সেই ছেলেটি' নাটকের ঘটনাটি গ্রামের।
খ) স্কুলের যাওয়ার পথে সঙ্গীরা আরজুকে ফেলে যায় কেন?	আরজুর পায়ে ব্যথা বলে সে বসে পড়ে, আর দেরি হয়ে যাচ্ছে বলে ক্লাসে যোগ দিতে সবাই আরজুকে ফেলে চলে যায়। কেননা আরজুর জন্য রোজ রোজ ওদের দেরি হয় এবং বকুনি খেতে হয়
গ) আইসক্রিমওয়ালার সঙ্গে আরজুর কী নিয়ে কথা হয়?	স্কুলে যাওয়া ও আইসক্রিমওয়ালার স্কুল ফাঁকি দেওয়া নিয়ে। আর কথা হয় আইসক্রিম বিক্রি নিয়ে।
ঘ) হাওয়াই মিঠাইকে কীসের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে?	হাওয়াই মিঠাইকে মেঘের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।
ঙ) আরজুর পা ব্যথার কারণ কী?	ছোটোবেলায় আরজুর অসুখ হয়ে ছিল, তখন থেকে পাগুলো চিকন হয়ে আছে। কিছু পথ হাঁটলে অবশ মনে হয়।
চ) পাখি ও মেঘের কাছে আরজু কী আবদার করেছিল?	পাখি ও মেঘের কাছে আরজু আবদার করেছিল তারা যেন তাকে স্কুলে পৌঁছে দেয়।
ছ) কখন আরজুর সঙ্গীদের ভুল ভাঙলো?	যখন ওরা জানতে পারল আরজুর পাদুটো চিকন, আর সে একটা রোগে ভুগছে।
জ) এই নাটকে লতিফ স্যার গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র কেন?	লতিফ স্যারের মাধ্যমেই আরজুর সঙ্গীদের এতদিনের ভুল ভাঙে; তারা জানতে পারে তাদের বন্ধু আরজু রোগে ভুগছে। এছাড়া তিনি আরজুর চিকিৎসার উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।

প্রশ্ন তৈরির কাজ শেষ হলে এক দল অন্য দলকে প্রশ্ন করবে। অন্য দল সেই উত্তর দেবে। প্রতি দল যাতে অন্তত একটি করে প্রশ্ন করতে পারে শিক্ষক তা নিশ্চিত করবেন। এক্ষেত্রে একই প্রশ্ন যেন বার বার না আসে, শিক্ষার্থীদের সে ব্যাপারে জানিয়ে রাখবেন।

৩য় ধাপ

প্রশ্ন-উত্তরের ভিত্তিতে প্রবন্ধটি নিয়ে আলোচনা শেষে দু-এক জন শিক্ষার্থীকে নাটকের মূলভাব বা মূলকথা সম্পর্কে তার মতামত বলতে বলবেন। এরপর সবাইকে নিজের নিজের মতো খাতায় কিংবা বইয়ের 'বুঝে লিখি' অনুশীলনীর খালি জায়গায় মূলকথা লিখতে দেবেন। লেখার জন্য সময় রাখবেন ২০ মিনিট। নির্দিষ্ট সময় শেষে যে কোনো একজন শিক্ষার্থীকে তার লেখাটি উপস্থাপন করতে বলবেন ও অন্যদের তা শোনার নির্দেশনা দেবেন। শিক্ষার্থীটির উপস্থাপনা নিয়ে অন্য শিক্ষার্থীদের কোনো মতামত থাকলে তা হাত তুলে জানাতে বলবেন। একইভাবে আরো কয়েকজন শিক্ষার্থীকে তাদের লেখাটি উপস্থাপন করার এবং অন্যদের তা নিয়ে মতামত প্রদানের ব্যাপারে উৎসাহিত করবেন। এই কাজের মূল লক্ষ্য হলো, শিক্ষার্থীরা যেন নিজেদের ভাষায় নাটকের বিষয়বস্তু, মূলভাব ও নাট্যকারের দৃষ্টিভঙ্গি চিহ্নিত করতে পারা এবং তা প্রকাশ করতে পারে।

সেশন: ৩

- **'সেই ছেলেটি' নাটকের সাথে নিজের জীবন ও পরিপার্শ্বের সম্পর্ক তৈরি করা।**

শিক্ষক 'জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি' অনুশীলনী অনুযায়ী 'সেই ছেলেটি' নাটকের সাথে শিক্ষার্থীদের জীবনের বা চারপাশের কোনো ঘটনার মিল আছে কি না, তা জানতে চাইবেন ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিচের প্রশ্নগুলো করতে পারেন:

- 'সেই ছেলেটি' নাটকের আরজুর মতো এমন কাউকে কি দেখেছ যার পা অস্বাভাবিক ধরনের চিকন?
- তুমি কি কখনো স্কুল ফাঁকি দিয়েছ? কেন দিয়েছ বা কেন নয়?
- তোমার কি স্কুল ফাঁকি দিতে ইচ্ছে করে? এমন ইচ্ছে কেন হয়?
- বন্ধুদের সাথে একসাথে স্কুলে আসার পথে বা স্কুল থেকে ফেরার সময়ে কখনো কি কেউ তোমাকে ফেলে চলে গিয়েছিল? এমন অভিজ্ঞতা হলে তোমার কেমন লেগেছিল? তোমার সাথে যদি এমন ঘটে তোমার কেমন লাগবে?
- যে ধরনের অসুখে অসুস্থ্যতার ধরন সাথে সাথে বোঝা যায় না সেক্ষেত্রে কী করা উচিত?

এরপর শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একক কাজ দেবেন। শিক্ষার্থীরা নাটকের সাথে নিজের জীবনের বা চারপাশের কোনো ঘটনার মিল আছে কি না তা পাঠ্যবইয়ের 'জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজি' অংশের খালি জায়গায় লিখবে। একক কাজ সম্পন্ন হলে ছোটো দলে ভাগ হয়ে নিজেদের লেখা সবাইকে পড়ে শোনাবে বা দেখাবে এবং অন্যদের প্রস্তুত করা লেখা সম্পর্কে মতামত দেবে। এভাবে প্রত্যেকেই নিজেদের লেখার উপর অন্যদের মতামত নেবে এবং মতামত গ্রহণ শেষে চাইলে লেখাটি পরিমার্জন করতে পারবে। এ কাজ করার জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এ সময়ে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন।

কাজ শেষে প্রতি দল থেকে অন্তত একজন শিক্ষার্থীকে তার নিজের ও দলের অন্যদের কাজ সম্পর্কে উপস্থাপন করতে বলবেন উপস্থাপন শেষে অন্য শিক্ষার্থীরা তার মতামতের সাথে কতটুকু একমত এ-ব্যাপারে শিক্ষক জানতে চাইবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন, নিজের মতামত দেবেন এবং তারা নাটকের সাথে নিজের জীবনের বা চারপাশের ঘটনার মিল কতটুকু করতে পেরেছে তা সংক্ষেপে বলবেন।

সেশন: ৪

- **নাটকের বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করা।**

এই সেশনে শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের 'নাটকের বৈশিষ্ট্য খুঁজি' ছক অনুযায়ী দলীয় আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে নাটকের বৈশিষ্ট্য খোঁজার কাজ দেবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দেবেন। দলে বসে শিক্ষার্থীরা আলোচনা করে ছড়ার বৈশিষ্ট্যগুলো ছকের হ্যাঁ বা না ঘরে টিক চিহ্ন দিয়ে নির্ধারণ করে রাখবে । দলগত কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করে দেবেন। শিক্ষক লক্ষ রাখবেন যেন শ্রেণিকক্ষের প্রত্যেক শিক্ষার্থী দলগত কাজে অংশগ্রহণ করে। দলগত কাজ শেষ হয়ে গেলে যে কোনো একটি দল থেকে একজন বা দুইজন শিক্ষার্থী উপস্থাপন করবে। উপস্থাপনার অন্য দলের শিক্ষার্থীদের এ ব্যাপারে ভিন্ন মত থাকলে বা তাদের উত্তরের সাথে না মিললে হাত তুলে পরে জানাতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনা শেষে নমুনা উত্তরের আলোকে তাদের সাথে আলোচনা করবেন। আলোচনা শেষে পাঠ্যবইয়ের 'নাটক কী' অনুচ্ছেদটি শিক্ষার্থীদের নীরবে পড়তে বলবেন। 'নাটক কী' অনুচ্ছেদ নিয়ে শিক্ষার্থীদের কোনো জিজ্ঞাসা বা ভিন্নমত থাকলে শিক্ষক তা নিয়েও আলোচনা করবেন। অর্থাৎ, নাটক সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা যেন একটি কার্যকর ধারণা লাভ করে তা শিক্ষক নিশ্চিত করার চেষ্টা করবেন।

নমুনা উত্তর: নাটকের বৈশিষ্ট্য খুঁজি

ক্রম	প্রশ্ন	হ্যাঁ	না
১	লাইনের শেষে কি মিল-শব্দ আছে?		✓
২	পড়ার সময়ে কি তাল রক্ষা করতে হয়?		✓
৩	লাইনগুলোতে শব্দসংখ্যা কি সমান?		✓
৪	সুর করে গাওয়া হয় কি?		✓
৫	এটি কি পদ্য-ভাষায় লেখা?		✓
৬	এটি কি গদ্য-ভাষায় লেখা?	✓	
৭	এখানে কোনো কাহিনি পাওয়া যায়?	✓	
৮	এখানে কোনো চরিত্র আছে কি?	✓	
৯	এখানে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে কি না?		✓
১০	এটি একাধিক অনুচ্ছেদে ভাগ করা কি না?		✓
১১	এর মধ্যে কোনো সংলাপ আছে কি না?	✓	
১২	এটি অভিনয় করা যায় কি না?	✓	

সেশন: ৫

- **সংলাপ নির্ভর কথোপকথন প্রস্তুত করা।**

'সংলাপ লিখি' অনুশীলনী অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে এক থেকে সর্বোচ্চ দুই পৃষ্ঠার মধ্যে যে কোনো বিষয়ে দুটি চরিত্রের মধ্যে সংলাপ নির্ভর কথোপকথন প্রস্তুত করতে বলবেন। এ কাজের জন্য শিক্ষক ১৫ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এরপর ছোটো দলে শিক্ষার্থীরা একে অপরের সাথে নিজেদের কাজ শেয়ার করবে এবং নিজেরাই মূল্যায়ন করবে সংলাপগুলো বিষয়ের সাথে কতটা প্রাসঙ্গিক হয়েছে। কাজ শুরুর পূর্বে শিক্ষক নিচের নির্দেশনাগুলো উল্লেখ করতে পারেন:

- 'সেই ছেলেটি' নাটকে যেমন একাধিক চরিত্রের মধ্যে সংলাপের মাধ্যমে আমরা কথোপকথন দেখেছি, অনুরূপভাবে যে কোনো বিষয়ে দুটি চরিত্রের মধ্যে সংলাপ নির্ভর লেখা প্রস্তুত করো।

- এক থেকে সর্বোচ্চ দুই পৃষ্ঠার মধ্যে লেখাটি শেষ করবে এবং এ কাজের জন্য প্রত্যেকে সময় পাবে ১৫ মিনিট।
- লেখা শেষ হলে দলে নিজেদের লেখা শেয়ার করবে। নিজের লেখা দলের সকলকে পড়ে শোনাবে বা দেখাবে এবং অন্যরা তার উপর নিজেদের মতামত দেবে। এভাবে প্রত্যেকেই নিজেদের লেখার উপর অন্যদের মতামত নেবে এবং মতামত গ্রহণ শেষে চাইলে লেখাটি পরিমার্জন করতে পারবে।

কোনো জিজ্ঞাসা বা ভিন্নমত থাকলে আমাকে জানাবে এবং পরিমার্জন শেষে লেখাটি আমার কাছে জমা দেবে।

শিক্ষক ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখবেন, নমুনা উত্তরের আলোকে প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন, ও শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করার সংলাপ নিয়ে মতামত দেবেন।

সেশন: ৬-৭

- **অভিনয়ের মাধ্যমে 'সেই ছেলেটি' নাটক উপস্থাপন করা।**

শিক্ষার্থীদের কয়েকটি ছোটো দলে বিভক্ত করবেন এবং লটারির মাধ্যমে 'সেই ছেলেটি' নাটকের একটি করে দৃশ্য প্রতি দলকে ভাগ করে দেবেন। ক্লাসে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বিবেচনায় একাধিক দল একই দৃশ্য পেতে পারে। এরপর শিক্ষক প্রতি দলকে লটারির মাধ্যমে প্রাপ্ত দৃশ্যটি অভিনয় করে উপস্থাপন করতে বলবেন। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই ঠিক করবে কে কোন চরিত্রের ভূমিকায় অভিনয় করবে। তারা বই দেখে কিংবা না দেখে সংলাপ বলতে পারবে। শিক্ষার্থীরা যেন নাটকের চরিত্র, বাক্যের ধরন, এবং পরিস্থিতি-অনুযায়ী সংলাপ উচ্চারণ করে সে ব্যাপারে উৎসাহ দেবেন। শিক্ষক লক্ষ রাখবেন যেন শ্রেণির অনেক শিক্ষার্থী এ কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। তাই শ্রেণিকক্ষে নাটকটি একাধিক বার অভিনীত হতে পারে।
এরপর অভিনয়ের মাধ্যমে সংলাপ পাঠ করার জন্য সকল দলকে প্রস্তুতিমূলক কিছু সময় নির্ধারণ করে দেবেন। একইসাথে নিচের নির্দেশনাগুলো দেবেন:

- সংলাপ যথাযথভাবে উচ্চারণ করার চেষ্টা করতে হবে।
- এমনভাবে সংলাপ বলতে হবে যাতে সবাই শুনতে পায়।
- চেষ্টা করবে চরিত্র-অনুযায়ী সংলাপ পাঠে বৈচিত্র্য আনতে।

মনে রাখবেন: শিক্ষার্থীরা অভিনয়ের মাধ্যমে নাটক উপস্থাপনের কাজটি ভালোভাবে করতে পারবে, তা নাও হতে পারে। শিক্ষার্থীদের অভিনয়ের মাধ্যমে নাটক উপস্থাপন করতে দেওয়ার উদ্দেশ্য- সংলাপ ও চরিত্র অনুযায়ী অভিনয়ের মাধ্যমে কাহিনি উপস্থাপন করতে পারা। তারা যেন আনন্দ পায় এবং নিজেদের অভিনয় দেখে নিজেরাই উৎসাহী হয়, সেটিও এ কাজের লক্ষ্য। শিক্ষক তাঁর অভিজ্ঞতা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহযোগিতা করবেন, তবে তাদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করা ও প্রকাশ করার সুযোগ যেন ব্যাহত না হয়।

৭ম পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা-২০: সাহিত্যের নানা রূপ

এই শিখন-অভিজ্ঞতায় এমন কিছু কার্যক্রম পরিকল্পনা করা হয়েছে যেন শিক্ষার্থীরা সাহিত্যের নমুনা হিসেবে বিভিন্ন ধরনের রচনার বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারে, এদের মধ্যে মিল-অমিল শনাক্ত করতে পারে এবং এই অভিজ্ঞতার প্রতিফলন হিসেবে সাহিত্যের বিভিন্ন রূপ নিয়ে নিজেদের মতামত উপস্থাপন করতে পারে।

কৌশল : দলীয় কাজ, উপস্থাপনা, প্রশ্নোত্তর, একক কাজ।

সেশন সংখ্যা : ৩

উপকরণ : বাংলা বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায় ৭ম পরিচ্ছেদ ('সাহিত্যের নানা রূপ'); সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী; দেয়াল পত্রিকা প্রস্তুত করার জন্য কাগজ, আঠা ইত্যাদি।

কার্যক্রম:

- সাহিত্যের বিভিন্ন রূপের বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করা, মিল ও পার্থক্য করা
- কবিতা, ছড়া, গান, গল্প, প্রবন্ধ, নাটকের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রস্তুত করা
- কবিতা, ছড়া, গান, গল্প, প্রবন্ধ, নাটকের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা নিয়ে দেয়াল পত্রিকা তৈরি করা

সেশন: ১

- **সাহিত্যের বিভিন্ন রূপের বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করা, মিল ও পার্থক্য করতে পারা।**

এই সেশনের শুরুতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একক কাজ দেবেন। একক কাজের পূর্বে তিনি শিক্ষার্থীদের জানাবেন যে কবিতা, ছড়া, গান, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক - এগুলো সাহিত্যের ভিন্ন ভিন্ন রূপ। প্রতিটি রূপের বৈশিষ্ট্য আলাদা। শিক্ষক এবারে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত ছকে যে বৈশিষ্ট্যটি আছে তা টিকচিহ্ন দিয়ে ছকটি পূরণ করতে বলবেন।

নমুনা উত্তর: সাহিত্যের নানা রূপের বৈশিষ্ট্য

ক্রম	বৈশিষ্ট্য	কবিতা	ছড়া	গান	গল্প	প্রবন্ধ	নাটক
১	মিলশব্দ	✓	✓	✓			
২	তাল	✓	✓	✓			
৩	নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের লাইন	✓	✓	✓			
৪	সুর			✓			
৫	পদ্য-ভাষা	✓	✓	✓			
৬	গদ্য-ভাষা				✓	✓	✓
৭	কাহিনি				✓		✓
৮	চরিত্র				✓		✓
৯	বিষয়	✓	✓	✓	✓	✓	✓
১০	অনুচ্ছেদ					✓	
১১	সংলাপ				✓		✓
১২	অভিনয়						✓

একক কাজ সম্পন্ন হলে ছোটো দলে ভাগ হয়ে সবার সাথে নিজের কাজ মিলিয়ে নেবে। এভাবে প্রত্যেক শিক্ষার্থী নিজের ছকের উপর অন্যদের মতামত নেবে এবং মতামত গ্রহণ শেষে চাইলে ছকটি পরিমার্জন করতে পারবে। এ কাজ করার জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এ সময়ে শিক্ষক ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন।

কাজ শেষে প্রতি দল থেকে অন্তত একজন শিক্ষার্থীকে তার নিজের ও দলের অন্যদের কাজ সম্পর্কে উপস্থাপন করতে বলবেন উপস্থাপন শেষে অন্য শিক্ষার্থীরা তার মতামতের সাথে কতটুকু একমত এ ব্যাপারে শিক্ষক জানতে চাইবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন, নিজের মতামত দেবেন এবং ছক পূরণের কাজটি সমাপ্ত করবেন।

মনে রাখবেন: সাহিত্যের রূপ অনুযায়ী ছকে প্রদত্ত বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকের ভিন্নমত থাকতে পারে। শিক্ষক ভিন্নমতগুলো বাতিল করে না দিয়ে জানাবেন, একই বৈশিষ্ট্য একাধিক নমুনার মধ্যে থাকতে পারে। একইসাথে কীভাবে সাহিত্যের বিভিন্ন রূপের মধ্যে পার্থক্য থাকে, তাও বলবেন।

সেশন: ২

- **কবিতা, ছড়া, গান, গল্প, প্রবন্ধ, নাটকের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সংক্ষিপ্ত পরিচিতি প্রস্তুত করা।**

শিক্ষার্থীরা পূর্বের সেশনে বের করা সাহিত্যের বিভিন্ন রূপের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কবিতা, গান, গল্প, প্রবন্ধ, নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি লিখবে। এই কাজটি তারা ছোটো দলে আলোচনার মাধ্যমে করতে পারে, একক ভাবেও করতে পারে। শিক্ষক জানিয়ে রাখবেন তারা চাইলে পাঠ্যবইয়ের পূর্বের পরিচ্ছেদগুলোতে কবিতা, গান, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক সম্পর্কে যেসব ধারণা দেওয়া হয়েছে তাও দেখে নিতে পারে।

সেশন: ৩

- **কবিতা, ছড়া, গান, গল্প, প্রবন্ধ, নাটকের বৈশিষ্ট্যের বর্ণনা নিয়ে দেয়াল পত্রিকা তৈরি করা**

সাহিত্যের রূপরীতি বোঝার বিভিন্ন পর্বে শিক্ষার্থীরা কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখেছিল। সেগুলো দিয়ে দেয়াল-পত্রিকা বানানোর জন্য শিক্ষক নির্দেশ দেবেন। শিক্ষার্থীরা এ ক্ষেত্রে কয়েকটি দলে ভাগ হবে। প্রত্যেকটি দল একটি করে দেয়াল-পত্রিকা বানাবে। শিক্ষার্থীরা চাইলে নতুন করেও কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখে দেয়াল-পত্রিকায় টাঙাতে পারে। তবে যথাসম্ভব প্রত্যেক শিক্ষার্থীর যেন একটি করে লেখা থাকে, সেই চেষ্টা করবেন। দেয়াল-পত্রিকাগুলো এমন জায়গায় রাখতে হবে, যাতে স্কুলের সব শিক্ষার্থী সেগুলো দেখতে পায়।

৭ম অধ্যায়

১ম পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা-২১: প্রশ্ন করতে শেখা

এই শিখন-অভিজ্ঞতায় এমন কিছু কার্যক্রম পরিকল্পনা করা হয়েছে যেন শিক্ষার্থীরা উপযুক্ত প্রশ্ন করে কোনো বিষয় সম্পর্কে সঠিক তথ্যসংগ্রহ করতে পারার দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

কৌশল : দলীয় কাজ, উপস্থাপনা, প্রশ্নোত্তর, একক কাজ।

সেশন সংখ্যা : ৫

উপকরণ : বাংলা বইয়ের সপ্তম অধ্যায় ১ম পরিচ্ছেদ; সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী।

কার্যক্রম:

- প্রশ্ন করা এবং জবাব খোঁজা।
- ছবি দেখে বিষয়বস্তু বোঝার জন্য প্রশ্ন করা ও উত্তর প্রস্তুত করা।
- প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে বিবেচ্য নির্ধারণ করা।

সেশন: ১-২

- **প্রশ্ন করা এবং জবাব খোঁজা।**

১ম ধাপ

শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের ‘প্রশ্ন করি’ অনুচ্ছেদটি নীরবে পড়তে বলবেন এবং খিচুড়ি রান্নার প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট আর কী কী প্রশ্ন হতে পারে তা প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে চিন্তা করে খাতায় লিখতে বলবেন। এ কাজের জন্য ৫-৭ মিনিট সময় দেবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে তাদের প্রশ্ন এবং সম্ভাব্য উত্তরগুলো উল্লেখ করতে বলবেন এবং একই ধরনের প্রশ্ন আর কারা কারা প্রস্তুত করেছে তাদের হাত তুলে জানাতে বলবেন। এভাবে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে দিয়ে উপস্থাপনার মধ্যে পুরো ক্লাসের সবার কাজ প্রকাশ করার সুযোগ করে দেবেন।

২য় ধাপ

শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের 'প্রশ্ন করি জবাব খুঁজি' অনুশীলনী অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের দলগতভাবে যে কোনো একটি বিষয় নির্ধারণ করে সে ব্যাপারে কী ধরনের প্রশ্ন করে জানা যেতে পারে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করার কাজ দেবেন। একইসাথে প্রস্তুত করা প্রশ্নগুলোর সম্ভাব্য উত্তরগুলোও তাদের প্রস্তুত করতে বলবেন।
শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের সংখ্যাভেদে একই বিষয় নিয়ে একাধিক দল প্রশ্ন ও জবাব প্রস্তুত করতে পারবে। একইসাথে পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত বিষয়ের বাইরে অন্য কোনো বিষয় নিয়েও শিক্ষার্থীরা এ কাজ করতে পারবে। শিক্ষক নিজে থেকেও কিছু বিষয় নির্ধারণ করে দিতে পারে। কীভাবে দলীয় কাজ করবে ও উপস্থাপন করবে সে-ব্যাপারে শিক্ষক সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- 'প্রশ্ন করি জবাব খুঁজি' অনুশীলনীতে প্রদত্ত বিষয়গুলোর মধ্য থেকে যে কোনো একটি নির্ধারণ করে সে সম্পর্কে ভালোভাবে জানার জন্য যে ধরনের প্রশ্ন করতে হবে তার একটি তালিকা করো। প্রশ্নগুলোর সম্ভাব্য উত্তর কী হতে পারেও তাও একসাথে প্রস্তুত করবে।
- এ কাজের জন্য সময় ২০ মিনিট। এরপর প্রতিদল তাদের কাজ উপস্থাপন করবে।
- প্রতি দল তাদের উপস্থাপনার জন্য সময় পাবে ২ মিনিট। উপস্থাপনার পরপরই একদল অন্য দলকে কাজের উপর মতামত প্রদান করতে পারবে। এজন্য আগে থেকেই কাগজে মতামত লিখে রাখতে পারো।
- উপস্থাপন শেষে অন্যদের মতামত ও আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতি দল চাইলে তাদের লেখা পরিমার্জন করতে পারবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের সুবিধার জন্য নির্দিষ্ট বিষয় সম্পর্কে ভালোভাবে জানার জন্য যে ধরনের প্রশ্ন করতে হবে তেমন কিছু নমুনা প্রশ্নের তালিকা শিক্ষক উল্লেখ করে দেবেন। নিচে একটি পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত একটি বিষয়ের উপর কিছু নমুনা প্রশ্ন এবং প্রশ্নের উত্তর নিয়ে একটি অনুচ্ছেদ দেওয়া হলো:

বিষয়: কোথাও যাওয়ার রাস্তা

- এটি কি পাকা রাস্তা না কাঁচা রাস্তা?
- এ রাস্তার শেষ কোথায়?
- এ রাস্তায় কী ধরনের গাড়ি চলে?
- এ রাস্তার ধারে কি বিরতি নেওয়ার স্থান আছে?
- এ রাস্তার ধারে কি খাবার দোকান আছে?
- এ রাস্তায় চলাচল কি নিরাপদ?

সেশন: ৩-৪

- **ছবি দেখে বিষয়বস্তু বোঝার জন্য প্রশ্ন করা ও উত্তর প্রস্তুত করা।**

শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের 'ছবি দেখে আলোচনা করি' অনুশীলনীতে প্রদত্ত ছবিগুলো শিক্ষার্থীদের ভালো করে লক্ষ করতে বলবেন। এরপর তাদের নির্দেশ দেবেন, যে ধরনের প্রশ্ন করলে ছবিগুলো সম্পর্কে আরো ভালোভাবে বোঝা যেতে পারে তার একটি তালিকা করো। প্রত্যেক শিক্ষার্থী পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত ৬টি ছবির উপরই প্রশ্ন তৈরি করবে। প্রশ্ন তৈরি শেষে ছোট দলে নিজেদের কাজ একে অন্যের সাথে শেয়ার করবে এবং দলীয়ভাবে প্রতিটি ছবির বিষয়বস্তু নিয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে একটি অনুচ্ছেদ প্রস্তুত করবে ও উপস্থাপন করবে। কীভাবে একক কাজ ও দলীয় কাজ করবে এবং উপস্থাপন করবে সে ব্যাপারে শিক্ষক সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা দেবেন। নমুনা নির্দেশনা:

- পাঠ্যবইয়ে প্রদত্ত ৬টি ছবি দেখে প্রতিটি ছবি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানার জন্য প্রত্যেকে কিছু প্রশ্নের তালিকা তৈরি করবে। এ কাজের জন্য সময় ২০ মিনিট।
- প্রশ্নের তালিকা তৈরি শেষে ছোট দলে নিজেদের প্রস্তুত করা প্রশ্নগুলো একে অন্যের সাথে শেয়ার করবে এবং দলীয়ভাবে প্রতিটি ছবির বিষয়বস্তু নিয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে একটি অনুচ্ছেদ প্রস্তুত করবে। এ কাজের জন্য সময় ২০ মিনিট।
- এরপর প্রতি দল থেকে যে কোনো একজন একটি ছবির উপর প্রস্তুত করা প্রশ্ন ও অনুচ্ছেদটি উপস্থাপন করবে। প্রতি দল তাদের উপস্থাপনার জন্য সময় পাবে ২ মিনিট। উপস্থাপনার পরপরই অন্যদলগুলো ঐ ছবির উপর ভিন্ন কী কী প্রশ্ন তৈরি করেছিলে তা উল্লেখ করবে এবং ছবির বিষয়বস্তু নিয়ে কারো কোনো ভিন্নমত থাকলে তা হাত তুলে জানাবে।
- প্রতি দলের উপস্থাপনার সময়ে অন্য দলগুলোর সাথে যে প্রশ্নগুলো মিলে যাবে, সেগুলো চিহ্নিত করে রাখবে এবং নিজেদের উপস্থাপনার সময়ে পূর্ববর্তী দলগুলোর চেয়ে ভিন্ন কিছু থাকলে শুধুমাত্র তা উল্লেখ করবে।
- উপস্থাপন শেষে অন্যদের মতামত ও আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতি দল চাইলে নিজেদের লেখা পরিমার্জন করতে পারবে।

শিক্ষার্থীদের কাজের সুবিধার জন্য শিক্ষক কিছু নমুনা প্রশ্ন বলে দিতে পারেন:

- ছবির লোকটি/লোকেরা কী করছেন?
- ছবির লোকটির/লোকাদের পেশা কী?
- ছবিটি কোন স্থানের?
- ছবিটি কোন সময়ের?
- এ ছবির সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক কী?
- ছবিতে কী ধরনের উপকরণ দেখা যাচ্ছে?
- এই ছবির সাথে আমাদের বাস্তব জীবনের সম্পর্ক কী?

- **প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে বিবেচ্য নির্ধারণ করা।**

শিক্ষার্থীদের কয়েকটি ছোটো দলে বিভক্ত করবেন এবং যে কোনো বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করার জন্য প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে কী কী বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে সে ব্যাপারে দলে আলোচনা করে একটি অনুচ্ছেদ বা কিছু বাক্য প্রস্তুত করতে বলবেন। এ কাজের জন্য ১০ মিনিট সময় নির্ধারণ করে দেবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষে প্রতি দল থেকে যে কোনো একজন তাদের কাজ উপস্থাপন করবে। প্রতি দল তাদের উপস্থাপনার জন্য সময় পাবে ২ মিনিট। প্রতি দলের উপস্থাপনার সময়ে অন্য দলগুলোর সাথে যে বক্তব্যগুলো মিলে যাবে, সেগুলো চিহ্নিত করে রাখবে এবং নিজেদের উপস্থাপনার সময়ে পূর্ববর্তী দলগুলোর চেয়ে ভিন্ন কিছু থাকলে শুধুমাত্র তা উল্লেখ করতে বলবেন। প্রতি দলের উপস্থাপনা শেষেই শিক্ষক ও অন্য শিক্ষার্থীরা মিলে তাদের বক্তব্য নিয়ে মতামত প্রকাশ করবেন। নিচের 'প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে বিবেচ্য' অনুচ্ছেদটি বিবেচনায় নিয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করবেন।

প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে বিবেচ্য

কোনো কিছু জানতে, ভালো করে বুঝে নিতে, কোনো সংশয় থাকলে তা দূর করতে আমরা প্রশ্ন করি এবং প্রশ্ন করতে পারাটা খুবই গুরুত্বপুর্ণ একটি কৌশল। প্রশ্ন করার সময়ে কৌশলী হতে পারলে কম সময়ে ও কার্যকর উপায়ে প্রয়োজনীয় তথ্য ও সহায়তা পাবার কাজটি সহজ হয়। যেসব প্রশ্নের উত্তর হ্যাঁ/না বলে করা যায় তা থেকে কোনো বিষয়ে বিস্তারিতভাবে জানা যায় না বা এর প্রয়োজন থাকে না। তবে কে, কী, কাকে, কার, কেন, কীভাবে, কবে, কখন, কোথায়,
কত ইত্যাদি শব্দযোগে প্রশ্ন করলে আরো কোনো বিষয়ে বিস্তারিতভাবে তথ্য জানার কাজটি সহজ হয়। একইসাথে প্রশ্ন করার জন্য নিচের বিষয়গুলো লক্ষ রাখা গুরুত্বপূর্ণ:

- পরিস্থিতি মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা
- প্রশ্নগুলো বিষয় সম্পর্কিত হওয়া
- সহজ ও সাবলীলভাবে প্রশ্ন করা
- প্রশ্নগুলো সংক্ষিপ্ত ও সুপষ্ট হওয়া
- প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ায় আগ্রহী হওয়া
- প্রশ্নগুলোর উত্তর শোনায় আগ্রহী হওয়া
- কৌতূহলমূলক প্রশ্ন করতে পারা
- কোনো অস্পষ্টতা থাকলে তা চিহ্নিত করতে পারা এবং তা নিরসনে আবার প্রশ্ন করা।

২য় পরিচ্ছেদ

শিখন-অভিজ্ঞতা-২২: আলোচনা করতে শেখা

এই শিখন-অভিজ্ঞতায় এমন কিছু কার্যক্রম পরিকল্পনা করা হয়েছে যেন শিক্ষার্থীরা কোনো বিষয় সম্পর্কে নিজের মতো ও ভিন্নমত উপস্থাপন করার ও ব্যাখ্যা করতে পারার দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

কৌশল : একক কাজ, দলীয় কাজ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, উপস্থাপনা, বিতর্ক ।

সেশন সংখ্যা : ৪

উপকরণ : বাংলা বইয়ের সপ্তম অধ্যায়ের ২য় পরিচ্ছেদ; সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী।

কার্যক্রম:

- ভালো লাগার ভিত্তিতে পাঠ্যবইয়ের ভিন্ন ভিন্ন রচনার ক্রম করা ও কারণ নিয়ে আলোচনা।
- ঘটনার পক্ষে-বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে নিজের যুক্তি প্রস্তুত করা।
- বিতর্ক করা।

সেশন: ১

- **পাঠ্যবইয়ের ভিন্ন ভিন্ন রচনার ক্রম করা ও কারণ নিয়ে আলোচনা।**

বাংলা পাঠ্য বইয়ের গল্প, কবিতা, ছড়া ইত্যাদি থেকে পছন্দের ভিত্তিতে যে কোনো ২টি বেছে নিতে হলে ক্রমান্বয়ে শিক্ষার্থীরা কোন ২টি বেছে নিবে তা শনাক্ত করতে বলবেন। একইসাথে কেন ঐ দুটি রচনা তাদের ভাল লেগেছে তা 'নিজের মত দেই অন্যের মত শুনি' অনুশীলনীর ছকে উল্লেখ করতে বলবেন। এটি তারা নিজেদের খাতায় বা পাঠ্যবইয়ের ফাঁকা স্থানে লিখে রাখতে পারবে। এ কাজের জন্য শিক্ষক ১০-১৫ মিনিট সময় দেবেন। একক কাজ শেষে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে তার কাজ উপস্থাপনার সুযোগ দেবেন এবং উপস্থাপনা শেষে ঐ শিক্ষার্থীর মতের সাথে অন্য কার কার মিলে গিয়েছে তা হাত তুলে জানাতে বলবেন। এভাবে ক্রমান্বয়ে কয়েকজন শিক্ষার্থীকে উপস্থাপনার সুযোগ দিয়ে পুরো ক্লাসের সবার মতপ্রকাশের সুযোগ তৈরি করবেন।

সেশন: ২

- **ঘটনার পক্ষে-বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে নিজের যুক্তি প্রস্তুত করা।**

শিক্ষক পাঠ্যবইয়ের 'পক্ষ নিয়ে যুক্তি দেই' অনুচ্ছেদটি শিক্ষার্থীদের নীরবে পড়তে বলবেন। পাঠশেষে 'ধানচাষ' অথবা 'খামার তৈরি' যে কোনো একটি পক্ষ বেছে নিয়ে অনুশীলনীতে প্রদত্ত ছকটি একক কাজ হিসেবে পূরণ করার নির্দেশ দেবেন। এ কাজের জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দেবেন। একক কাজ সম্পন্ন হলে ছোটো দলে নিজেদের ছক শেয়ার করবে, দলের সকলকে পড়ে শোনাবে বা দেখাবে এবং অন্যদের প্রস্তুত করা ছক সম্পর্কে মতামত দেবে। এভাবে প্রত্যেকেই নিজেদের ছকের উপর অন্যদের মতামত নেবে এবং মতামত গ্রহণ শেষে চাইলে ছকটি পরিমার্জন করতে পারবে। এ কাজ করার জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট একটি সময় নির্ধারণ করে দেবেন। এ সময়ে শিক্ষক তাদের সাথে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনা করবেন, ঘুরে ঘুরে দলগুলোর কাজ দেখবেন, এবং প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা করবেন। শিক্ষার্থীরা কীভাবে ছকটি পূরণ করবে তা বোঝানোর সুবিধার্থে নিচের নমুনাটি বোর্ডে লিখে দেখাতে পারেন:

আমি যে পক্ষ নিয়েছি: খামার তৈরি করা

পক্ষের যুক্তি	অন্য পক্ষের যুক্তি খণ্ডন
খামার তৈরি করলে ধান চাষের চেয়ে আয় বেশি	হাঁস-মুরগির রোগ-বালাই বেশি হয়। একবার রোগ-বালাই হলে তখন বিনিয়োগের সব টাকা নষ্ট হবে।

কাজ শেষে প্রতি দল থেকে অন্তত একজন শিক্ষার্থীকে তার নিজের ও দলের অন্যদের কাজ সম্পর্কে উপস্থাপন করতে বলবেন। উপস্থাপন শেষে অন্য শিক্ষার্থীরা তার মতামতের সাথে কতটুকু একমত এ-ব্যাপারে শিক্ষক জানতে চাইবেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মতামত শুনবেন, নিজের মতামত দেবেন এবং ছক পূরণের কাজটি সমাপ্ত করবেন। কোনো ব্যাপারে অভিমত ও যুক্তি প্রদান করার ব্যাপারে যে-বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হয় তা শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দেবেন। নিচে কিছু নমুনা দেওয়া হলো:

- যে ব্যাপারে যুক্তি বা মতামত দেওয়া হচ্ছে তা সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য জেনে নেওয়া;
- ভিন্ন মতামত প্রদান করার সময়ে বিনয় প্রকাশ করা;
- এমনভাবে মতামত না প্রকাশ করা যাতে কেউ মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়;
- এমনভাবে মতামত না প্রকাশ করা যাতে পরবর্তীতে নিজের ক্ষতির সম্ভাবনা তৈরি হয়;
- অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা এবং ভিন্ন মতামত হলেও আক্রমণাত্মক ভাষায় সমালোচনা না করা;

- অন্যের মতামতের সাথে সমমনা হলে তা উৎসাহ দেওয়া;
- কোন মতামত বিষয়/পরিস্থিতির সাথে অধিক সংশ্লিষ্ট বা গুরুত্বপূর্ণ তা নির্ধারণ করা;
- মতামত সংক্ষেপে কিন্তু সুস্পষ্ট ভাষায় প্রদান করা;
- কোনো অস্পষ্টতা থাকলে তা চিহ্নিত করতে পারা এবং তা নিরসনে আবার প্রশ্ন করা/মতামত দেওয়া;
- নিজের মতামতে কোনো ভুল বা সংশোধনী প্রয়োজন হলে তা শনাক্ত করা;
- অন্যের কথার মাঝে নিজের বক্তব্য না প্রদান করা বা বলতে চাইলে হাত তোলা।

সেশন: ৩-৪

- **বিতর্ক করা।**

শিক্ষার্থীদের বিতর্ক করার জন্য কিছু বিষয় নির্ধারণ করবেন। নিচে কিছু নমুনা বিষয় দেওয়া হলো:

ক) একই জমিতে ধান চাষের চেয়ে হাঁস-মুরগির খামার করা অনেক বেশি লাভজনক।

খ) স্কুল থেকে যত বেশি বাড়ির কাজ দেওয়া হবে পড়াশোনা তত ভালো হবে।

গ) কবিতার চেয়ে গল্পের মাধ্যমে মনের আবেগ প্রকাশ করা সহজ বেশি।

ঘ) কলেজে ভর্তির আগ পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মোবাইল ব্যবহার করা উচিত নয়।

ঙ) ভাষাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বই পড়ার চেয়ে নাটক, সিনেমা, কার্টুন ইত্যাদি দেখা বেশি কার্যকর।

চ) কাউকে 'তুই' করে সম্বোধন করলে কখনোই তা সম্মানজনক হয় না।

বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ বিবেচনায় শিক্ষক এ-ধরনের আরো কিছু বিষয় নির্ধারণ করবেন। চেষ্টা করবেন যেন বিষয়গুলো বাংলা বিষয়ের উপর শিক্ষাক্রমে নির্ধারিত যোগ্যতাগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়। বিষয়গুলো ক্লাস শুরু করার আগে থেকেই নির্ধারণ করে বোর্ডে লিখে রাখবেন। একইসাথে বিতর্ক করার জন্য আর বাংলার সাথে সংশ্লিষ্ট আর কী কী বিষয় নির্ধারণ করা যেতে পারে সে ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের মতামত জানতে চাইবেন ও গ্রহণযোগ্য হলে তাদের প্রস্তাবিত বিষয়গুলোও বোর্ডে লিখবেন।

এরপর শিক্ষক ক্লাসের শিক্ষার্থীদের ৩/৪ সদস্যের কতগুলো জোড় সংখ্যক দলে ভাগ করবেন ও লটারির মাধ্যমে যে কোনো দুটি দলকে একটি করে বিষয় নির্ধারণ করে দেবেন। বিষয় অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা পক্ষে না বিপক্ষে বিতর্ক করবে তাও লটারির মাধ্যমে নির্ধারণ করবেন। পক্ষে ও বিপক্ষে প্রতি জোড়কে তাদের যুক্তি প্রস্তুত করতে বলবেন। এ কাজের জন্য শিক্ষক নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দেবেন ও নির্দিষ্ট নির্দেশনা দেবেন।

নমুনা নির্দেশনা:

- লটারির মাধ্যমে পাওয়া নির্দিষ্ট বিষয় ও অবস্থান অনুযায়ী প্রতিদল পক্ষে/বিপক্ষে বিতর্কের মাধ্যমে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করবে। এ কাজের প্রস্তুতির জন্য সময় ২০ মিনিট।
- প্রথমে একজন পক্ষে এবং তারপর একজন বিপক্ষে মত দেবে। দলের অবস্থান অনুযায়ী বিষয়ের উপর যুক্তি উপস্থাপনের জন্য প্রতি বক্তা ১ মিনিট করে সময় পাবে। তবে যুক্তি খন্ডনের জন্য সর্বশেষ বক্তা ২ মিনিট সময় পাবে।
- বক্তব্য উপস্থাপনের সময়ে ইতিবাচকভাবে নিজের মতামত ও যুক্তি প্রকাশ করার জন্য যে বিষয়গুলো বিবেচনায় নিতে হয় তা মনে রাখবে।
- যুক্তি প্রদান ও যুক্তি খন্ডন বিষয়ে পাঠ্যবইয়ে যে বক্তব্যগুলো দেওয়া আছে সেগুলো বিবেচনায় নিবে।
- পক্ষে ও বিপক্ষে প্রতি জোড়া দলের উপস্থাপন শেষে অন্য দলের সদস্যগণ তাদের মতামত প্রদান করতে পারবে।

শিক্ষক সকল দলের বিতর্ক উপস্থাপন তত্ত্বাবধান করবেন, দেখবেন ও শুনবেন, নিজের মতামত দেবেন

১৯৭১ সালে নভেম্বর মাসে মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর যৌথ কমান্ড গঠিত হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা যৌথবাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হন। ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিকাল পাঁচটা এক মিনিটে রমনা রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) যৌথ কমান্ডের পক্ষে লেফটেন্যান্ট জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরা এবং পাকিস্তানি বাহিনীর পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজী পাকিস্তানের আত্মসমর্পণ দলিলে স্বাক্ষর করেন। যৌথ বাহিনীর কাছে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়েই মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বিজয় সম্পন্ন হয়।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ

৭ম শ্রেণি

শিক্ষক সহায়িকা

বাংলা

দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে হলে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

অহংকার পতনের মূল

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য